

# Holy Bible

*Aionian* Edition®

মুক্তভাবে বাংলা সমকালীন সংস্করণের

**Open Bengali Contemporary Bible  
Gospel Primer**

**সূচিপত্র**  
ভূমিকা  
আদিপুস্তক 1-4  
যোহন 1-21  
প্রকাশিত বাক্য 19-22  
66 আয়াত  
পাঠকের গাইড  
শব্দকোষ  
মানচিত্র  
ভবিত্বব্য  
ছবি, Doré

Welcome to the *Gospel Primer*. The Aionian Bible invites you to review popular Christian understanding. Is it possible that the most well-known verse in the Bible is mistranslated, John 3:16? Are the destinies of Heaven and Hell really the whole story? And are misunderstandings of this magnitude even possible? First, know that the Aionian Bible does not abandon Christian heritage. We have much to learn from godly people throughout all ages. Yet, this booklet is a new primer to the truly good news of Jesus Christ, the savior of all mankind.

---

*Holy Bible Aionian Edition ®*

মুক্তভাবে বাংলা সমকালীন সংস্করণের  
Open Bengali Contemporary Bible  
Gospel Primer

Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International, 2018-2025

Source text: eBible.org

Source version: 4/25/2025

Source copyright: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0, International  
Biblica, Inc., 2007, 2017, 2019

Original work available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](http://open.bible)

Formatted by Speedata Publisher 5.1.3 (Pro) on 5/4/2025

100% Free to Copy and Print

TOR Anonymously

<https://AionianBible.org>

Published by Nainoia Inc, <https://Nainoia-Inc.signedon.net>

All profits are given to <https://CoolCup.org>

We pray for a modern Creative Commons translation in every language  
Translator resources at <https://AionianBible.org/Third-Party-Publisher-Resources>

Report content and format concerns to Nainoia Inc

Volunteer help is welcome and appreciated!

# ভূমিকা

বাংলা at [AionianBible.org/Preface](http://AionianBible.org/Preface)

The *Holy Bible Aionian Edition* ® is the world's first Bible *un-translation*! What is an *un-translation*? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are *Christ*, *baptism*, *angel*, and *apostle*. The meaning is then preserved more accurately through context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven additional Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are *aiōn*, *aiōnios*, and *aīdios*, typically translated as *eternal* and also *world* or *eon*. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of *aiōnios*. Consider that researchers question if *aiōn* and *aiōnios* actually mean *eternal*. Translating *aiōn* as *eternal* in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word for *eternal* is *aīdios*, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon imprisonment. Yet what about *aiōnios* in John 3:16? Certainly we do not question whether salvation is *eternal*! However, *aiōnios* means something much more wonderful than infinite time! Ancient Greeks used *aiōn* to mean *eon* or *age*. They also used the adjective *aiōnios* to mean *entirety*, such as *complete* or even *consummate*, but never infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So *aiōnios* is the perfect description of God's Word which has *everything* we need for life and godliness! And the *aiōnios* life promised in John 3:16 is not simply a ticket to *eternal* life in the future, but the invitation through faith to the *consummate* life beginning now!

The next seven words are *Sheol*, *Hadēs*, *Geenna*, *Tartaroō*, *Abyssos*, and *Limnē Pyr*. These words are often translated as *Hell*, the place of *eternal punishment*. However, *Hell* is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, *Sheol* is the abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as *Hell*. *Hadēs* is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. *Geenna* is the Valley of Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. *Tartaroō* is a prison for demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. *Abyssos* is a temporary prison for the Beast and Satan. Translators are also inconsistent because *Hell* is used by the King James Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible zero times. Finally, *Limnē Pyr* is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The eleventh word, *eleēsē*, reveals the grand conclusion of grace in Romans 11:32. Please understand these eleven words. The original translation is unaltered and a highlighted note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our sources at [eBible.org](http://eBible.org), [Crosswire.org](http://Crosswire.org), [unbound.Biola.edu](http://unbound.Biola.edu), [Bible4u.net](http://Bible4u.net), and [NHEB.net](http://NHEB.net). The Aionian Bible is copyrighted with [creativecommons.org/licenses/by/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing 100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's Guide and read at [AionianBible.org](http://AionianBible.org), with Android, and with TOR network. Why purple? King Jesus' Word is royal and purple is the color of royalty! All profits are given to [CoolCup.org](http://CoolCup.org).



সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, এদন বাগানের পূর্বদিকে তিনি কর্ণবদের মোতায়েন করে দিলেন এবং  
জীবনদায়ী গাছের কাছে পৌঁছানোর পথ রক্ষা করার জন্য ঘৃণ্যমান জ্বলন্ত এক তরোয়ালও বসিয়ে দিলেন।

আদিপুস্তক 3:24

# আদিপুস্তক

উন্মুক্ত এলাকায় বসিয়ে দিলেন, 18 যেন সেগুলি দিন ও  
রাতের উপরে প্রভৃতি করতে পারে, এবং অঙ্ককার থেকে

- 1 শুরুতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। আলোকে আলাদা করতে পারে। আর ঈশ্বর দেখলেন 2 এমতাবস্থায় পৃথিবী নিরবয়ব ও ফাঁকা ছিল, গভীরের যে তা ভালো হয়েছে। 19 আর সন্ধ্যা হল এবং সকাল উপরের শুরু অঙ্ককার ছেয়ে ছিল, এবং ঈশ্বরের আত্মা হল—এই হল চতুর্থ দিন। 20 আর ঈশ্বর বললেন, “জলে জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। 3 আর ঈশ্বর বললেন, জীবিত প্রাণীর ঝাঁক দেখা যাক এবং আকাশে পৃথিবীর “আলো হোক,” এবং আলো হল। 4 ঈশ্বর দেখলেন যে সেই উপর পাখিরা উড়ে বেড়াক।” 21 তাই ঈশ্বর সমুদ্রের আলো ভালো হয়েছে, এবং তিনি অঙ্ককার থেকে আলোকে বড়ো বড়ো প্রাণীদের এবং জলে থাকা প্রত্যেকটি জীবিত বিচ্ছিন্ন করলেন। 5 ঈশ্বর আলোকে “দিন” নাম দিলেন ও গতিশীল জীবকে তাদের প্রজাতি অনুসারে, এবং এবং অঙ্ককারকে “রাত” নাম দিলেন। সন্ধ্যা হল এবং প্রত্যেকটি ডানাযুক্ত পাখিকে তাদের প্রজাতি অনুসারে সকাল হল—এই হল প্রথম দিন। 6 আর ঈশ্বর বললেন, সৃষ্টি করলেন। আর ঈশ্বর দেখলেন যে তা ভালো হয়েছে। “পৃথিবীর জল থেকে আকাশের জলকে আলাদা করার জন্য 22 ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, “ফলবান হও ও এই দুই ধরনের জলের মাঝখানে উন্মুক্ত এলাকা তৈরি সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্রের জল ভরিয়ে তোলো, এবং হোক।” 7 অতএব ঈশ্বর উন্মুক্ত এলাকা তৈরি করলেন পৃথিবীর বুকে পাখিরাও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাক।” 23 আর এবং সেই এলাকার উপরের ও নিচের জলকে আলাদা সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল—এই হল পঞ্চম দিন। 24 আর করে দিলেন। আর তা সেইমতোই হল। 8 ঈশ্বর সেই ঈশ্বর বললেন, “ভূমি নিজস্ব প্রজাতি অনুসারে জীবিত প্রাণী উন্মুক্ত এলাকাকে “আকাশ” নাম দিলেন। আর সন্ধ্যা হল উৎপন্ন করুক: গৃহপালিত পশু, জমির সরীসৃপ প্রাণী, এবং ও সকাল হল—এই হল দ্বিতীয় দিন। 9 আর ঈশ্বর বললেন, বন্যগন্তব্য, প্রত্যেকে নিজস্ব প্রজাতি অনুসারেই হোক।” আর “আকাশের নিচের সব জল এক স্থানে জমা হোক, এবং তা সেইমতোই হল। 25 বন্যপশুদের তাদের নিজস্ব প্রজাতি শুকনো জমি দৃষ্টিগোচর হোক।” আর তা সেইমতোই হল। অনুসারে, গৃহপালিত পশুদের তাদের নিজস্ব প্রজাতি 10 ঈশ্বর সেই শুকনো জমির নাম দিলেন “ভূমি” এবং জমা অনুসারে, এবং জমির সরীসৃপ প্রাণীদের তাদের নিজস্ব জলকে তিনি “সমুদ্র” নাম দিলেন। আর ঈশ্বর দেখলেন প্রজাতি অনুসারে ঈশ্বর তৈরি করলেন। আর ঈশ্বর দেখলেন যে সেটি ভালো হয়েছে। 11 পরে ঈশ্বর বললেন, “ভূমি যে তা ভালো হয়েছে। 26 তখন ঈশ্বর বললেন, “এসো, গাছপালা উৎপন্ন করুক: সেগুলির বিভিন্ন ধরন অনুসারে আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ ভূমিতে উৎপন্ন সরীজ লতাগুল্লা ও বীজ সমেত ফল তৈরি করি, যেন তারা সমুদ্রের মাছেদের উপরে এবং উৎপাদনকারী গাছ উৎপন্ন হোক।” আর তা সেইমতোই আকাশের পাখিদের উপরে, গৃহপালিত পশুদের ও সব হল। 12 ভূমি গাছপালা উৎপন্ন করল: নিজস্ব প্রজাতি বন্যগন্তব্য উপরে, এবং জমির সব সরীসৃপ প্রাণীর উপরে অনুসারে বীজ উৎপাদনকারী লতাগুল্লা এবং নিজস্ব প্রজাতি কর্তৃত করে।” 27 অতএব ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে অনুসারে বীজ সমেত ফল উৎপাদনকারী গাছ উৎপন্ন হল। মানুষ সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি তাকে এবং ঈশ্বর দেখলেন যে সেগুলি ভালো হয়েছে। 13 আর সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও স্ত্রী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন। সন্ধ্যা হল ও সকাল হল—এই হল দ্বিতীয় দিন। 14 আর 28 ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, “তোমারা ফলবান ঈশ্বর বললেন, “রাত থেকে দিনকে আলাদা করার জন্য হও ও সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করো; পৃথিবী ভরিয়ে তোলো ও আকাশের উন্মুক্ত এলাকায় জ্যোতি হোক, এবং বিভিন্ন এটি বশে রেখো। সমুদ্রের মাছগুলির উপরে ও আকাশের খাতু, দিন ও বছর চিহ্নিত করার জন্য এগুলি নির্দেশনরূপে পাখিদের উপরে এবং প্রত্যেকটি সরীসৃপ প্রাণীর উপরে কাজ করুক, 15 আর পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য তোমরা কর্তৃত কোরো।” 29 পরে ঈশ্বর বললেন, “প্রত্যেকটি এগুলি আকাশের উন্মুক্ত এলাকায় আলোর উৎস হয়ে সরীজ লতাগুল্লা, যা সমগ্র পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন হয় ও যাক।” আর তা সেরকমই হল। 16 ঈশ্বর দৃষ্টি বড়ো জ্যোতি বীজ সমেত ফল উৎপাদনকারী প্রত্যেকটি গাছপালা আমি তৈরি করলেন—দিন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত তোমাদের দিলাম। সেগুলি তোমাদের খাদ্যদ্রব্য হবে। বড়ো জ্যোতি এবং রাত নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত 30 আর পৃথিবীর সব পশুর ও আকাশের সব পাখির এবং ছোটো জ্যোতি। তিনি তারকামালাও তৈরি করলেন। 17 সব সরীসৃপ প্রাণীর কাছে—যে সবকিছুর মধ্যে জীবন পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য ঈশ্বর সেগুলিকে আকাশের আছে—খাদ্যদ্রব্যরূপে আমি প্রত্যেকটি সবুজ চারাগাছ

দিলাম।” আর তা সেইমতোই হল। 31 ঈশ্বর যা যা তৈরি জ্ঞানদায়ী গাছের ফল তুমি অবশ্যই খেয়ো না। যদি সেই করলেন, তা তিনি দেখলেন, এবং তা খুবই ভালো হল। গাছের ফল খাও, তবে তুমি নিশ্চয় মারা যাবে।” 18 আর সম্প্রদ্য হল ও সকাল হল—এই হল ষষ্ঠ দিন।

## ২ এইভাবে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী ও স্থানকার

সবকিছু সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ হল। 2 সপ্তম দিনে এসে ঈশ্বর তাঁর সব কাজকর্ম সমাপ্ত করলেন; তাই সপ্তম দিনে তিনি তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন। 3 আর ঈশ্বর সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করে সেটিকে পবিত্র করলেন, কারণ এই দিনেই তিনি তাঁর সব সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। 4 আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি হল, সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল তৈরি করলেন তখন তার বর্ণনা এইরকম হল। 5 আর তখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনও গাছপালা উৎপন্ন হয়নি এবং কোনও চারাগাছ তখনও গজিয়ে ওঠেনি, কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি পাঠাননি, এবং জমিতে চাষ করার জন্য সেখানে কোনও মানুষও ছিল না, 6 কিন্তু পৃথিবী থেকে জলধারা উঠে এল ও জমির সমগ্র বহির্ভাগ জলসিক্ত করে তুলল। 7 সদাপ্রভু ঈশ্বর জমির ধূলো থেকে মানুষকে গড়ে তুললেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু ভরে দিলেন, এবং সেই মানুষ এক জীবিত প্রাণী হয়ে গেল। 8 এমতাবস্থায় সদাপ্রভু ঈশ্বর এদনে, পূর্বদিকে একটি বাগান তৈরি করলেন; এবং সেখানে তিনি তাঁর হাতে গড়া মানুষটিকে রাখলেন। 9 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমিতে সব ধরনের গাছপালা জন্মাতে দিলেন—যেসব গাছপালা দেখতে ভালো লাগে এবং খাদ্যরপেও যেগুলি ভালো।

বাগানের মাঝখানে জীবনদায়ী গাছ এবং ভালোমন্দের জ্ঞানদায়ী গাছ ছিল। 10 এদন থেকে একটি নদী প্রবাহিত

হয়ে বাগানটি জলসেচিত করে তুলল; সেখান থেকে এটি

“সতিই কি ঈশ্বর বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই বাগানের চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।’ 11 প্রথমটির নাম শীশোন; কোনও গাছের ফল খেয়ো না?” 2 নারী সাপকে বললেন,

এটি সমগ্র সেই হীলী দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে, যেখানে “আমরা বাগানের গাছগুলি থেকে ফল খেতে পারি, 3 কিন্তু সোনা পাওয়া যায়। 12 (সেই দেশের সোনা খুব উন্নত ঈশ্বর বলেছেন, ‘বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার মানের; আর সেখানে সুগন্ধি ধূলো এবং স্ফটিকমণি ও ফল তোমরা অবশ্যই খাবে না, আর এটি তোমরা ছোঁবেও পাওয়া যায়।’)

13 দ্বিতীয় নদীটির নাম গীহেন, এটি সমগ্র না, এমনটি করলে তোমরা মারা যাবে।” 4 “অবশ্যই কৃশ দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। 14 তৃতীয় নদীটির নাম তোমরা মরবে না,” সাপ নারীকে বলল। 5 “কারণ ঈশ্বর টাইগ্রিস; এটি আসিরিয়ার পূর্বদিক যেসে বয়ে গিয়েছে। জানেন যে, যখন তোমরা এটি খাবে, তখন তোমাদের চতুর্থ নদীটি হল ইউফ্রেটিস। 15 সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে চোখ খুলে যাবে, ও তোমরা ভালোমন্দ জানার ক্ষেত্রে নিয়ে এদন বাগানে কাজ করার এবং সেটির যত্ন নেওয়ার ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।” 6 নারী যখন দেখলেন যে

জন্য তাকে সেখানে রাখলেন। 16 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই সেই গাছের ফলটি খাদ্য হিসেবে ভালো ও চোখের পক্ষে

মানুষটিকে আদেশ দিলেন, “বাগানের যে কোনো গাছের আনন্দদায়ক, এবং জ্ঞানার্জনের পক্ষেও কাম্য, তখন তিনি

ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন; 17 কিন্তু ভালোমন্দের কয়েকটি ফল পেড়ে তা খেলেন। তিনি তাঁর সেই স্বামীকেও

সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষের একা থাকা ভালো নয়।

আমি তার উপযুক্ত এক সহকারীতী তৈরি করব।” 19

এখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সব বন্যপ্রাণকে ও আকাশের সব পাখিকে মাটি দিয়ে তৈরি করলেন। সেই মানুষটি তাদের কী নাম দেয় তা দেখার জন্য ঈশ্বর তাদের তাঁর কাছে আনলেন; আর সেই মানুষটি প্রত্যেকটি জীবত্ত প্রাণীকে যে নাম দিলেন, তার নাম ঠিক তাই হল। 20 অতএব সেই মানুষটি সব গৃহপালিত পশুর, আকাশের পাখিদের এবং সব বন্যপ্রাণের নামকরণ করলেন। কিন্তু আদমের জন্য উপযুক্ত কোনও সহকারী পাওয়া যায়নি। 21 অতএব সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে গভীর ঘূমে ঘুমিয়ে পড়তে দিলেন; এবং যখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বর সেই মানুষটির পাঁজরের একটি হাড় বের করে নিয়ে তাঁর সেই স্থানটি মাংস দিয়ে ভরাট করে দিলেন। 22 পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটির পাঁজরের যে হাড়টি বের করলেন, তা দিয়ে এক নারী তৈরি করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁকে সেই মানুষটির কাছে আনলেন। 23 মানুষটি বললেন, “এখন এই আমার অঙ্গের অঙ্গ ও আমার মাংসের মাংস; এর নাম হবে ‘নারী,’ কারণ একে নর থেকে নেওয়া হয়েছে।” 24 এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে, তার স্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হবে ও সেই দুজন একাঙ্গ হবে। 25 সেই পুরুষ ও তাঁর স্ত্রী, দুজনেই নগ্ন হিলেন, আর তাদের কোনো লজ্জাবোধও ছিল না।

## ৩ এখন সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত যে কোনো বন্যপ্রাণ

মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে নারীকে বলল,

“সতিই কি ঈশ্বর বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই বাগানের চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।’ 11 প্রথমটির নাম শীশোন; কোনও গাছের ফল খেয়ো না?” 2 নারী সাপকে বললেন,

এটি সমগ্র সেই হীলী দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে, যেখানে “আমরা বাগানের গাছগুলি থেকে ফল খেতে পারি, 3 কিন্তু সোনা পাওয়া যায়। 12 (সেই দেশের সোনা খুব উন্নত ঈশ্বর বলেছেন, ‘বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার মানের; আর সেখানে সুগন্ধি ধূলো এবং স্ফটিকমণি ও ফল তোমরা অবশ্যই খাবে না, আর এটি তোমরা ছোঁবেও পাওয়া যায়।’)

13 দ্বিতীয় নদীটির নাম গীহেন, এটি সমগ্র না, এমনটি করলে তোমরা মারা যাবে।” 4 “অবশ্যই কৃশ দেশ জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। 14 তৃতীয় নদীটির নাম তোমরা মরবে না,” সাপ নারীকে বলল। 5 “কারণ ঈশ্বর টাইগ্রিস; এটি আসিরিয়ার পূর্বদিক যেসে বয়ে গিয়েছে। জানেন যে, যখন তোমরা এটি খাবে, তখন তোমাদের চতুর্থ নদীটি হল ইউফ্রেটিস। 15 সদাপ্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে চোখ খুলে যাবে, ও তোমরা ভালোমন্দ জানার ক্ষেত্রে নিয়ে এদন বাগানে কাজ করার এবং সেটির যত্ন নেওয়ার ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।” 6 নারী যখন দেখলেন যে

জন্য তাকে সেখানে রাখলেন। 16 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই সেই গাছের ফলটি খাদ্য হিসেবে ভালো ও চোখের পক্ষে

মানুষটিকে আদেশ দিলেন, “বাগানের যে কোনো গাছের আনন্দদায়ক, এবং জ্ঞানার্জনের পক্ষেও কাম্য, তখন তিনি

ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি স্বাধীন; 17 কিন্তু ভালোমন্দের কয়েকটি ফল পেড়ে তা খেলেন। তিনি তাঁর সেই স্বামীকেও

কয়েকটি ফল দিলেন, যিনি তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ও তিনিও কারণ তুমি তো ধুলো, আর ধুলোতেই তুমি যাবে ফিরে।” তা খেলেন। 7 তখন তাদের দুজনেরই চোখ খুলে গেল, 20 আদম তাঁর স্ত্রীর নাম দিলেন হবা, কারণ তিনি হবেন সব এবং তারা অনুভব করলেন যে তারা উলঙ্গ; তাই তারা জীবন্ত মানুষের মা। 21 সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁর স্ত্রীর ডুমুর গাছের পাতা একসাথে সেলাই করে নিজেদের জন্য জন্য চামড়ার পোশাক বানিয়ে দিলেন এবং তাদের কাপড় আচ্ছাদন তৈরি করলেন। 8 তখন সেই মানুষটি ও তাঁর স্ত্রী পরিয়ে দিলেন। 22 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, “মানুষ সেই সদাপ্রভু ঈশ্বরের হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেলেন, এখন ভালোমন্দের জ্ঞান পেয়ে আমাদের একজনের মতো যিনি দিনের পড়ন্ত বেলায় বাগানে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন, হয়ে গিয়েছে। তাকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না, যেন সে এবং তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরকে এড়িয়ে বাগানের গাছগুলির তার হাত বাড়িয়ে আবার জীবনদায়ী গাছের ফল খেয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। 9 কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই অমর হয়ে যায়।” 23 তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে এদের মানুষটিকে ডেকে বললেন, “তুমি কোথায়?” 10 তিনি উভয় বাগান থেকে নির্বাসিত করে সেই ভূমিতে কাজ করার জন্য দিলেন, “বাগানে আমি তোমার হাঁটার আওয়াজ শুনতে পাঠ্টিয়ে দিলেন, যেখান থেকে তাঁকে তুলে আনা হয়েছিল। পেয়েছিলাম, আর আমি তায় পেয়েছিলাম কারণ আমি যে 24 সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, এদের বাগানের উলঙ্গ; তাই আমি লুকিয়ে পড়েছি।” 11 আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে তিনি করুবদের মোতায়েন করে দিলেন এবং বললেন, “কে তোমাকে বলেছে যে তুমি উলঙ্গ? যে গাছের জীবনদায়ী গাছের কাছে পৌঁছানোর পথ রক্ষা করার জন্য ফল না খাওয়ার আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম, ঘৃণ্যমান জ্বলন্ত এক তরোয়ালও বসিয়ে দিলেন।

সেই গাছের ফল তুমি কি খেয়েছ?” 12 মানুষটি বললেন, “আমার সঙ্গে তুমি যে নারীকে এখানে রেখেছে—সেই গাছটি থেকে কয়েকটি ফল আমায় দিয়েছিল এবং আমি তা খেয়ে ফেলেছি।” 13 তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, “তুমি এ কী করলে?” নারী বললেন, “সাপ আমাকে প্রতারিত করেছে, ও আমি খেয়ে ফেলেছি।” 14 অতএব সদাপ্রভু ঈশ্বর সাপকে বললেন, “যেহেতু তুমি এমনটি করেছ, তাই, “সব গবাদি পশুর মধ্যে ও সব বন্যপ্রাণীর মধ্যে তুমিই হলে অভিশপ্ত! তুমি বুকে ভর দিয়ে চলবে আর সারা জীবন্তর ধুলো খেয়ে যাবে। 15 তোমার ও নারীর মধ্যে আর তোমার ও তার সন্তানসন্ততির মধ্যে আমি শক্রতা জন্মাব; সে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে আঘাত হানবে।” 16 সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে বললেন, “আমি তোমার সন্তান প্রসবের ব্যথা খুব বাড়িয়ে দেব; প্রচণ্ড প্রসববেদনা সহ্য করে তুমি সন্তানের জন্ম দেবে। তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আকুল বাসনা থাকবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত করবে।” 17 আদমকে তিনি বললেন, “যেহেতু তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে সেই গাছের ফল খেয়েছ, যেটির বিষয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম, ‘তুমি এর ফল অবশ্যই খাবে না,’ তাই ‘তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হল; আজীবন তুমি কঠোর পরিশ্রম করে তা থেকে খাবার খাবে।’ 18 তা তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা ফলাবে, আর তুমি ক্ষেত্রের লতাগুল্ম খাবে, 19 যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাচ্ছ, ততদিন তুমি কপালের ঘাম ঝরিয়ে তোমার খাবার খাবে, যেহেতু সেখান থেকেই তোমাকে আনা হয়েছে;

4 আদম তাঁর স্ত্রী হবার সঙ্গে সহবাস করলেন, এবং হবা গর্ভবতী হয়ে কয়িনের জন্য দিলেন। হবা বললেন, “সদাপ্রভুর সাহায্য নিয়ে আমি একটি পুরুষমানুষ উৎপন্ন করেছি।” 2 পরে তিনি কয়িনের ভাই হেবলের জন্য দিলেন। হেবল মেষপাল দেখাশোনা করত, এবং কয়িন জমি চাষ-আবাদ করত। 3 অবশ্যে কয়িন তার জমির কিছু ফল সদাপ্রভুর কাছে এক উপহার রূপে নিয়ে এল। 4 কিন্তু হেবল উপহার রূপে তার মেষপালের প্রথমজাত কয়েকটি মেষের চর্বিদার অংশ আনল। সদাপ্রভু হেবল ও তার উপহারের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, 5 কিন্তু কয়িন ও তার উপহারের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হননি। তাই কয়িন খুব ত্বরিত হল এবং সে বিষণ্ণবদন হয়ে পড়ল। 6 তখন সদাপ্রভু কয়িনকে বললেন, “তুমি ক্রুদ্ধ হলে কেন? কেন তুমি বিষণ্ণবদন হয়ে পড়েছ? 7 যদি তুমি ঠিক কাজ করতে, তবে কি প্রাহ্য হতে না? কিন্তু যদি ঠিক কাজ না করে থাকো, তবে পাপ তোমার দরজায় গুটিসুটি মেরে আছে; পাপ তোমাকে গ্রাস করতে চাইছে, কিন্তু তোমাকেই পাপকে বশে রাখতে হবে।” 8 এদিকে কয়িন তার ভাই হেবলকে বলল, “চলো, আমরা জমিতে যাই।” আর তারা যখন জমিতে ছিল, তখন কয়িন তার ভাই হেবলকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করল। 9 তখন সদাপ্রভু কয়িনকে বললেন, “তোমার ভাই হেবল কোথায়?” “আমি জানি না,” সে উভয় দিল, “আমি কি আমার ভাইয়ের তত্ত্ববধায়ক?” 10 সদাপ্রভু বললেন, “তুমি এ কী করলে? শোনো! জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্তের কাষ্ঠা আমার কানে ভেসে আসছে। 11

এখন তুমি অভিশাপগ্রস্ত হলে এবং সেই জমি থেকে তিনি তার নাম দিলেন ইনোশ। তখন থেকেই লোকেরা বিভাড়িত হলে, যা তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের সদাপ্রভুর নামে ডাকতে শুরু করল।

রাঙ্গ গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। 12 যখন তুমি এই জমিতে কাজ করবে, তখন আর তা তোমার জন্য ফসল উৎপন্ন করবে না। এ জগতে তুমি অশান্ত এক অমণকারী হয়েই থাকবে।” 13 কয়িন সদাপ্রভুকে বলল, “আমার শাস্তি, আমার শক্তির অতিরিক্ত হয়ে গেল। 14 আজ তুমি আমাকে কৃষিভূমি থেকে তাড়িয়ে দিলে, আর আমি তোমার উপস্থিতি থেকে লুকিয়ে পড়ব; পৃথিবীতে আমি অশান্ত এক অমণকারী হয়েই থাকব, এবং যে কেউ আমার দেখা পাবে সে আমাকে হত্যা করবে।” 15 কিন্তু সদাপ্রভু তাকে বললেন, “তা নয়; কেউ যদি কয়িনকে হত্যা করে, তবে তার প্রতিশোধে তাকে সাতগুণ বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হবে।” পরে সদাপ্রভু কয়িনের গায়ে একটি চিহ্ন লাগিয়ে দিলেন, যেন যে কেউ কয়িনের খোঁজ পেয়ে তাকে হত্যা করতে না পারে। 16 অতএব কয়িন সদাপ্রভুর উপস্থিতি থেকে সরে গিয়ে এদনের পূর্বদিকে নোদ দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। 17 কয়িন তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করল, ও তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে হনোকের জন্ম দিল। পরে কয়িন একটি নগর গড়ে তার ছেলে হনোকের নামানুসারে সেচির নাম রাখল হনোক। 18 হনোক স্টোরদের জন্ম দিল, এবং স্টোরদ মহুয়ায়েলের বাবা হল, এবং মহুয়ায়েল মথুশায়েলের বাবা হল, এবং মথুশায়েল লেমকের বাবা হল। 19 লেমক দুজন মহিলাকে বিয়ে করল, একজনের নাম আদা ও অন্যজনের নাম সিল্লা। 20 আদা যাবলের জন্ম দিল; যারা তাঁবুতে বসবাস করে ও গৃহপালিত পশুপাল পালন করে, সে তাদের পূর্বপুরুষ। 21 তার ভাইয়ের নাম যুবল; যারা বীণা ও বাঁশি বাজায়, সে তাদের পূর্বপুরুষ। 22 সিল্লারও এক ছেলে ছিল, যে তৃবল-কয়িন, ব্রোঞ্জ ও লোহা দিয়ে সেসব ধরনের যন্ত্রপাতি গড়ে তুলত। তৃবল-কয়িনের বোনের নাম নয়মা। 23 লেমক তার স্ত্রীদের বলল, “আদা ও সিল্লা; আমার কথা শোনো; ওহে লেমকের স্ত্রীরা, আমার কথায় কান দাও। আমায় যন্ত্রপাতি দেওয়ার জন্য একটি লোককে আমি হত্যা করেছি, আমায় আহত করার জন্য একটি যুবককে আমি হত্যা করেছি। 24 কয়িনের হত্যার প্রতিশোধ যদি সাতগুণ হয়, তবে লেমকের হত্যার প্রতিশোধ হবে 77 গুণ।” 25 আদম আবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলেন, এবং হবা এক ছেলের জন্ম দিয়ে এই বলে তার নাম দিলেন শেখ, যে “কয়িন হেবলকে হত্যা করেছে বলে স্টোর তার স্থানে আমাকে আর এক ছেলে মঞ্জুর করেছেন।” 26 শেখেরও একটি ছেলে হল, এবং





তখন যীশু বললেন, “পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে।”

আর গুটিকাপাত করে তারা তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিল।

লুক 23:34

# যোহন

নই।” “আপনি কি সেই ভাববাদী?” তিনি বললেন, “না।”

22 শেষে তারা বলল, “তাহলে, কে আপনি? আমাদের

- ১** আদিতে বাক্য ছিলেন, সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন বলুন। যারা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাদের কাছে উত্তর এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 2 আদিতে তিনি ঈশ্বরের নিয়ে যেতে হবে। নিজের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?” সঙ্গে ছিলেন। 3 তাঁর মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছিল; সৃষ্টি 23 ভাববাদী যিশাইয়ের ভাষায় যোহন উত্তর দিলেন, “আমি কোনো বস্তই তিনি ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয়নি। 4 তাঁর মধ্যে মরণপ্রাপ্তরে এক কর্তৃপ্রবর্য আছান করছে, ‘তোমরা প্রভুর জীবন ছিল। সেই জীবন ছিল মানবজাতির জ্যোতি। 5 সেই জন্য রাজপথগুলি সরল করো।’” 24 তখন ফরিদীদের জ্যোতি অন্ধকারে আলো বিকিরণ করে, কিন্তু অন্ধকার প্রেরিত কয়েকজন লোক 25 তাঁকে প্রশ্ন করল, “আপনি তা উপলব্ধি করতে পারেনি। 6 ঈশ্বর থেকে প্রেরিত এক যদি ত্রীষ্ণ, এলিয়, বা সেই ভাববাদী না হন, তাহলে ব্যক্তির আবির্ভাব হল, তাঁর নাম যোহন। 7 সেই জ্যোতির বাণিষ্ঠ দিচ্ছেন কেন?” 26 যোহন উত্তর দিলেন, “আমি সাক্ষ্য দিতেই সাক্ষীরূপে তাঁর আগমন ঘটেছিল, যেন তোমাদের জলে বাণিষ্ঠ দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তোমাদেরই তাঁর মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাস করে। 8 তিনি স্বয়ং সেই মধ্যে এমন একজন দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁকে তোমরা জানো জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু সেই জ্যোতির সাক্ষ্য দিতেই না। 27 তিনি আমার পারে আসছেন। তাঁর চাটিজুতোর বাঁধন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। 9 সেই প্রকৃত জ্যোতি, যিনি খোলারও যোগ্যতা আমার নেই।” 28 এই সমস্ত ঘটল জর্ডন প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, জগতে তাঁর আবির্ভাব নদীর অপর পারে বেথানিতে, যেখানে যোহন লোকেদের হচ্ছিল। 10 তিনি জগতে ছিলেন, জগৎ তাঁর দ্বারা সৃষ্টি বাণিষ্ঠ দিচ্ছিলেন। 29 পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর হালেও জগৎ তাঁকে চিনল না। 11 তিনি তাঁর আপনজনদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, “ওই দেখো ঈশ্বরের মধ্যে এলেন, কিন্তু যারা তাঁর আপন, তারা তাঁকে গ্রহণ মেষশাবক, যিনি জগতের সমস্ত পাপ দ্বাৰা করেন। 30 করল না। 12 তবু যতজন তাঁকে গ্রহণ করল, যারা তাঁর ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম ‘আমার নামে বিশ্বাস করল, তাদের তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়েও মহান, কারণ অধিকার দিলেন। 13 তারা স্বাভাবিকভাবে জাত নয়, আমার আগে থেকেই তিনি বিদ্যমান আছেন।’ 31 আমি মানবিক ইচ্ছা বা পুরুষের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে নিজে তাঁকে জানতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের জাত। 14 সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদেরই কাছে প্রকাশিত হন সেজন্যই আমি জলে বাণিষ্ঠ দিতে মধ্যে বসবাস করলেন। আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, ঠিক এসেছি।” 32 তারপর যোহন এই সাক্ষ্য দিলেন: “আমি যেমন পিতার নিকট থেকে আগত এক ও অদ্বিতীয় পুত্রের পবিত্র আত্মাকে কপোতের মতো স্বর্গ থেকে নেমে আসতে মহিমা। তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। 15 যোহন তাঁর বিষয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করলেন। 33 আমি সাক্ষ্য দিলেন। তিনি উচ্চকক্ষে যোগ্যা করলেন, “ইনিই তাঁকে চিনতাম না কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাণিষ্ঠ দিতে সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, ‘আমার পারে পাঠিয়েছেন তিনি বলেছিলেন, ‘আত্মাকে যাঁর উপরে নেমে যিনি আসছেন তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগে এসে অধিষ্ঠান করতে দেখবে তিনি পবিত্র আত্মায় বাণিষ্ঠ থেকেই তিনি বিদ্যমান।’” 16 তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতা থেকে দেবেন।’ 34 আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই আমরা সকলেই একের পর এক আর্মীর্বাদ লাভ করেছি। ঈশ্বরের পুত্র।” 35 পরের দিন যোহন তাঁর দুজন শিয়ের 17 মোশির মাধ্যমে বিধান দেওয়া হয়েছিল; যীশু ত্রীষ্ণের সঙ্গে আবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 36 সেখান দিয়ে মাধ্যমে অনুগ্রহ ও সত্য উপস্থিত হয়েছে। 18 ঈশ্বরকে যীশুকে যেতে দেখে তিনি বললেন, “ওই দেখো ঈশ্বরের কেউ কোনোদিন দেখেনি, কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর, মেষশাবক।” 37 তাঁর একথা শুনে শিয়ে দুজন যীশুকে যিনি পিতার পাশে বিরাজ করেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ অনুসরণ করলেন। 38 তাঁদের অনুসরণ করতে দেখে যীশু করেছেন। 19 জেরুশালেমে ইহুদিরা যখন কয়েকজন ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কী চাও?” তাঁরা যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল, বললেন, “রবি, (এর অর্থ, গুরুমহাশয়) আপনি কোথায় তখন যোহন এভাবে সাক্ষ্য দিলেন। 20 তিনি স্থীকার করতে থাকেন?” 39 “এসো,” তিনি উত্তর দিলেন, “আর তোমরা দিখাবোধ করলেন না বরং মুক্তকক্ষে স্থীকার করলেন, দেখতে পাবে।” অতএব, তাঁরা গিয়ে দেখলেন তিনি “আমি সেই ত্রীষ্ণ নই।” 21 তারা তাঁকে প্রশ্ন করল, “তাহলে কোথায় থাকেন এবং তাঁরা সেদিন তাঁর সঙ্গেই থাকলেন। আপনি কে? আপনি কি এলিয়া?” তিনি বললেন, “না, আমি তখন সময় ছিল বেলা প্রায় চারটা। 40 যোহনের কথা শুনে

যে দুজন যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন, শিমোন পিতরের ধরত। 7 যীশু দাসদের বললেন, “জালাগুলি জলে পূর্ণ ভাই আন্দিয় ছিলেন তাদের অন্যতম। 41 আন্দিয় প্রথমে করো।” তারা কানায় কানায় সেগুলি ভর্তি করল। 8 তখন তাঁর ভাই শিমোনের খোঁজ করলেন এবং তাঁকে বললেন, তিনি তাদের বললেন, “এবার এখান থেকে কিছুটা তুলে ‘আমরা মশীহের (অর্ধাং খ্রীষ্টের) সন্ধান পেয়েছি।’” 42 তোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।” তারা তাই করল। 9 তিনি তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু তাঁর দিকে তোজের কর্তা দ্রাক্ষারসে ঝপাঞ্চারিত জলের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে বললেন, “তুমি যোহনের পুত্র শিমোন। তোমাকে করলেন। কিন্তু তিনি বুবাতে পারলেন না কোথা থেকে কৈফা বলে ডাকা হবে।” (যার অনুদিত অর্থ, পিতর)। এই দ্রাক্ষারস এল। সেকথা দাসেরা জানত। তখন তিনি 43 পরের দিন যীশু গালীলের উদ্দেশ্যে যাত্রার সিদ্ধান্ত বরকে এক পাশে ডেকে বললেন, 10 “সবাই প্রথমে উৎকৃষ্ট নিলেন। ফিলিপকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, ‘আমাকে দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করে। অতিথিরা যথেষ্ট পান করার অনুসরণ করো।’” 44 আন্দিয় ও পিতরের মতো ফিলিপও পর কমদামি দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তুমি ছিলেন বেথসেদা নগরের অধিবাসী। 45 ফিলিপ নথনেলকে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো জিনিসই বাঁচিয়ে রেখেছি।” 11 দেখতে পেয়ে বললেন, “মোশি তার বিধানপুস্তকে ও এ ছিল গালীলের কানা নগরে করা যীশুর প্রথম চিহ্নকাজ। ভাববাদীরাও যাঁর বিষয়ে লিখেছেন, আমরা তাঁর সন্ধান এইভাবে তিনি তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর পেয়েছি। তিনি নাসরতের যীশু, যোমেফের পুত্র।” 46 শিষ্যেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন। 12 এরপর তিনি তাঁর নথনেল জিজ্ঞাসা করলেন, “নাসরৎ থেকে কি ভালো কিছু মা, ভাইদের ও শিষ্যদের নিয়ে কফরনাহুমে গেলেন। তাঁরা আসতে পারে?” ফিলিপ বললেন, “এসে দেখে যাও।” সেখানে কিছুদিন থাকলেন। 13 ইহুদিদের নিষ্ঠারপর্ব প্রায় 47 যীশু নথনেলকে আসতে দেখে তাঁর সম্পর্কে বললেন, এসে গেলে যীশু জেরশালেমে গেলেন। 14 তিনি দেখলেন “ওই দেখো একজন প্রকৃত ইস্রায়েলী, যার মধ্যে কোনও মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকেরা গবাদি পশু, মেষ ও পায়রা বিক্রি ছলনা নেই।” 48 নথনেল জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কী করছে আর অন্যেরা টেবিল সাজিয়ে মুদ্রা বিনিময় করছে। করে আমাকে চিনলেন।” যীশু বললেন, “ফিলিপ তোমাকে 15 তিনি দড়ি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে গবাদি পশু ও ডাকার আগে তুমি যখন ডুমুর গাছের নিচে ছিলে, তখনই মেষপালসহ সবাইকে মন্দির চতুর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি তোমাকে দেখেছিলাম।” 49 তখন নথনেল বললেন, তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের মুদ্রা ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের “রবি, আপনিই স্টশুরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।” টেবিল উল্টে দিলেন। 16 যারা পায়রা বিক্রি করছিল 50 যীশু বললেন, “তোমাকে ডুমুর গাছের তলায় দেখেছি তাদের তিনি বললেন, “এখান থেকে এসব বের করে নিয়ে একথা বলার জন্য কি তুমি বিশ্বাস করলে? তুমি এর যাও! আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহে পরিণত কোরো চেয়েও অনেক মহৎ বিষয় দেখতে পাবে।” 51 তিনি না!“ 17 তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল, শাস্ত্রে লেখা আছে, আরও বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি দেখবে ‘তোমার গৃহের জন্য আবেগ আমাকে গ্রাস করবে।’” 18 স্বর্গলোক উন্মুক্ত হয়েছে, আর স্টশুরের দৃতেরা মনুষ্যাপুত্রের ইহুদিদের তখন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করল, “এই সমস্ত কাজ উপর ওঠানামা করছেন।”

**২** তৃতীয় দিনে গালীলের কানা নগরে এক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 2 যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরাও সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। 3 দ্রাক্ষারস শেষ হয়ে গেলে, যীশুর মা তাঁকে বললেন, “ওদের দ্রাক্ষারস আর নেই।” 4 যীশু বললেন, “নারী! কেন তুমি এর সঙ্গে আমাকে জড়াচ্ছ? এখনও আমার সময় উপস্থিত হয়নি।” 5 তাঁর মা পরিচারকদের বললেন, “উনি যা বলেন, তোমরা সেইমতো করো।” 6 কাছেই জল রাখার জন্য ছয়টি পাথরের জালা ছিল। ইহুদিদের শুচিকরণ রীতি অনুযায়ী সেগুলিতে জল রাখা হত। প্রতিটি জালায় কুড়ি থেকে তিরিশ গ্যালন জল

আমাদের কোন চিহ্ন দেখাতে পারো?” 19 প্রত্যন্তে তিনি তাদের বললেন, “তোমরা এই মন্দির ধ্বংস করে ফেলো, আমি তিনদিনে আবার এটি গড়ে তুলব।” 20 ইহুদিরা বলল, “এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচাল্লিশ বছর লেগেছে, আর তুমি কি না সেটি তিনদিনে গড়ে তুলবে?” 21 কিন্তু যীশু মন্দির বলতে নিজের দেহের কথা বলেছিলেন। 22 তিনি মৃত্লোক থেকে পুনরুদ্ধিত হওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের মনে পড়েছিল, তিনি কী বলেছিলেন। তখন তাঁরা শাস্ত্র ও যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করলেন। 23 নিষ্ঠারপর্বের উৎসবের সময় জেরশালেমে থাকাকালীন তিনি যে সমস্ত চিহ্নকাজ করছিলেন, তা দেখে তাঁর নামে বিশ্বাস করল। 24 কিন্তু যীশু নিজে তাদের বিশ্বাস করতেন না,

কারণ তিনি সব মানুষকেই জানতেন। 25 মানুষের সম্পর্কে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কারণ জগৎকে উদ্বার করতেই পাঠিয়েছিলেন। 18 যে ব্যক্তি মানুষের অন্তরে কী আছে তা তিনি জানতেন।

### ৩ নীকদীম নামে ফরিশী সম্পদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি ছিলেন ইহুদি মহাসভার এক সদস্য। 2 তিনি রাত্রিবেলা যীশুর কাছে এসে বললেন, ‘রবি, আমরা জানি আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষাগুরু কারণ ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত কোনো মানুষ আপনার মতো চিহ্নকাজ সম্পাদন করতে পারে না।’ 3 উভরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, নতুন জন্ম লাভ না করলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পায় না।” 4 নীকদীম তাঁকে জিজাসা করলেন, “ব্যক্তি মানুষ কীভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারে? জন্মগ্রহণের জন্য সে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার তার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে না!” 5 যীশু উভর দিলেন, “আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, জল ও পরিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ না করলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6 মাংস থেকে মাংসই জন্ম নেয়, আর আত্মা থেকে আত্মাই জন্ম নেয়। 7 ‘তোমাদের অবশ্যই নতুন জন্ম লাভ করতে হবে,’ আমার একথায় তুমি বিস্মিত হোয়ো না। 8 বাতাস আপন খেয়ালে যেদিকে খুশি বয়ে চলে। তোমরা তার শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু তার উৎস কোথায়, কেখায়ই বা সে যায়, তা তোমরা বলতে পারো না। পবিত্র আত্মা থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিও সেরূপ।” 9 নীকদীম জিজাসা করলেন, “কীভাবে তা সন্তু?” 10 যীশু বললেন, “তুমি ইত্তায়ের শিক্ষাগুরু, আর এই সমস্ত তুমি উপলক্ষ্য করতে পারছ না? 11 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমরা যা জানি, তার কথাই বলি; আর যা দেখেছি, তারই সাক্ষ্য দিই। তা সত্ত্বেও তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। 12 আমি তোমাদের পার্থিব বিষয়ের কথা বললেও তোমরা তা বিশ্বাস করোনি, তাহলে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা কিছু বললে, তোমরা কী করে বিশ্বাস করবে? 13 স্বর্গলোক থেকে আগত সেই একজন, অর্থাৎ, মনুষ্যপুত্র ব্যতীত আর কেউ কখনও স্বর্ণে প্রবেশ করেননি। 14 মরণপ্রাপ্তরে মোশি যেমন সেই সাপকে উচ্ছুতে স্থাপন করেছিলেন, মনুষ্যপুত্রকেও তেমনই উন্নত হতে হবে, 15 যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকেই অনন্ত জীবন পায়। (aiōnios g166) 16 “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (aiōnios g166) 17 কারণ জগতের বিচার করতে

তাঁকে বিশ্বাস করে না, তার বিচার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে,

কারণ ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে সে বিশ্বাস করেন।

19 এই হল দণ্ডাদেশ: জগতে জ্যোতিরি আগমন হয়েছে,

কিন্তু মানুষ জ্যোতিরি পরিবর্তে অঙ্ককারকে ভালোবাসলো

কারণ তাদের সব কাজ ছিল মন্দ। 20 যে দুর্কর্ম করে, সে

জ্যোতিকে ঘৃণা করে ও জ্যোতিরি সান্নিধ্যে আসতে ভয়

পায়, পাছে তার দুর্কর্মগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। 21 কিন্তু যে

সত্যে জীবন্যাপন করে সে জ্যোতিরি সান্নিধ্যে আসে, যেন

তার সমস্ত কাজই ঈশ্বরের সাধিত বলে প্রকাশ পায়।” 22

এরপর যীশু শিষ্যদের সঙ্গে যিহুদিয়ার গ্রামাঞ্চলে গেলেন।

সেখানে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন ও

বাণিজ্য দিলেন। 23 শালীমের নিকটবর্তী ঐনোনে যোহন

বাণিজ্য দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর পরিমাণে জল

ছিল এবং লোকেরা অনবরত এসে বাণিজ্য গ্রহণ করছিল।

24 (যোহন কারাগারে বন্দি হওয়ার আগে এই ঘটনা

ঘটেছিল।) 25 তখন আনুষ্ঠানিক শুদ্ধকরণ নিয়ে যোহনের

কয়েকজন শিষ্য ও কয়েকজন ইহুদির মধ্যে বিতর্ক দেখা

দিল। 26 তারা যোহনের কাছে এসে বলল, “রবি, জর্ডনের

অপর পারে, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন—যাঁর বিষয়ে

আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—তিনি বাণিজ্য দিচ্ছেন, আর

সকলেই তাঁর কাছে যাচ্ছে।” 27 উভরে যোহন বললেন,

“উর্ধ্বলোক থেকে যা দেওয়া হয়েছে একজন মানুষ কেবল

তাই গ্রহণ করতে পারে। 28 তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিতে

পারো যে, আমি বলেছিলাম, ‘আমি সেই শ্রীষ্ট নই, কিন্তু

আমি তাঁর আগে প্রেরিত হয়েছি।’ 29 যে বধূকে পেয়েছে

সেই তো বর। যে বধু বরের সঙ্গে থাকে, সে তার কথা

শোনার প্রতীক্ষায় থাকে ও বরের কর্তৃপক্ষের শুনে আনন্দে পূর্ণ

হয়ে ওঠে। সেই আনন্দই আমার, তা এখন পূর্ণ হয়েছে।

30 তাঁকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, আর আমাকে ক্ষুদ্র

হতে হবে। 31 “উর্ধ্বলোক থেকে যাঁর আগমন তিনি সবার

উপরে। যিনি মর্ত্য থেকে আসেন তিনি মর্ত্যেরই, আর

তিনি মর্ত্যের কথাই বলেন। স্বর্গলোক থেকে যাঁর আগমন

তিনি সবার উর্ধ্বে। 32 তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন

তাঁরই সাক্ষ্য দেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করে না।

33 যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে সে বিবৃতি দিয়েছে যে ঈশ্বর

সত্য। 34 ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের বাক্য

প্রকাশ করেন, কারণ ঈশ্বর সীমা ছাড়িয়ে পবিত্র আত্মা

দান করেন। 35 পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং সবকিছু

তাঁরই হাতে সমর্পণ করেছেন। 36 পুত্রকে যে বিশ্বাস করে,

সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে; কিন্তু পুত্রকে যে অমান্য করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কারণ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তার উপর নেমে আসে।” (aiōnios g166)

৪ যীশু জানতে পারলেন যে ফরিসীয়া শুনেছে, যীশুর

শিষ্যসংখ্যা যোহনের চেয়েও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তিনি তাদের বাণিজ্য দিচ্ছেন— 2 অবশ্য যীশু নিজে বাণিজ্য দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন। 3 তিনি যিহুদিয়া ত্যাগ করে আর একবার গালীলে ফিরে গেলেন। 4 কিন্তু শমরিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। 5 যেতে যেতে তিনি শমরিয়ার শুরুর নামক একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে যে জমি দান করেছিলেন, সেই স্থানটি তারই নিকটবর্তী। 6 সেই স্থানে যাকোবের কুরো ছিল। পথশ্রান্ত যীশু কুরোর পাশে বসলেন। তখন প্রায় দুপুরবেলা। 7 এক শমরীয়া নারী জল তুলতে এলে, যীশু তাকে বললেন, “আমাকে একটু জল খেতে করতে দেবে?” 8 (তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে নগরে গিয়েছিলেন।) 9 শমরীয়া নারী তাঁকে বলল, “আপনি একজন ইহুদি, আর আমি এক শমরীয়া নারী। আপনি কী করে আমার কাছে খাওয়ার জন্য জল চাইছেন?” (কারণ ইহুদিদের সঙ্গে শমরীয়দের সামাজিক সম্পর্ক ছিল না।) 10 উভরে যীশু তাকে বললেন, “তুমি যদি ঈশ্বরের দানের কথা জানতে, আর জানতে, কে তোমার কাছে খাওয়ার জন্য জল চাইছেন, তাহলে তুমই তাঁর কাছে চাইতে আর তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।” 11 সেই নারী তাঁকে বলল, “মহাশয়, আপনার কাছে জল তোলার কোনো পাত্র নেই, কুরোটি ও গভীর। এই জীবন্ত জল আপনি কোথায় পাবেন? 12 আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোবের চেয়েও কি আপনি মহান? তিনি আমাদের এই কুরো দান করেছিলেন। তিনি নিজেও এর থেকে জল খেতেন, আর তার পুত্রেরা ও তার পশ্চাপাল এই জলই খেতো।” 13 যীশু উভর দিলেন, “যে এই জল খাবে, সে আবার ত্রুট্য হবে, 14 কিন্তু আমি যে জল দান করি, তা যে খাবে, সে কোনোদিনই ত্রুট্য হবে না। প্রকৃতপক্ষে, আমার দেওয়া জল তার অন্তরে এক জনের উৎসে পরিণত হবে, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উঠলে উঠবে।” (aiōn, aiōnios g166) 15 সেই নারী তাঁকে বলল, “মহাশয়, আমাকে সেই জল দিন, যেন আমার পিপাসা না পায় এবং জল তোলার জন্য আমাকে এখানে আর আসতে না হয়।” 16 তিনি তাকে বললেন, “যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো।” 17 সে উভর দিল, “আমার স্বামী নেই।” যীশু

তাকে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ যে, তোমার স্বামী নেই। 18 প্রকৃত সত্য হল, তোমার পাঁচজন স্বামী ছিল আর এখন যে পুরুষটি তোমার সঙ্গে আছে, সে তোমার স্বামী নয়। তুমি যা বলেছ তা সম্পূর্ণ সত্য।” 19 সেই নারী বলল, “মহাশয়, আমি দেখছি, আপনি একজন ভাববাদী। 20 আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, কিন্তু আপনারা, যারা ইহুদি, দাবি করেন যে, জেরুশালেমেই আমাদের উপাসনা করতে হবে।” 21 যীশু তাকে বললেন, “নারী, আমার কথায় বিশ্বাস করো, এমন সময় আসছে যখন তোমরা এই পর্বতে অথবা জেরুশালেমে পিতার উপাসনা করবে না। 22 তোমরা শমরীয়েরা জানো না, তোমরা কী উপাসনা করছ; আমরা জানি, আমরা কী উপাসনা করি, কারণ ইহুদিদের মধ্য থেকেই পরিবাণ উপলব্ধ হবে। 23 কিন্তু এখন সময় আসছে বরং এসে পড়েছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা এরকম উপাসকদেরই খোঁজ করেন। 24 ঈশ্বর আত্মা, তাই যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।” 25 তখন সেই নারী তাঁকে বলল, “আমি জানি মশীহ” (যাঁকে খ্রীষ্ট বলা হয়), “আসছেন। তিনি এসে আমাদের কাছে সবকিছু ব্যাখ্যা করবেন।” 26 যীশু তাকে বললেন, “তোমার সঙ্গে কথা বলছি যে আমি, আমিই সেই খ্রীষ্ট।” 27 ঠিক এসময় শিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে এক নারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে বিস্মিত হলেন। কিন্তু একথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, “আপনি কী চাইছেন?” বা “আপনি ওর সঙ্গে কেন কথা বলছেন?” 28 তখন জলের পাত্র ফেলে রেখে সেই নারী নগরে ফিরে গিয়ে লোকদের বলল, 29 “একজন মানুষকে দেখবে এসো। আমি এতদিন যা করেছি, তিনি সবকিছু বলে দিয়েছেন। তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নন?” 30 নগর থেকে বেরিয়ে তারা যীশুর কাছে আসতে লাগল। 31 এই অবসরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে মিনতি করলেন, “রবি, কিছু খেয়ে নিন।” 32 কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমার এমন খাবার আছে, যার কথা তোমরা কিছুই জানো না।” 33 তাঁর শিষ্যেরা তখন পরম্পরার বলাবলি করলেন, “কেউ কি তাঁকে কিছু খাবার এনে দিয়েছে?” 34 যীশু বললেন, “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর কাজ শেষ করাই আমার খাবার। 35 তোমরা কি বলো না, ‘আর চার মাস পরেই ফসল কাটার সময় আসবে?’ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা চোখ মেলে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখো। ফসল কাটার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।” 36 এমনকি, যে ফসল কাটছে, সে এখনই তার পারিশ্রমিক

পাছে এবং এখনই সে অনন্ত জীবনের ফসল সংগ্রহ করছে, যেন যে কাটছে, আর যে বুনছে—দুজনেই উল্লিখিত হতে করলেন। 54 যিহুদিয়া থেকে গালীলো আগমনের পর যীশু এই দ্বিতীয় চিহ্নকাজটি সম্পন্ন করলেন।

পারে। (aiōnios g166) 37 তাই ‘একজন বোনে, অপরজন কাটে,’ এই কথাটি সত্য। 38 আমি তোমাদের এমন ফসল সংগ্রহ করতে পাঠ্যোছি, যার জন্য তোমরা পরিশ্ৰম করোনি। অন্যেরা কঠোর পরিশ্ৰম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্ৰমের ফসল সংগ্রহ করেছ।” 39 “আমি এতদিন যা করোছি, তিনি তার সবকিছু বলে দিয়েছেন,” নারীটির এই সাক্ষ্যের ফলে সেই নগরের বহু শমৰীয় যীশুকে বিশ্বাস করল। 40 তাই শমৰীয়েরা তাঁর কাছে এসে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য তাঁকে মিনতি করলে, তিনি সেখানে দু-দিন থাকলেন। 41 তাঁর বাণী শুনে আরও অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করল। 42 তারা সেই নারীকে বলল, “শুধু তোমার কথা শুনে এখন আর আমরা বিশ্বাস করছি না, আমরা এখন নিজেরা শুনেছি এবং আমরা জানি যে, এই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে জগতের উদ্বারকর্তা।” 43 দু-দিন পরে তিনি গালীলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 44 (যীশু স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন যে, ভাববাদী তার নিজের নগরে সমানিত হন না।) 45 তিনি গালীলো উপস্থিত হলে গালীলীয়ারা তাঁকে স্বাগত জানাল। নিষ্ঠারপৰ্বের সময় তিনি জেরুশালেমে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, তারা তা দেখেছিল, কারণ তারাও সেখানে গিয়েছিল। 46 গালীলোর যে কানা নগরে তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে ঝুপাস্তরিত করেছিলেন, তিনি আর একবার সেখানে গেলেন। সেখানে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর পুত্র কফরনাহুমে অসুস্থ ছিল। 47 তিনি যখন শুনতে পেলেন, যীশু যিহুদিয়া থেকে গালীলো এসেছেন, তিনি যীশুর কাছে গিয়ে অনুনয় করলেন, যেন তিনি এসে তার মৃতপ্রায় পুত্রকে সুস্থ করেন। 48 যীশু তাকে বললেন, “তোমরা চিহ্ন ও বিশ্বাসকর কিছু না দেখলে কি কখনোই বিশ্বাস করবে না।” 49 রাজকর্মচারী বললেন, “মহাশয়, আমার ছেলেটির মৃত্যুর পূর্বে আসুন।” 50 যীশু উত্তর দিলেন, “যাও, তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।” সেই ব্যক্তি যীশুর কথা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। 51 তিনি তখনও পথে, এমন সময় তার পরিচারকেরা এসে তাকে সংবাদ দিল যে, তার ছেলেটি বেঁচে আছে। 52 “কখন থেকে ছেলেটির অবস্থাৰ উন্নতি ঘটল,” তার এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল, “গতকাল বেলা একটায় তার জ্বর ছেড়েছে।” 53 বালকটির পিতা তখন বুবাতে পারলেন, ঠিক ওই সময়েই যীশু তাকে বলেছিলেন, “তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।” এর ফলে তিনি ও তার সমস্ত পরিজন বিশ্বাস

করলেন। 54 যিহুদিয়া থেকে গালীলো আগমনের পর যীশু এই দ্বিতীয় চিহ্নকাজটি সম্পন্ন করলেন। 5 যীশু কিছুদিন পর ইহুদিদের একটি পর্ব উপলক্ষে জেরুশালেমে গেলেন। 2 সেখানে মেষদ্বারের কাছে একটি সরোবর আছে। অরামীয় ভাষায় একে বলা হয় বেথেসদা। পাঁচটি আচ্ছাদিত ঘাট সরোবরটিকে ঘিরে রেখেছিল। 3 সেখানে বহু প্রতিবন্ধী—অঙ্গ, খোঁড়া, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকেরা শুয়ে থাকত। 4 সময়ে সময়ে প্রভুর এক দৃত সেখানে নেমে আসতেন এবং জল কাঁপাতেন। সেই সময় প্রথম যে ব্যক্তি প্রথমে সরোবরের জলে নামত, সে যে কোনো রকমের রোগ থেকে মুক্ত হত। 5 সেখানে আটগ্রাম বছরের এক পঙ্কু ব্যক্তি ছিল। 6 যীশু তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখে এবং দীর্ঘদিন ধরেই তার এরকম অবস্থা জেনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি সুস্থ হতে চাও?” 7 পঙ্কু লোকটি উত্তর দিল, “মহাশয়, জল কেঁপে ওঠার সময় সরোবরের জলে নামতে আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমি জলে নামার চেষ্টা করতে করতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।” 8 যীশু তখন তাকে বললেন, “ওঠো, তোমার খাট তুলে নিয়ে চলে যাও।” 9 লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেল। সে তার খাট তুলে নিয়ে হাঁটে লাগল। যেদিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিন ছিল বিশ্বামদিন। 10 তাই, যে লোকটি রোগ থেকে সুস্থ হয়েছিল, ইহুদিরা তাকে বলল, “আজ বিশ্বামদিন। বিধান অনুসূরে আজ শয্যা বয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে অনুচিত।” 11 কিন্তু সে উত্তর দিল, “যে ব্যক্তি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বললেন, ‘তোমার বিছানা তুলে নিয়ে চলে যাও।’” 12 অতএব, তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, “যে তোমাকে বিছানা তুলে নিয়ে চলে যেতে বলেছে, সে কে?” 13 যে লোকটি সুস্থ হয়েছিল, যীশুর বিষয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না, কারণ যীশু সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। 14 পরে যীশু তাকে মন্দিরে দেখতে পোয়ে বললেন, “দেখো, তুমি এবার সুস্থ হয়ে উঠেছ। আর পাপ কোরো না, না হলে তোমার জীবনে এর থেকেও বেশি অমঙ্গল ঘটতে পারে।” 15 লোকটি ফিরে গিয়ে ইহুদিদের বলল যে, যীশু তাকে সুস্থ করেছেন। 16 যীশু বিশ্বামদিনে এই সমস্ত কাজ করেছিলেন বলে ইহুদিরা তাঁকে তাড়না করল এবং হত্যা করারও চেষ্টা করল। 17 যীশু তাদের বললেন, “আমার পিতা নিরস্তর কাজ করে চলেছেন, আর আমিও কাজ করে চলেছি।” 18 এই কারণে ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার আপ্তাণ চেষ্টা করল, কারণ

তিনি যে শুধু বিশ্রামদিন লজ্জন করছিলেন, তা নয়, তিনি এর উল্লেখ করছি। 35 যোহন ছিলেন এক প্রদীপ যিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলেও সমোধন করে নিজেকে ঈশ্বরের জ্যোতি প্রদান করেছিলেন এবং কিছু সময় তোমরা তার সমতৃপ্তি করেছিলেন। 19 যীশু তাদের ইই উত্তর দিলেন: জ্যোতি উপভোগ করতে চেয়েছিলে। 36 “সেই যোহনের ‘আমি তোমাদের সত্ত্বাই বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই সাক্ষ্যের চেয়েও এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আমার আছে। পিতা করেন না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন, তিনি কেবল আমাকে যে কাজ সম্পাদন করতে দিয়েছেন এবং যে কাজ তাই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন, পুত্রও তাই সম্পূর্ণ করতে আমি নিয়োজিত, সেই কাজই সাক্ষ্য দিচ্ছে করেন। 20 পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং তিনি যা করেন, যে, পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। 37 পিতা, যিনি আমাকে তা পুত্রকে দেখান। হ্যাঁ, তোমরা অবাক বিস্ময়ে দেখবে, পাঠিয়েছেন, তিনি স্বয়ং আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি এর চেয়েও মহৎ মহৎ বিষয় তাঁকে দেখাচ্ছেন। 21 তোমরা কখনও তাঁর স্বর শোনোনি, তাঁর ঝুপও দেখোনি। পিতা যেমন মৃতদের উত্থাপিত করে জীবন দান করেন, 38 তোমাদের মধ্যে তাঁর বাক্য বিরাজ করে না। কারণ পুত্রও তেমনই যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করেন। 22 তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো না। আর পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের 39 তোমরা মনোযোগ সহকারে শান্ত পাঠ করে থাকো, তার পুত্রের উপর দিয়েছেন, 23 যেন তারা যেমন পিতাকে কারণ তোমরা মনে করো যে, তার মাধ্যমেই তোমরা সম্মান করে, তেমনই সকলে পুত্রকেও সম্মান করে। যে অনন্ত জীবন লাভ করেছে। সেই শান্ত আমারই সম্পর্কে ব্যক্তি পুত্রকে সম্মান করে না, সে সেই পিতাকেও সম্মান সাক্ষ্য দিচ্ছে। (aiōnios g166) 40 তবু তোমরা জীবন পাওয়ার করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। 24 “আমি তোমাদের জন্য আমার কাছে আসতে চাও না। 41 “মানুষের প্রশংসা সত্ত্বাই বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে আমি গ্রহণ করি না। 42 কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। পাঠিয়েছেন, তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ আমি জানি, তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম নেই। 43 করেছে। সে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে না, কারণ সে আমি আমার পিতার নামে এসেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছে। (aiōnios g166) 25 আমি গ্রহণ করলে না। অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে, তোমাদের সত্ত্বাই বলছি, সময় আসছে, বরং তা এসে তোমরা তাকে গ্রহণ করবে। 44 তোমরা যদি পরস্পরের গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনতে পাবে; আর কাছ থেকে গৌরবলাভের জন্য সচেষ্ট হও অথচ যে গৌরব যারা শুনবে, তারা জীবিত হবে। 26 কারণ পিতার মধ্যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা পাওয়ার যেমন জীবন আছে, তেমনই তিনি পুত্রকেও তাঁর মধ্যে জন্য যদি কোনো প্রয়াস না করো, তাহলে কীভাবে তোমরা জীবন রাখার অধিকার দিয়েছেন। 27 পিতা পুত্রকে বিচার বিশ্বাস করতে পারো? 45 “তোমরা মনে কোরো না যে, করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মনুষ্যপুত্র। 28 পিতার সামনে আমি তোমাদের অভিযুক্ত করব। যার উপর “তোমরা একথায় বিস্মিত হোয়ো না, কারণ এমন এক তোমাদের প্রত্যাশা, সেই মোশিই তোমাদের অভিযুক্ত সময় আসছে, যখন কবরস্থ লোকেরা সকলে তাঁর কর্তস্বর করবেন। 46 তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে, তাহলে শুনবে এবং 29 যারা সৎকাজ করেছে, তারা জীবনের আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ তিনি আমারই বিষয়ে পুনরুদ্ধারের জন্য, আর যারা দুর্কর্ম করেছে, তারা বিচারের লিখেছেন। 47 তার লিখিত বাণী তোমরা বিশ্বাস না করলে, পুনরুদ্ধারের জন্য বের হয়ে আসবে। 30 আমি আমার আমার মুখের কথা তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করবে?”

ইচ্ছামতো কিছুই করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, কেবল তেমনই বিচার করি। আর আমার বিচার ন্যায্য কারণ আমি নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালনের চেষ্টা করি। 31 “আমি যদি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, তাহলে আমার এই সাক্ষ্য সত্য নয়। 32 আর একজন আছেন, যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। আমি জানি, আমার বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য সত্য। 33 “তোমরা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলে। তিনি সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34 আমি যে মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারো, সেজন্য

6 এর কিছুদিন পর, যীশু গালীল সাগরের (অর্থাৎ, টাইবেরিয়াস সাগরের) দূরবর্তী তীরে, লম্বালম্বি ভাবে পার হলেন। 2 অসুস্থদের ক্ষেত্রে তিনি যে চিহ্নকাজ সাধন করেছিলেন, তার পরিচয় পেয়ে অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করল। 3 যীশু তখন শিষ্যদের নিয়ে এক পর্বতে উঠলেন ও তাঁদের নিয়ে সেখানে বসলেন। 4 তখন ইহুদীদের নিষ্ঠারপর্ব উৎসবের সময় এসে গিয়েছিল। 5 যীশু চোখ তুলে অনেক লোককে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ফিলিপকে বললেন, “এসব লোককে খাওয়াবার

জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব।” 6 তিনি তাঁকে সেই স্থানে এসে পৌঁছাল। 24 যীশু বা তাঁর শিষ্যদের শুধু পরীক্ষা করার জন্যই একথা জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ কেউই সেখানে নেই বুৰাতে পেরে সকলে নৌকায় উঠে তিনি যে কি করবেন সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মনস্তির করে যীশুর সন্ধানে কফরনাহুমে গেল। 25 সাগরের অপর পারে ফেলেছিলেন। 7 ফিলিপ তাঁকে উভর দিলেন, “প্রত্যেকের যীশুকে দেখতে পেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘রবি, আপনি মুখে কিছু খাবার দেওয়ার জন্য আট মাসের বেতনের কথন এখানে এলেন?’” 26 যীশু উভর দিলেন, “আমি বিনিময়ে কেনা রুটিও পর্যাপ্ত হবে না।” 8 তাঁর অপর তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা চিহ্নকাজ দেখেছিলে একজন শিষ্য, শিমোন পিতরের ভাই, আন্দ্রিয়কে বললেন, বলে যে আমার অব্বেষণ করছ, তা নয়, কিন্তু রুটি খেয়ে 9 “এখানে একটি ছেলের কাছে যবের পাঁচটি ছোটো রুটি তৃষ্ণ হয়েছিলে বলেই তোমরা আমার অব্বেষণ করছ। 27 যে ও দুটি ছোটো মাছ আছে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নয়, বরং অনন্ত জীবনব্যাপী কী হবে?” 10 যীশু বললেন, “লোকদের বসিয়ে দাও।” স্থায়ী খাদ্যের জন্য তোমরা পরিশ্রম করো। মনুষ্যপুত্রই সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল এবং প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ বসে তোমাদের সেই খাদ্য দান করবেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকেই পড়ল। 11 তখন যীশু রুটিগুলি নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।” (aiōnios g166) 28 তারা তখন জিজ্ঞাসা যারা বসেছিলেন তাদের মধ্যে চাহিদামতো ভাগ করে করল, “ঈশ্বরের কাজ করতে হলে আমাদের কী করতে দিলেন। মাছগুলি নিয়েও তিনি তাই করলেন। 12 সকলে হবে?” 29 যীশু উভর দিলেন, “ঈশ্বরের কাজ হল এই: তৃষ্ণ করে খাওয়ার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো।” 30 “অবশিষ্ট রুটির টুকরোগুলি এক জায়গায় জড়ে করো। অতএব, তারা জিজ্ঞাসা করল, “আপনাকে বিশ্বাস করতে কোনো কিছুই যেন নষ্ট না হয়।” 13 তাই তাঁরা সেই পাঁচটি পারি, এমন কী আলোকিক চিহ্নকাজ আপনি আমাদের যবের রুটির অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করলেন। লোকদের দেখাবেন? আপনি কী করবেন? 31 তিনি খাবারের জন্য খাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরোগুলি দিয়ে তাঁরা স্বর্গ থেকে তাদের খাদ্য দিয়েছিলেন, ’শাস্ত্রে লিখিত এই বারোটি বুড়ি পূর্ণ করলেন। 14 যীশুর করা এই চিহ্নকাজ বচন অনুসারে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরণপ্রাত্মের মাঝে দেখে লোকেরা বলতে লাগল, “পৃথিবীতে যাঁর আসার কথা, আহার করেছিলেন।” 32 যীশু তাদের বললেন, “আমি ইনি নিষ্যাই সেই ভাববাদী।” 15 যীশু বুৰাতে পারলেন যে তোমাদের সত্যিই বলছি, মোশি স্বর্গ থেকে তোমাদের সেই লোকেরা তাঁকে জোর করে রাজা করতে চায়, তখন তিনি খাদ্য দেননি, বরং আমার পিতাই স্বর্গ থেকে প্রকৃত খাদ্য নিজে একটি পাহাড়ে চলে গেলেন। 16 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে দান করেন। 33 কারণ যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জগৎকে তাঁর শিষ্যেরা সাগরের তীরে নেমে গেলেন। 17 সেখানে জীবন দান করেন, তিনিই ঈশ্বরীয় খাদ্য।” 34 তারা বলল, একটি নৌকায় উঠে তাঁরা সাগর পার হয়ে কফরনাহুমের “প্রভু, এখন থেকে সেই খাদ্যই আমাদের দিন।” 35 যীশু উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেই সময় অঙ্ককার নেমে এলেও তখন ঘোষণা করলেন, “আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে যীশু তখনও তাঁদের কাছে ফিরে আসেননি। 18 প্রবল আমার কাছে আসে, সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না এবং যে বাতাস বহুচিল এবং জলরাশি উভাল হয়ে উঠেছিল। 19 আমাকে বিশ্বাস করে, সে কোনোদিনই পিপাসিত হবে তাঁর নৌকা বেয়ে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার এগিয়ে যাওয়ার না। 36 কিন্তু আমি যেমন তোমাদের বলেছি, তোমরা পর যীশুকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার দিকে আসতে আমাকে দেখেছ অর্থ এখনও পর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস দেখেলেন। তাঁরা ভয় পেলেন। 20 কিন্তু তিনি তাঁদের করোনি। 37 পিতা যাদের আমাকে দেন, তাদের সবাই বললেন, “এ আমি, ভয় পেয়ো না।” 21 তখন তাঁরা আমার কাছে আসবে, আর যে আমার কাছে আসে, তাকে যীশুকে নৌকায় তুলতে আগ্রহী হলেন এবং তাঁরা যেখানে আমি কখনও তাড়িয়ে দেব না। 38 কারণ আমার ইচ্ছা যাচ্ছিলেন নৌকা তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। 22 পূর্বের জন্য আমি স্বর্গ থেকে আসিনি, আমি এসেছি যিনি পরদিন, সাগরের অপর তীরে যারা থেকে গিয়েছিল, তারা আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য। 39 আর বুৰাতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটি নৌকা ছাড়া যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে, তিনি যাদের আর অন্য নৌকা ছিল না। যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই নৌকায় আমাকে দিয়েছেন, আমি যেন তাদের একজনকেও না ওঠেননি, বরং শিষ্যেরা নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন। হারাই, কিন্তু শেষের দিনে তাদের মৃত্য থেকে উথাপিত 23 প্রভুর ধন্যবাদ দেওয়ার পর লোকেরা যেখানে রুটি করি। 40 কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, পুত্রের দিকে খেয়েছিল, টাইবেরিয়াস থেকে কয়েকটি নৌকা তখন যে দৃষ্টিপাত করে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত

জীবন লাভ করে। আর শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত কিন্তু যে এই খাদ্য ভোজন করে, সে চিরকাল জীবিত করব।” (aiōnios g166) 41 একথায় ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে থাকবে।” (aiōn g165) 59 কফরনাহুমের সমাজভবনে শিক্ষা অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, কারণ তিনি বলেছিলেন, দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বললেন। 60 একথা শুনে “আমিই সেই খাদ্য, যা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে।” তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, “এ এক কঠিন 42 তারা বলল, “এ কি যোষেফের পুত্র যীশু নয়, যার বাবা- শিক্ষা। এই শিক্ষা কে গ্রহণ করতে পারে?” 61 শিষ্যেরা মা আমাদের পরিচিত? তাহলে কী করে ও এখন বলছে, এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে, জানতে পেরে যীশু ‘আমি স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছি?’” 43 প্রত্যুভরে যীশু তাদের বললেন, “একথায় কি তোমরা আঘাত পেলে? বললেন, “তোমরা নিজেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখিয়ো না। 62 তাহলে, মনুষ্যপুত্র আগে যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে 44 পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না উন্নীত হতে দেখলে কী বলবে? 63 পবিত্র আত্মাই জীবন করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, আর শেষের দান করেন, মাংস কিছু উপকারী নয়। তোমাদের কাছে দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব। 45 ভাববাদীদের গ্রন্থে আমি যেসব কথা বলেছি সেই বাক্যই আত্মা এবং জীবন। লেখা আছে, ‘তারা সবাই ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ 64 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বিশ্বাস করবে।’ পিতার কথায় যে কর্পূরাত করে এবং তাঁর কাছে করে না।” কারণ প্রথম থেকেই যীশু জানতেন, তাদের শিক্ষা লাভ করে, সে আমার কাছে আসে। 46 ঈশ্বরের কাছ মধ্যে কে তাঁকে বিশ্বাস করবে না এবং কে তাঁর সঙ্গে থেকে যিনি এসেছেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ পিতার দর্শন বিশ্বাসযাতকতা করবে। 65 তিনি বলে চললেন, “এই জন্য লাভ করেনি, একমাত্র তিনিই পিতাকে দর্শন করেছেন। আমি তোমাদের বলছি, পিতার কাছ থেকে সামর্থ্য লাভ 47 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে বিশ্বাস করে, সে না করলে, কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।” 66 অনন্ত জীবন লাভ করেছে। (aiōnios g166) 48 আমিই সেই সেই সময় থেকে বহু শিষ্য ফিরে গেল এবং তারা আর জীবন-খাদ্য। 49 তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরণপ্রাপ্তরে মাঝা তাঁকে অনুসরণ করল না। 67 তখন যীশু সেই বারোজন আহার করেছিল, তবুও তাদের মৃত্যু হয়েছিল। 50 কিন্তু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরাও কি আমাকে ছেড়ে এখানে স্বর্গ থেকে আগত সেই খাদ্য রয়েছে, কোনো মানুষ যেতে চাও?” 68 শিমোন পিতর তাঁকে উভর দিলেন, তা গ্রহণ করলে তার মৃত্যু হবে না। 51 আমিই স্বর্গ থেকে “প্রত্ব, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছেই আছে অনন্ত জীবনের বাক্য।” (aiōnios g166) 69 আমরা বিশ্বাস করি এবং জানি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।” 70 যীশু তখন বললেন, “তোমাদের এই বারোজনকে কি 52 তখন ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে তৌৰ বাদানুবাদ শুরু আমি মনোনীত করিনি? তবুও তোমাদের মধ্যে একজন করল, “এই লোকটি কীভাবে আমাদের খাওয়ার জন্য তাঁর হচ্ছে এক দিয়াবল।” 71 (একথার দ্বারা তিনি শিমোন মাংস দান করতে পারে?)” 53 যীশু তাদের বললেন, “আমি ইহুরিয়োৎ-এর পুত্র যিহুদার বিষয়ে ইঙ্গিত করলেন। সে তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস বারোজন শিষ্যের অন্যতম হলেও পরবর্তীকালে যীশুর ভোজন এবং তাঁর রক্ত পান না করো, তোমাদের মধ্যে সঙ্গে বিশ্বাসযাতকতা করেছিল।)

জীবন নেই। 54 যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে এবং শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব।” (aiōnios g166) 55 কারণ আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য এবং আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। 56 যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমি তার মধ্যে থাকি। 57 জীবন্ত পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমি যেমন পিতারই জন্য জীবনধারণ করি, আমাকে যে ভোজন করে, সেও তেমনই আমার জন্য জীবনধারণ করবে। 58 এই সেই খাদ্য যা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মাঝা ভোজন করেছিল, তাদের মৃত্যু হয়েছে,

7 এরপর যীশু গালীল প্রদেশের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ইচ্ছাপূর্বক তিনি যিহুদিয়া থেকে দূরে রাইলেন, কারণ সেখানে ইহুদিরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল। 2 কিন্তু ইহুদিদের কুটিরবাস-পর্ব সন্ধিকট হলে, 3 যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বলল, “এ স্থান ছেড়ে তোমার যিহুদিয়ায় যাওয়া উচিত, যেন তোমার শিষ্যেরা তোমার অঙ্গীকৃক কাজ দেখতে পায়। 4 প্রকাশ্যে পরিচিতি লাভ করতে চাইলে কেউ গোপনে কাজ করে না। তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করছই, তখন নিজেকে জগতের সামনে প্রকাশ করো।” 5 এরকম বলার কারণ হল, এমনকি যীশুর

নিজের ভাইরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না। 6 তখন যীশু কোরো না, ন্যায়সংগত বিচার করো।” 25 সেই সময় তাদের বললেন, “আমার নির্মিত সময় এখনও আসেনি, জেরুশালেমের কিছু লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “এই তোমাদের পক্ষে যে কোনো সময়ই উপযুক্ত। 7 জগৎ লোকটিকেই কি তারা হত্যা করার চেষ্টা করছেন না? 26 তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে। ইনি তো এখানে প্রকাশ্যে কথা বলছেন, অথচ তারা তাঁকে কারণ জগৎ যা করে, তা যে মন্দ, তা আমি প্রকাশ করে একটিও কথা বলছেন না। কর্তৃপক্ষ কি সত্যিসত্যই মনে দিই। 8 তোমরাই পর্বে যোগদান করতে যাও। আমি নিয়েছেন যে, উনিই সেই খ্রীষ্ট? 27 যাই হোক, এই ব্যক্তি এখনই পর্বে যাচ্ছে না, কারণ আমার উপযুক্ত সময় এখনও কোথা থেকে এসেছেন তা আমরা জানি, কিন্তু খ্রীষ্ট এলে আসেনি।” 9 একথা বলে তিনি গালীলোই থেকে গেলেন। কেউ জানবে না যে কোথা থেকে তাঁর আগমন হয়েছে।” 28 10 কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে গেলে, তিনি সেখানে তারপর মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু উচ্চকর্ত্তে গেলেন, তবে প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু গোপনে। 11 পর্বের সময় বললেন, “এটা ঠিক যে, তোমরা আমাকে জানো এবং ইহুদিরা যীশুর সন্ধান করছিল এবং জিজ্ঞাসা করছিল, আমি কোথা থেকে এসেছি, তাও তোমরা জানো। আমি “সেই ব্যক্তি কোথায়?” 12 ভিড়ের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে এখানে আসিনি, কিন্তু যিনি আমাকে প্রচুর গুঞ্জন চলছিল। কেউ কেউ বলল, “তিনি একজন পাঠ্যয়েছেন, তিনি সত্যময়। তোমরা তাঁকে জানো না।” 29 13 সৎ মানুষ।” অন্যেরা বলল, “না, সে মানুষকে ভুল পথে কিন্তু আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে চালনা করছে।” 14 কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্পর্কে এসেছি এবং তিনিই আমাকে পাঠ্যয়েছেন।” 30 একথায় প্রকাশ্যে কোনো কথা বলল না। 15 পর্বের মাঝামাঝি তারা তাঁকে বন্দি করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে সময়, যীশু মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। হাত দিল না, কারণ তাঁর সময় তখনও উপস্থিত হয়নি।” 31 16 ইহুদিরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “শিক্ষালাভ না কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেও এই মানুষটি কী করে এত শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠল?” করল। তারা বলল, “খ্রীষ্টের আগমন হলে তিনি কি এই যীশু উভর দিলেন,” 32 এই শিক্ষা আমার নিজস্ব নয়। লোকটির চেয়ে আরও বেশি চিহ্নকাজ করে দেখাবেন?” যিনি আমাকে পাঠ্যয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই আমি এই ফরিশীরা লোকদিগকে তাঁর সম্পর্কে এসব বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছি। 17 কেউ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে কানাকানি করতে শুনল। তখন প্রধান যাজকবর্গ এবং মন্ত্রিগুরুর করে, তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে, আমার ফরিশীরা তাঁকে গ্রেঞ্জার করার জন্য মন্দিরের রক্ষীদের এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজে পাঠাল। 33 যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সঙ্গে আর থেকে বলেছি। 18 যে নিজের জ্ঞানের কথা বলে, সে তার অল্পকাল আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠ্যয়েছেন, আমি গৌরবপ্রাপ্তির জন্যই তা করে, কিন্তু যে তার প্রেরণকর্তার তাঁর কাছে ফিরে যাব। 34 তোমরা আমার সন্ধান করবে, গৌরবের জন্য কাজ করে, সে সত্যবাদী পুরুষ। তার মধ্যে কিন্তু পাবে না। আর আমি যেখানে থাকব, তোমরা সেখানে কোনো মিথ্যাচার নেই।” 19 মোশি কি তোমাদের বিধান আসতে পারো না।” 35 তখন ইহুদিরা পরস্পর বলাবলি দেশনি? তবু তোমরা একজনও সেই বিধান পালন করো করল, “এই লোকটি এমন কোথায় যেতে চায় যে আমরা না। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছ?” তাঁর সন্ধান পাব না? যেখানে গ্রিকদের মধ্যে আমাদের 20 সব লোক উভর দিল, “তোমাকে ভুতে পেয়েছে। কে লোকরা বিক্ষিণু অবস্থায় রয়েছে, ও কি সেখানে গিয়ে তোমাকে হত্যার চেষ্টা করছে?” 21 যীশু তাদের বললেন, গ্রিকদের শিক্ষা দিতে চায়? 36 ‘তোমরা আমাকে খুঁজবে, ‘আমি মাত্র একটি অলৌকিক কাজ করেছি, আর তা কিন্তু পাবে না,’ আর, ‘আমি যেখানে থাকব, তোমরা দেখেই তোমার চমৎকৃত হয়েছিলে।’ 22 মোশি তোমাদের সেখানে আসতে পারো না,’ একথার দ্বারা ও কী বলতে সুন্নত প্রথা দিয়েছিলেন বলে (যদিও প্রকৃতপক্ষে মোশি তা চায়?)” 37 পর্বের শেষ ও প্রধান দিনটিতে যীশু দাঁড়িয়ে দেশনি, কিন্তু পিতৃপুরুষদের সময় থেকে এই প্রথার প্রচলন উচ্চকর্ত্তে বললেন, “কেউ যদি তফার্ত হয়, সে আমার ছিল), তোমরা বিশ্বামদিনে শিশুকে সুন্নত করে থাকো। কাছে এসে পান করুক।” 38 আমাকে যে বিশ্বাস করে, 23 এখন, বিশ্বামদিনে কোনো শিশুকে সুন্নত করলে যদি শাস্ত্রের বচন অনুসারে, তার অস্তর থেকে জীবন্ত জলের মোশির বিধান ভাঙা না হয়, তাহলে বিশ্বামদিনে একটি স্নাতোধারা প্রবাহিত হবে।” 39 একথার দ্বারা তিনি সেই মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছি বলে তোমরা আমার উপর পবিত্র আত্মার কথাই বললেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, ক্রুদ্ধ হচ্ছে কেন? 24 শুধু বাহ্যিক বিষয় দেখে বিচার পরবর্তীকালে তারা সেই আত্মা লাভ করবে। যীশু তখনও

মহিমাপ্রিয়ত হননি, তাই সেই সময় পর্যন্ত পবিত্র আত্মা বারবার প্রশ্ন করল, তিনি সোজা হয়ে তাদের বললেন, প্রদান করা হ্যানি। 40 তাঁর একথা শুনে কিছু লোক বলল, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিষ্পাপ থাকে, তাহলে প্রথমে ‘নিষ্পচ্ছাই, এই লোকটিই সেই ভাববাদী।’” 41 অন্যেরা সেই তাকে পাথর মারুক, ” 8 বলে তিনি আবার নত হয়ে বলল, “ইনিই সেই ধ্রীষ্ট।” আবার অনেকে জিজ্ঞাসা করল, মাটিতে লিখতে লাগলেন। 9 যারা একথা শুনল তারা, “গালীল থেকে কি ধ্রীষ্টের আগমন হতে পারে? 42 শাস্ত্র কি প্রবীণ থেকে শুরু করে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত একে একে সরে একথা বলে না যে, দাউদ যেখানে বসবাস করতেন, সেই পড়তে লাগল। সেখানে শুধু যীশু রইলেন, আর দাঁড়িয়ে বেথলেহেম নগরে, দাউদের বংশে ধ্রীষ্টের আগমন হবে?” থাকল সেই নারী। 10 যীশু সোজা হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা 43 এভাবে যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা করলেন, “নারী, ওরা সব গেল কোথায়? কেউ কি তোমাকে দিল। 44 কয়েকজন তাঁকে ঝেঞ্চার করতে চাইলেও কেউ দোষী সাব্যস্ত করেনি?” 11 সে বলল, “একজনও নয়, তাঁর গায়ে হাত দিল না। 45 মন্দিরের রক্ষীরা অবশেষে প্রভু।” যীশু বললেন, “তাহলে আমি তোমাকে দোষী প্রথান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছে ফিরে গেল। তারা সাব্যস্ত করিনা। এখন যাও, আর কখনও পাপ কোরো না।” তাদের জিজ্ঞাসা করল, “তোমরা তাকে ধরে নিয়ে এলে 12 লোকদের আবার শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু বললেন, না কেন?” 46 রক্ষীরা বলল, “এই লোকটি যেভাবে কথা ‘আমি জগতের জ্যোতি। যে আমাকে অনুসরণ করে, সে বলেন, এ পর্যন্ত আর কেউ সেভাবে কথা বলেননি।” 47 কখনও অন্ধকারে পথ চলবে না, বরং সে জীবনের জ্যোতি প্রত্যুত্তরে ফরিশীরা ব্যঙ্গ করে বলল, “তোমরা বলতে লাভ করবে।” 13 ফরিশীরা তাঁর প্রতিবাদ করে বলল, “তুমি চাইছ, লোকটি তোমাদেরও বিভাস্ত করেছে। 48 কোনো তো নিজের হয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিছ, তোমার সাক্ষ্য বৈধ নেতা বা কোনো ফরিশী কি তাকে বিশ্বাস করেছে? 49 না! নয়।” 14 যীশু উত্তর দিলেন, “নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও কিন্তু এই যেসব লোক, যারা বিধানের কিছুই জানে না, আমার সাক্ষ্য বৈধ, কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি, আর এরা সকলে অভিশপ্ত।” 50 তখন নীকদীম, যিনি আগে কোথায় যাচ্ছি, তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এবং যিনি ছিলেন এসেছি বা কোথায় যাচ্ছি, সে বিষয়ে তোমাদের কোনো তাদেরই একজন, জিজ্ঞাসা করলেন, 51 “কোনো ব্যক্তির ধারণা নেই। 15 তোমরা মানুষের মানদণ্ডে বিচার করো; কথা প্রথমে না শুনে ও সে কী করে তা না জেনে, তাকে আমি কারও বিচার করিনা। 16 কিন্তু যদি আমি বিচার করি, দোষী সাব্যস্ত করা কি আমাদের পক্ষে বিধানসংগত? ” 52 আমার রায় যথার্থ, কারণ আমি একা নই। যিনি আমাকে তারা উত্তর দিল, “তুমি কি গালীলের লোক? শাস্ত্র খুঁজে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতা স্বয়ং আমার সঙ্গে আছেন। দেখো, দেখতে পাবে যে, গালীল থেকে কোনো ভাববাদীই 17 তোমাদের নিজেদের বিধানশাস্ত্রে লেখা আছে যে, দুজন আসতে পারেন না।” 53 তখন তারা প্রত্যেকেই নিজের লোকের সাক্ষ্য বৈধ। 18 আমার সাক্ষী আমি স্বয়ং, অপর নিজের ঘরে ফিরে গেল,

সাক্ষী হলেন পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।” 19 তারা

**8** কিন্তু যীশু জলপাই পর্যন্তে চলে গেলেন। 2 ভোরেলোয়া তখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার পিতা কোথায়?” যীশু আবার মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। সেখানে যীশু উত্তর দিলেন, “তোমরা আমাকে বা আমার পিতাকে জানো না। যদি তোমরা আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে।” 20 যেখানে দান উৎসর্গ করা হত, সেই স্থানের কাছে মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার সময়, যীশু এই সমস্ত কথা বললেন। তবুও কেউ তাঁকে ঝেঞ্চার করল না, কারণ তাঁর সময় তখনও আসেনি। 21 যীশু আর ফরিশীরা ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত এক নারীকে নিয়ে এবং যিনি আমাকে খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু তোমাদের পাপেই তোমাদের মতা হবে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে হইসেবে প্রয়োগ করল, যেন যীশুকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো সূত্র পেতে পারে। কিন্তু যীশু নত হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। 7 কিন্তু তারা যখন তাঁকে করার তাদের বললেন, “আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু তোমাদের পাপেই তোমাদের একবার তাদের বললেন, “আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু তোমাদের পাপেই তোমাদের এবং যিনি আপনার অভিমত কী?” 6 তারা এই প্রশ্নটি ফাঁদ হইসেবে আপনার অভিমত কী? ” 6 তারা এই প্রশ্নটি ফাঁদ দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। 7 কিন্তু তারা যখন তাঁকে করার তাদের বললেন, “ও কি আত্মহত্যা করবে? সেই কারণেই ও কি বলছে, ‘আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পারো না?’” 23 তিনি কিন্তু বলে চললেন, “তোমরা মর্তের

মানুষ কিন্তু আমি উর্ধ্বলোকের। তোমরা এই জগতের, তোমরা আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছ। অব্রাহাম আমি এই জগতের নই। 24 সেই কারণেই আমি তোমাদের এমন সব কাজ করেননি। 41 তোমাদের পিতা যা করে, বলেছি, তোমাদের পাপেই তোমাদের মৃত্যু হবে; আমি তোমরা সেসব কাজই করছ।” তারা প্রতিবাদ করে বলল, নিজের বিষয়ে যা দাবি করেছি, যে আমিই তিনি, তোমরা “আমরা অবৈধ সন্তান নই। আমাদের একমাত্র পিতা স্বয়ং তা বিশ্বাস না করলে অবশ্যই তোমাদের পাপে তোমাদের ঈশ্বর।” 42 যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যদি তোমাদের মৃত্যু হবে।” 25 তারা জিজাসা করল, “আপনি কে?” যীশু পিতা হন তবে তোমরা আমাকে ভালোবাসতে, কারণ উত্তর দিলেন, “আমি প্রথম থেকে যা দাবি করে আসছি, আমি ঈশ্বরের কাছ থেকেই এখানে এসেছি। আমি নিজের আমিই সেই।” 26 তোমাদের বিষয়ে বিচার করে আমার ইচ্ছানুসারে আসিনি, কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 43 অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার ভাষা তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে না কেন? কারণ তিনি সত্য। তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, জগৎকে তোমরা আমার কথা শুনতে অক্ষম। 44 তোমরা তোমাদের সেকথাই বলি।” 27 তারা বুঝতে পারল না যে, যীশু তাদের পিতা দিয়াবলের আর তোমাদের পিতার সব অভিলাষ পূর্ণ কাছে তাঁর পিতার বিষয়ে বলছেন। 28 তাই যীশু বললেন, করাই তোমাদের ইচ্ছা। প্রথম থেকেই সে এক হত্যাকারী। “যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে স্থাপন করবে, তখন তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই, কারণ সে সত্যনির্ণয় নয়। জানতে পারবে যে, আমি নিজেকে যা বলে দাবি করি, সে তার নিজস্ব স্বত্ববশেই মিথ্যা বলে, কারণ সে এক আমিই সেই। আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু মিথ্যাবাদী এবং সব মিথ্যার জন্মদাতা। 45 কিন্তু আমি পিতা আমাকে যা শিক্ষা দেন, আমি শুধু তাই বলি।” 29 যিনি সত্যিকথা বললেও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না। আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তিনি 46 তোমরা কি কেউ আমাকে পাপের দোষী বলে প্রমাণ আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ আমি সর্বদা তাই করি করতে পারো? আমি যদি সত্য বলি, তাহলে কেন তোমরা যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।” 30 তিনি যখন এসব কথা বললেন আমাকে বিশ্বাস করো না? 47 যে ঈশ্বরের আপনজন, তখন অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। 31 যে সে ঈশ্বরের সব কথা শোনে। তোমরা যে শোনো না তার ইহুদিরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, যীশু তাদের বললেন, কারণ হল, তোমরা ঈশ্বরের আপনজন নও।” 48 উত্তরে “যদি তোমরা আমার বাক্যে অবিচল থাকো, তাহলে ইহুদিরা যীশুকে বলল, “আমরা যে বলি, তুমি শমরীয়া এবং তোমরা প্রকৃতই আমার শিষ্য। 32 তখন তোমরা সত্যকে একজন ভূতগ্রস্ত, তা কি যথার্থ নয়?” 49 যীশু বললেন, জানবে, আর সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।” 33 তারা “আমি ভূতগ্রস্ত নই, কিন্তু আমি আমার পিতাকে সমাদর তাঁকে বলল, “আমরা অব্রাহামের বংশধর, আমরা কখনও করি, আর তোমরা আমার অনাদর করো। 50 আমি নিজের কারণ দাসত্ব করিন। তাহলে আপনি কী করে বলছেন, গৌরবের খোঁজ করি না, কিন্তু একজন আছেন, যিনি তা আমরা মুক্ত হব?” 34 যীশু তাদের উত্তর দিলেন, “আমি খোঁজ করেন, তিনিই বিচার করবেন।” 51 আমি তোমাদের তোমাদের সত্য বলছি, যে ব্যক্তি পাপ করে, সে পাপেরই সত্য বলছি, কেউ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে দাসত্ব করে। 35 কোনও দাস পরিবারে স্থায়ী জায়গা পায় কখনও মৃত্যু দেখবে না।” (aiōn g165) 52 কিন্তু একথা না, কিন্তু পরিবারে পুত্রের স্থান চিরদিনের। (aiōn g165) 36 শুনে ইহুদিরা বলে উঠল, “এখন আমরা জানতে পারলাম তাই পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তাহলেই তোমরা যে, তুমি ভূতগ্রস্ত! অব্রাহাম এবং ভাববাদীদেরও মৃত্যু প্রকৃত মুক্ত হবে। 37 আমি জানি, তোমরা অব্রাহামের হয়েছে, তবু তুমি বলছ যে তোমার বাক্য পালন করে সে বংশধর, তবু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় কখনও মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না। (aiōn g165) 53 তুমি কি না বলে তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। আমাদের পিতা অব্রাহামের চেয়েও মহান? তিনি মৃত্যুবরণ 38 পিতার সাম্মান্যে আমি যা দেখেছি, তোমাদের তাই করেছেন, ভাববাদীরাও তাই। তুমি নিজের সম্পর্কে কী বলছি। আর তোমাদের পিতার কাছে তোমরা যা শুনেছ, মনে করো?” 54 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যদি নিজের তোমরা তাই করে থাকো।” 39 তারা উত্তর দিল, “অব্রাহাম গৌরব নিজেই করতাম, তবে আমার গৌরব মূল্যহীন। আমাদের পিতা।” যীশু তাদের বললেন, “তোমরা যদি আমার পিতা, যাঁকে তোমরা নিজেদের ঈশ্বর বলে দাবি অব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা করেছিলেন, করছ, তিনিই আমাকে গৌরব দান করেন। 55 তোমরা তোমরাও তাই করতে। 40 অর্থাৎ, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি তাঁকে না জানলেও আমি তাঁকে জানি। আমি যদি বলতাম, যে সত্য শুনেছি, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি বলে আমি তাঁকে জানি না, তাহলে তোমাদেরই মতো আমি

মিথ্যাবাদী হতাম। কিন্তু আমি তাঁকে জানি, আর তাঁর ছিল বিশ্রামদিন। 15 তাই ফরিশীরাও তাকে জিজ্ঞাসা বাক্য পালন করি। 56 আমার দিন দেখার প্রত্যাশায় করল, কীভাবে সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। সে উত্তর দিল, তোমাদের পিতা অব্রাহাম উল্লিখিত হয়ে উঠেছিলেন এবং “তিনি আমার চোখদুটিতে কাদা মাখিয়ে দিলেন। আমি তা দর্শন করে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।” 57 ইহুদিরা ধূয়ে ফেললাম, আর এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।” 16 তাঁকে বলল, “তোমার বয়স পঞ্চাশ বছরও হয়নি, আর ফরিশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, “এই লোকটি ঈশ্বরের তুমি কি না অব্রাহামকে দেখেছে!” 58 যীশু উত্তর দিলেন, কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে বিশ্রামদিন পালন করে “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব না।” অন্য ফরিশীরা বলল, “যে পাপী, সে কী করে এমন থেকেই আমি আছি।” 59 একথা শুনে তারা তাঁকে আঘাত চিহ্নিকাজ করতে পারে?” এইভাবে তাদের মধ্যে মতভেদ করার জন্য পাথর তুলে নিল। কিন্তু যীশু লুকিয়ে পড়লেন দেখা দিল। 17 অবশ্যে তারা অন্ধ ব্যক্তির দিকে ফিরে এবং সবার অলঙ্কে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে চলে গোলেন।

## 9 পথ চলতে চলতে যীশু এক জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দেখতে পোলেন।

2 তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাবি, কার পাপের কারণে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে, নিজের না এর বাবা-মার?” 3 যীশু বললেন, “এই ব্যক্তি বা এর বাবা-মা যে পাপ করেছে, তা নয়, কিন্তু এর জীবনে যেন ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ পায়, তাই এরকম ঘটেচ্ছে। 4 যতক্ষণ দিলের আলো আছে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই কাজ আমাদের করতে হবে। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, তখন কেউ আর কাজ করতে পারে না। 5 যতক্ষণ আমি জগতে আছি, আমিই এই জগতের জ্যোতি হয়ে আছি।” 6 একথা বলে, তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন এবং সেই লালা দিয়ে কাদা তৈরি করে সেই ব্যক্তির চোখে মাখিয়ে দিলেন। 7 তারপর তিনি তাকে বললেন, “যাও, সিলোয়াম সরোবরে গিয়ে ধূয়ে ফেলো” (সিলোয়াম শব্দের অর্থ, প্রেরিত)। তখন সেই ব্যক্তি সেখানে গিয়ে (চোখ) ধূয়ে ফেলল এবং দৃষ্টিশক্তি পেয়ে বাঢ়ি ফিরে গেল। 8 তার প্রতিবেশীরা এবং যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল, তারা বলল, “যে ব্যক্তি বসে ভিক্ষা করত, এ কি সেই একই ব্যক্তি নয়?” 9 কেউ কেউ বলল যে, সেই ব্যক্তিই তো! অন্যেরা বলল, “না, সে তার মতো দেখতে।” সে বলল, “আমিই সেই ব্যক্তি।”

10 তারা জানতে চাইল, “তাহলে তোমার চোখ কীভাবে খুলে গেল?” 11 উত্তরে সে বলল, “লোকে যাকে যীশু বলে, তিনি কিছু কাদা তৈরি করে আমার দু-চোখে মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, ‘যাও, সিলোয়াম সরোবরে গিয়ে ধূয়ে ফেলো।’ তাঁর নির্দেশমতো গিয়ে আমি তাই ধূয়ে ফেললাম, আর তারপর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি।”

12 তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, “সেই ব্যক্তি কোথায়?” সে বলল, “আমি জানি না।” 13 যে অন্ধ ছিল, সেই ব্যক্তিকে তারা ফরিশীদের কাছে নিয়ে গেল। 14 যেদিন যীশু কাদা তৈরি করে ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেই দিনটি

তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, “যে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে তার বিষয়ে তোমার কী বলার আছে?” সে উত্তর দিল, “তিনি একজন ভাববাদী।” 18 তার বাবা-মাকে ডেকে না আনা পর্যন্ত ইহুদিরা বিশ্বাসই করতে পারল না যে, সে অন্ধ ছিল এবং সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। 19 তারা জিজ্ঞাসা করল, “এ কি তোমাদেরই ছেলে? এর বিষয়েই কি তোমরা বলো যে, এ অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল? তাহলে এখন কী করে ও দেখতে পাচ্ছে?” 20 তার বাবা-মা উত্তর দিল, “আমরা জানি ও আমাদের ছেলে, আর আমরা এও জানি যে, ও অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। 21 কিন্তু এখন ও কীভাবে দেখতে পাচ্ছে বা কে ওর চোখ খুলে দিয়েছে, আমরা তা জানি না। আপনারা ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও সাবালক, তাই ওর কথা ও নিজেই বলবে।” 22 তার বাবা-মা ইহুদিদের তয়ে একথা বলল, কারণ ইহুদিরা ইতিমধ্যেই সিন্দ্বান্ত নিয়েছিল, যীশুকে যে খ্রীষ্ট বলে স্থিরাক করবে, সমাজভবন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। 23 সেইজন্য তার বাবা-মা বলল, “ও সাবালক, তাই ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।” 24 যে আগে অন্ধ ছিল, সেই ব্যক্তিকে তারা দ্বিতীয়বার ডেকে এনে বলল, “ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করো। আমরা জানি, সেই ব্যক্তি একজন পাপী।” 25 সে উত্তর দিল, “তিনি পাপী, কি পাপী নন, তা আমি জানি না। আমি একটি বিষয় জানি, আমি আগে অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি।” 26 তারা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, “সে তোমার প্রতি কী করেছিল? সে কী করে তোমার চোখ খুলে দিল?” 27 সে উত্তর দিল, “আমি এর আগেই সেকথা আপনাদের বলেছি, কিন্তু আপনারা তা শোনেননি। আপনারা আবার তা শুনতে চাইছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?” 28 তারা তাকে গালাগাল দিয়ে অপমান করে বলল, “তুই ওই লোকটির শিষ্য! আমরা মোশির শিষ্য। 29 আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই লোকটির আগমন কোথা থেকে হল তা আমরা জানি না।”

30 সে উত্তর দিল, “সেটাই তো আশ্চর্যের কথা! আপনারা বুঝতে পারল না। 7 তাই যীশু তাদের আবার বললেন, জানেন না তিনি কোথা থেকে এলেন, অথচ তিনিই আমার “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমিই মেষদের দ্বার। 8 দু-চোখ খুলে দিলেন। 31 আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের যারা আমার আগে এসেছিল, তারা সবাই ছিল চোর ও কথা শোনেন না। যারা ঈশ্বরভক্ত ও তাঁর ইচ্ছা পালন দস্য, তাই মেষেরা তাদের ডাকে কান দেয়নি। 9 আমিই করে, তিনি তাদেরই কথা শোনেন। 32 জন্মাক্ষ ব্যক্তির দ্বার, আমার মধ্য দিয়ে যে প্রবেশ করবে, সে রক্ষা পাবে। চোখ কেউ খুলে দিয়েছে, একথা কেউ কখনও শোনেনি। সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে, আর চারণভূমির (aión g165) 33 সেই ব্যক্তির আগমন ঈশ্বরের কাছ থেকে সঞ্চান পাবে। 10 চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস না হলে, কোনো কিছুই তিনি করতে পারতেন না।” 34 করতে, কিন্তু আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় এবং তা একথা শুনে তারা বলল, “তোর জন্য পাপেই হয়েছে, পূর্ণরূপেই পায়। 11 “আমিই উৎকৃষ্ট মেষপালক। উৎকৃষ্ট তুই কী করে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার সাহস পেলি?” মেষপালক মেষদের জন্য তাঁর প্রাণ সমর্পণ করেন। 12 আর তারা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিল। 35 যীশু বেনজীবী লোক মেষপালক নয়, সে মেষপালের মালিকও শুনতে পেলেন তারা লোকটিকে বের করে দিয়েছে। তিনি নয়। 13 সে নেকড়ে বাঘকে আসতে দেখে, মেষদের তাকে যখন দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, “তুমি কি ছেড়ে পালিয়ে যায়। নেকড়ে তখন মেষপালকে আক্রমণ মনুষ্যপুত্রে বিশ্বাস করো?” 36 সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। 13 বেনজীবী বলেই সে পালিয়ে “প্রভু তিনি কে? আমাকে বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস যায়, মেষপালের জন্য কোনো চিন্তা করে না। 14 “আমিই করতে পারি।” 37 যীশু বললেন, “তুমি তাঁকে দেখেছ। উৎকৃষ্ট মেষপালক, আমার মেষদের আমি জানি ও আমার প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।” 38 “প্রভু, নিজেরা আমাকে জানে— 15 যেমন পিতা আমাকে জানেন আমি বিশ্বাস করি,” একথা বলে সে তাঁকে প্রশংস করল। ও আমি পিতাকে জানি—আর মেষদের জন্য আমি আমার 39 যীশু বললেন, “বিচার করতেই আমি এ জগতে এসেছি, প্রাণ সমর্পণ করি। 16 এই খোঁয়াড়ের বাইরেও আমার যেন দৃষ্টিহীন দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা অন্য মেষ আছে। তারা আমার কর্তৃস্বর শুনবে। তখন দৃষ্টিহীন হয়।” 40 তাঁর সঙ্গী করেকজন ফরিশী তাঁকে একটি পাল এবং একজন পালক হবে। 17 আমার পিতা একথা বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করল, “কী হল? আমরাও অন্ধ এজন্য আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ নাকি?” 41 যীশু বললেন, “তোমরা অন্ধ হলে তোমাদের সমর্পণ করি, যেন আবার তা পুনরায় গ্রহণ করি। 18 কেউ পাপের জন্য অপরাধী হতে না; কিন্তু তোমরা নিজেদের আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নিতে পারে না। আমি স্বেচ্ছায় দেখতে পাও বলে দাবি করছ, তাই তোমাদের অপরাধ আমার প্রাণ সমর্পণ করি। সমর্পণ করার অধিকার এবং তা রয়ে গেল।”

**10** পরে যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি,

যে ব্যক্তি সদর দরজা দিয়ে মেষদের খেঁয়াড়ে প্রবেশ না করে অন্য কোনো দিক দিয়ে ডিঙিয়ে আসে, সে চোর ও দস্য। 2 যে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, সেই তার মেষদের পালক। 3 পাহারাদার তার জন্য দরজা খুলে দেয় এবং মেষ তার গলার স্বর শোনে। সে নিজের মেষদের নাম ধরে ডেকে তাদের বাইরে নিয়ে যায়। 4 নিজের সব মেষকে বাইরে নিয়ে এসে সে তাদের সামনে সামনে এগিয়ে চলে। তার মেষেরা তাকে অনুসরণ করে, কারণ তারা তার কর্তৃস্বর চেনে। 5 কিন্তু তারা কখনও কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে না; বরং, তারা তার কাছ থেকে ছুটে পালাবে, কারণ অপরিচিত লোকের গলার স্বর তারা চেনে না।” 6 যীশু এই রূপকটি ব্যবহার করলেন, কিন্তু তিনি তাদের কী বললেন, তারা তা

ফিরে পাওয়ার ও অধিকার আমার আছে। আমার পিতার কাছ থেকে আমি এই আদেশ লাভ করেছি।” 19 একথায় ইহুদিদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিল। 20 তাদের অনেকেই বলল, “ওকে ভূতে পেয়েছে; তাই ও পাগলের মতো কথা বলছে। ওর কথা শুনছ কেন?” 21 কিন্তু অন্যেরা বলল, “এসব কথা তো ভূতের পাওয়া লোকের নয়! ভূত কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?” 22 এরপর জেরুশালেমে মন্দির-উৎসর্গের পর্ব এসে গেল। তখন শীতকাল। 23 যীশু মন্দির চতুরে শশোমনের বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। 24 ইহুদিরা তাঁকে ঘিরে ধরে বলল, “আর কত দিন তুমি আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি শ্রীষ্ট হও, সেকথা আমাদের স্পষ্ট করে বলো!” 25 উত্তরে যীশু বললেন, “আমি বলা সত্ত্বেও তোমরা বিশ্বাস করোনি। আমার পিতার নামে সম্পাদিত অলৌকিক কাজই আমার পরিচয় বহন করে। 26 কিন্তু তোমরা তা বিশ্বাস করো না, কারণ তোমরা আমার পালের মেষ নও। 27 আমার

মেঘেরা আমার কর্তৃত্বের শোনে, আমি তাদের জানি, আর প্রভুর উপরে সুগন্ধিদ্বয় ঢেলে তাঁর চুল দিয়ে প্রভুর পা-দুটি তারা আমাকে অনুসরণ করে। 28 আমি তাদের অনন্ত মুছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই ভাই লাসার সেই সময় অসুস্থ জীবন দান করি; তারা কোনোদিনই বিনষ্ট হবে না। আর হয়ে পড়েছিলেন। 3 দুই বোন তাই যীশুর কাছে সংবাদ কেউ তাদের আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। পাঠালেন, “প্রভু আপনি যাকে প্রেম করেন, সে অসুস্থ হয়ে (aiōn g165, aiōnios g166) 29 আমার পিতা, যিনি তাদের পড়ছে।” 4 একথা শুনে যীশু বললেন, “এই অসুস্থতা মৃত্যুর আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবার চেয়ে মহান। আমার জন্য হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য এরকম পিতার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারে না। 30 হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র এর মাধ্যমে গৌরবান্বিত হন।” আমি ও পিতা, আমরা এক।” 31 ইহুদিরা তাঁকে আবার 5 মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু প্রেম করতেন। 6 পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য পাথর তুলে নিল। 32 কিন্তু যীশু তবুও লাসারের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি যেখানে ছিলেন, তাদের বললেন, “পিতার দেওয়া শক্তিতে আমি তোমাদের সেখানেই আরও দু-দিন রইলেন। 7 এরপর তিনি তাঁর অনেক মহৎ অলৌকিক কাজ দেখিয়েছি। সেগুলির মধ্যে শিষ্যদের বললেন, “চলো, আমরা যিহুদিয়ায় ফিরে যাই।” কোনটির জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাইছ?” 8 তাঁর শিষ্যেরা বললেন, “কিন্তু রবি, কিছু সময় আগেই 33 ইহুদিরা বলল, “এসব কোনো কারণের জন্যই নয়, তো ইহুদিরা আপনাকে পাথর মারার চেষ্টা করেছিল, তবুও কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারতে আপনি সেখানে ফিরে যেতে চাইছেন?” 9 যীশু উন্নত উদ্যত হয়েছি, কারণ তুমি একজন সামান্য মানুষ হয়েও দিলেন, “দিনের আলোর স্থায়িত্ব কি বারো ঘণ্টা নয়? যে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছ।” 34 যীশু তাদের বললেন, মানুষ দিনের আলোয় পথ ঢেলে, সে হেঁচট খাবে না। “তোমাদের বিধানপুস্তকে কি লেখা নেই, ‘আমি বলেছি, কারণ এই জগতের আলোতেই সে দেখতে পায়। 10 কিন্তু তোমরা ‘ঈশ্বর’? 35 যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত রাতে যখন সে পথ ঢেলে, তখন সে হেঁচট খায়, কারণ হয়েছিল, তিনি যদি তাদের ‘ঈশ্বর’ নামে অভিহিত করে তার কাছে আলো থাকে না।” 11 একথা বলার পর তিনি থাকেন—এবং শাস্ত্রে তো পরিবর্তন হতে পারে না— তাঁদের বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে। 36 তাহলে পিতা যাকে তাঁর আপনজনকে পৃথক করে কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে আমি সেখানে যাচ্ছি।” 12 জগতে পাঠিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে কী বলবে? তবে ‘আমি তাঁর শিষ্যেরা বললেন, “প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঈশ্বরের পুত্র,’ একথা বলার জন্য কেন তোমরা আমাকে তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।” 13 যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগে অভিযুক্ত করছ? 37 আমার পিতা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা তাবলেন, তিনি স্বাভাবিক যা করেন, আমি যদি সে কাজ না করি, তাহলে তোমরা ঘুমের কথা বলছেন। 14 তাই তিনি তাঁদের স্পষ্টভাবে আমাকে বিশ্বাস কোরো না। 38 কিন্তু আমি যদি তা করি, বললেন, “লাসারের মৃত্যু হয়েছে। 15 তোমাদের কথা তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই অলৌকিক ভেবে আমি আনন্দিত যে, আমি তখন সেখানে ছিলাম না, কাজগুলিকে বিশ্বাস করো, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। চলো, আমরা তার পারো যে, পিতা আমার মধ্যে ও আমি পিতার মধ্যে আছি।” কাছে যাই।” 16 তখন থোমা, যিনি দিদুমঃ (যমজ) নামে 39 তারা আবার তাঁকে বন্দি করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি আখ্যাত, অন্যান্য শিষ্যদের বললেন, “চলো, আমরাও তাদের কবল এড়িয়ে গেলেন। 40 এরপর যীশু জর্জন যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারি।” 17 সেখানে নদীর অপর পারে ফিরে গেলেন, যেখানে যোহন আগে এসে যীশু দেখলেন যে, চারদিন যাবৎ লাসার সমাধির লোকেদের বাণিজ্য দিতেন। তিনি সেখানে থেকে গেলেন মধ্যে আছেন। 18 বেথানি থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব প্রায় এবং বহু লোক তাঁর কাছে এল। 41 তারা বলল, “যোহন তিনি কিলোমিটার। 19 আর মার্থা ও মরিয়মের ভাইয়ের কখনও চিহ্নকাজ সম্পাদন না করলেও, এই মানুষটির মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের সাস্তনা দেওয়ার জন্য জেরুশালেম বিষয়ে তিনি যথার্থ কথাই বলেছেন।” 42 সেখানে বহু থেকে অনেক ইহুদি তাঁদের কাছে এসেছিল। 20 যীশুর মানুষ যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করল।

আসার কথা শুনতে পেয়ে মার্থা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই রইলেন। 21 মার্থা যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি এখানে উপস্থিত থাকলে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না। 22 কিন্তু আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন, তিনি আপনাকে এখনও তাই দেবেন।”

**11** লাসার নামে এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন বেথানি গ্রামের অধিবাসী, যেখানে মরিয়ম ও তার বোন মার্থা বসবাস করতেন। 2 এই মরিয়মই

23 যীশু তাঁকে বললেন, “তোমার ভাই আবার জীবিত তাদের উপকারের জন্য একথা বলছি। তারা যেন বিশ্বাস হবে।” 24 মার্থা উত্তর দিলেন, “আমি জানি, শেষের দিনে, করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ,” 43 একথা বলে যীশু পুনরুত্থানের সময়, সে আবার জীবিত হবে।” 25 যীশু উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, “লাসার, বেরিয়ে এসো!” 44 সেই তাঁকে বললেন, “আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমাকে মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাত ও পা লিলেন কাপড়ের বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু হলেও সে জীবিত থাকবে।” 26 ফালিতে জড়নো ছিল, তার মুখ ছিল কাপড়ে ঢাকা। যীশু আর যে জীবিত এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু তাদের বললেন, “ওর বাঁধন খুলে ওকে যেতে দাও।” 45 কখনও হবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস করো?” (aiōn তখন ইহুদিদের অনেকে যারা মরিয়মের সঙ্গে দেখা করতে 46) 27 তিনি তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি এসেছিল, তারা যীশুকে এই কাজ করতে দেখে তাঁকে যে, জগতে যাঁর আগমনের সময় হয়েছিল, আপনিই সেই বিশ্বাস করল। 46 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন ফরিশীদের মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র।” 28 একথা বলে তিনি ফিরে গিয়ে কাছে গিয়ে যীশুর সেই অলৌকিক কাজের কথা জানাল। তাঁর বোন মরিয়মকে একান্তে ডেকে বললেন, “গুরুমহাশয় 47 তখন প্রধান যাজকবর্গ ও ফরিশীরা মহাসভার এক এখানে এসেছেন, তিনি তোমাকে ডাকছেন।” 29 একথা অধিবেশন আহ্বান করল। তারা জিজ্ঞাসা করল, “আমরা শুনে মরিয়ম তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর কাছে গেলেন। 30 যীশু কী করছিঃ? এই লোকটি তো বহু চিহ্নকাজ করে যাচ্ছে। 48 তখনও গ্রামে প্রবেশ করেননি, মার্থার সঙ্গে তাঁর যেখানে আমরা যদি ওকে এভাবে চলতে দিই, তাহলে প্রত্যেকেই দেখা হয়েছিল, তিনি তখনও সেখানেই ছিলেন। 31 যে ওকে বিশ্বাস করবে। তখন রোমায়রা এসে আমাদের হান ইহুদিরা মরিয়মকে তাঁর বাড়িতে এসে সাস্ত্বনা দিচ্ছিল, ও জাতি উভয়ই ধ্বংস করবে।” 49 তখন তাদের মধ্যে তাঁকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তারা মনে কায়াফা নামে এক ব্যক্তি, যিনি সে বছরের মহাযাজক করল, তিনি বোধহয় সমাধিস্থানে দুঃখে কাঁদতে যাচ্ছেন। ছিলেন, বললেন, “তোমরা কিছুই জানো না, 50 তোমরা তাই তারা তাকে অনুসরণ করল। 32 যীশু যেখানে ছিলেন, বুবাতে পারছ না যে, সমগ্র জাতি বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে মরিয়ম সেখানে পৌঁছে তাঁকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর বরং প্রজাদের মধ্যে একজন মানুষের মৃত্যু শ্রেণি।” 51 পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, “প্রভু, আপনি এখানে উপস্থিত তিনি নিজের থেকে একথা বলেননি, কিন্তু সেই বছরের থাকলে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না।” 33 মরিয়মকে এবং মহাযাজকরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ইহুদি জাতির তাঁর অনুসরণকারী ইহুদিদের কাঁদতে দেখে, যীশু আত্মার জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করবেন 52 এবং শুধুমাত্র সেই জাতির গভীরভাবে বিচলিত ও উদ্বিঘ্ন হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যেসব সত্তান ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, করলেন, 34 “তোমরা তাকে কোথায় রেখেছ?” তাঁরা উত্তর তাদের সংগ্রহ করে এক করার জন্যও তিনি মৃত্যুবরণ দিল, “প্রভু, দেখবেন আসুন।” 35 যীশু কাঁদলেন। 36 তখন করবেন। 53 তাই সেদিন থেকে তারা যীশুকে হত্যা করার ইহুদিরা বলল, “দেখো, তিনি তাঁকে কত ভালোবাসতেন!” জন্য ঘড়্যবন্ধ করতে লাগল। 54 সেই কারণে যীশু এরপর 37 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, “যিনি সেই অন্ধ ইহুদিদের মধ্যে আর প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেন না। ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, তিনি কি সেই ব্যক্তিকে পরিবর্তে, তিনি মরু-অঞ্চলের নিকটবর্তী ইফ্রায়িম নামক মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারতেন না?” 38 যীশু আবার এক গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে সমাধির কাছে উপস্থিত হলেন। থাকলেন। 55 ইহুদিদের নিষ্ঠারপর্বের সময় প্রায় এসে সেচি ছিল একটি গুহা, তার প্রবেশপথে একটি পাথর রাখা গেল; নিষ্ঠারপর্বের আগে আনন্দানিক শুন্দকরণের জন্য ছিল। 39 তিনি বললেন, “পাথরটি সরিয়ে দাও।” মৃত বহু লোক গ্রামাঞ্চল থেকে জেরুশালেমে গেল। 56 তারা ব্যক্তির বোন মার্থা বললেন, “কিন্তু প্রভু, চারদিন হল সে যীশুর সন্ধান করতে লাগল এবং মন্দির চতুরে দাঁড়িয়ে সেখানে আছে। এখন সেখানে দুর্গম্ব হবে।” 40 যীশু তখন পরম্পরাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “তোমাদের কী মনে বললেন, “আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি বিশ্বাস হয়, তিনি কি পর্বে আসবেন না?” 57 কিন্তু প্রধান যাজকবর্গ করো, তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?” 41 তারা ও ফরিশীরা আদেশ জারি করেছিল যে, কেউ যদি কোথাও তখন পাথরটি সরিয়ে দিল। যীশু তারপর আকাশের দিকে যীশুর সন্ধান পায়, তাহলে যেন সেই সংবাদ জানায়, যেন দৃষ্টি দিয়ে বললেন, “পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে তারা যীশুকে গ্রেঞ্জার করতে পারে।

তোমায় ধন্যবাদ দিই। 42 আমি জানতাম, তুমি নিয়ত

আমার কথা শোনো, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে,

## 12 নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে যীশু বেখানিতে উপস্থিত চলেছিল। 18 বহু মানুষ যীশুর করা এই চিহ্নকাজের কথা

হলেন। যীশু যাকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। 19 তাই ফরিশীরা করেছিলেন, সেই লাসারের বাড়ি সেখানে ছিল। 2 সেখানে পরম্পর বলাবলি করল, “দেখো, আমরা কিছুই করতে যীশুর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পারছি না। চেয়ে দেখো, সমস্ত জগৎ কেমন তাঁর পিছনে মার্থা পরিবেশন করছিলেন, আর লাসার ভোজের আসনে ছুটে চলেছে!” 20 পর্বের সময় যারা উপাসনা করতে হেলান দিয়ে অনেকের সঙ্গে যীশুর কাছে বসেছিলেন। গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রিক ছিল। 21 তারা 3 তখন মরিয়াম আধলিটার বিশুদ্ধ বহুমূল্য জটামাংসীর গালীলের বেথসৈদার অধিবাসী ফিলিপের কাছে এসে সুগন্ধি তেল নিয়ে যীশুর চরণে দেলে দিলেন এবং তাঁর নিবেদন করল, “মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে চাই!” 22 চুল দিয়ে তাঁর পা-দুখানি মুছিয়ে দিলেন। তেলের সুগন্ধে ফিলিপ আন্দ্রিয়ের কাছে বলতে গেলেন। আন্দ্রিয় ও ফিলিপ সেই ঘর ভরে গেল। 4 কিন্তু তাঁর এক শিয় যিহুদা গিয়ে সেকথা যীশুকে জানালেন। 23 কিন্তু যীশু তাদের ইক্ষারিয়োৎ, যে পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বললেন, “মনুষ্যপুত্রের মহিমান্বিত হওয়ার মুহূর্ত এসে করেছিল, আপত্তি করল, 5 “এই সুগন্ধিদ্বয় বিক্রি করে পড়েছে। 24 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, গমের দানা সেই অর্থ দরিদ্রদের দেওয়া হল না কেন? এর মূল্য তো যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তা শুধু একটি বীজ হয়েই এক বছরের বেতনের সমান!” 6 দরিদ্রদের জন্য চিন্তা থাকে। কিন্তু যদি মরে, তাহলে বহু বীজের উৎপন্ন হয়। ছিল বলে যে সে একথা বলেছিল, তা নয়; প্রকৃতপক্ষে 25 যে মানুষ নিজের প্রাণকে ভালোবাসে, সে তা হারাবে; সে ছিল চোর। টাকার থলি তার কাছে থাকায়, সেই অর্থ কিন্তু এ জগতে যে নিজের প্রাণকে ঘৃণা করে, সে অনন্ত থেকে সে নিজের স্বার্থসন্দি করত। 7 যীশু উত্তর দিলেন, জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে। (aiōnios g166) 26 যে আমার “ওকে ছেড়ে দাও। আমার সমাধি দিনের জন্য সে এই সেবা করতে চায়, তাকে অবশ্যই আমার অনুগামী হতে সুগন্ধিদ্বয় বাঁচিয়ে রেখেছিল। 8 তোমরা তো তোমাদের হবে, যেন আমি যেখানে থাকব, আমার সেবকও সেখানে মধ্যে দরিদ্রদের সবসময়ই পাবে, কিন্তু আমাকে তোমারা থাকে। যে আমার সেবা করবে, আমার পিতা তাকে সমাদর সবসময় পাবে না।” 9 ইতিমধ্যে ইহুদি সমাজের অনেক করবেন। 27 “আমার হন্দয় এখন উৎকষ্ঠায় ভরে উঠেছে? লোক যীশু সেখানে আছেন জানতে পেরে, শুধু যীশুকে নয়, আমি কি বলব, ‘পিতা এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমাকে লাসারকেও দেখতে এল, যাঁকে যীশু মৃত্যু থেকে উত্থাপিত রক্ষা করো?’ না! সেজন্যই তো আমি এই মুহূর্ত পর্যন্ত করেছিলেন। 10 প্রধান যাজকেরা তখন লাসারকেও হত্যা এসেছি। 28 পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত করো।” তখন করার পরিকল্পনা করল, 11 কারণ তাঁর জন্য অনেক ইহুদি স্বর্গ থেকে এক বাণী উপস্থিত হল, “আমি তা মহিমান্বিত যীশুর কাছে যাচ্ছিল এবং তাঁকে বিশ্বাস করছিল। 12 করেছি এবং আবার মহিমান্বিত করব।” 29 উপস্থিতি পর্বের জন্য যে বিস্তর লোকের সমাগম ঘটেছিল, পরদিন সকলে সেই বাণী শুনে বলল, “এ বজ্রের ধ্বনি!” অন্যেরা তারা শুনতে পেল যে, যীশু জেরশালেমের পথে এগিয়ে বলল, “কোনো স্বর্গদূত এঁর সঙ্গে কথা বললেন।” 30 যীশু চলেছেন। 13 তারা খেজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সঙ্গে বললেন, “এই বাণী ছিল তোমাদের উপকারের জন্য, দেখা করতে গেল, আর উচ্চকর্ষে বলতে লাগল, “হোশানা!” আমার জন্য নয়। 31 এখন এ জগতের বিচারের সময়। “প্রভুর নামে যিনি আসছেন, তিনি ধন্য!” “ধন্য ইস্রায়েলের এ জগতের অধিপতিকে এখন তাড়িয়ে দেওয়া হবে। 32 সেই রাজাধিরাজ!“ 14 তখন একটি গর্দভশাবক দেখতে কিন্তু, যখন আমি পৃথিবী থেকে আকাশে উত্তোলিত হব, পেয়ে যীশু তার উপরে বসলেন, যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, তখন সব মানুষকে আমার দিকে আকর্ষণ করব।” 33 তিনি 15 “হে সিয়োন-কন্যা, তুমি ভীত হোয়ো না, দেখো, তোমার কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা বোঝাবার জন্য তিনি একথা রাজাধিরাজ আসছেন, গর্দভশাবকে চড়ে আসছেন।” 16 বললেন। 34 লোকেরা বলে উঠল, “আমরা বিধানশাস্ত্র তাঁর শিয়েরা প্রথমে এ সমস্ত বুঝতে পারেননি। যীশু থেকে শুনেছি যে, খ্রীষ্ট চিরকাল থাকবেন। তাহলে আপনি মহিমান্বিত হওয়ার পর তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, কী করে বলতে পারেন, ‘মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই উত্তোলিত যীশুর সম্পর্কে শাস্ত্রে উল্লিখিত ঘটনা অনুসারেই তাঁরা হতে হবে?’ এই ‘মনুষ্যপুত্র’ কে?” (aiōn g165) 35 তখন যীশু তাঁর প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন। 17 যীশু লাসারকে তাদের বললেন, “আর অল্পকালমাত্রে জ্যোতি তোমাদের সমাধি থেকে ডেকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করার সময় যে মধ্যে আছেন। অন্ধকার তোমাদের প্রাস করার আগেই সকল লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা এসব কথা প্রচার করে জ্যোতির প্রভায় তোমরা পথ চলো। যে অন্ধকারে পথ চলে,

সে জানে না, কোথায় চলেছে। 36 তোমরা যতক্ষণ জ্যোতিরি উপরেই বিশ্বাস সহচর্যে আছ, তোমরা সেই জ্যোতিরি উপরেই বিশ্বাস রেখো, যেন তোমরাও জ্যোতিরি সন্তান হতে পারো।” কথা যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। জগতে তাঁর আপনজন বলা শেষ করে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং যাঁদের তিনি প্রেম করতেন, এখন তিনি তাঁদের শেষ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রইলেন। 37 যীশু ইহুদিদের প্রেম করলেন। 2 সান্ধ্যভোজ পরিবেশন করা হচ্ছিল। সামনে এই সমস্ত চিহ্নকাজ সম্পাদন করলেন। তবুও তারা দিয়াবল ইতিমধ্যেই যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসযাতকতা করার তাঁকে বিশ্বাস করল না। 38 ভাববাদী যিশাইয়ের বাণী জন্য শিমোনের পুত্র যিহুদা ইক্সরিয়োৎকে প্ররোচিত এভাবেই সম্পূর্ণ হল: “প্রভু, আমাদের দেওয়া সংবাদ কে করেছিল। 3 যীশু জানতেন যে, পিতা সবকিছু তাঁর ক্ষমতার বিশ্বাস করেছে? কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশিত অধীন করেছেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকেই তিনি এসেছেন হয়েছে?” 39 এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, ও তিনি ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাচ্ছেন। 4 তাই তিনি ভোজ যেমন যিশাইয় অন্যত্র বলেছেন: 40 “তিনি তাদের চক্ষু থেকে উর্ধে তাঁর উপরের পোশাক খুলে কোমরে একটি দৃষ্টিহীন করেছেন, তাদের হৃদয়কে কঠিন করেছেন। তাই তোয়ালে জড়ালেন। 5 এরপর তিনি একটি গামলায় জল তারা নয়নে দেখতে পায় না, হৃদয়ে উপলক্ষি করে না, নিয়ে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে, ও তাঁর কোমরে জড়ানো অথবা ফিরে আসে না—যেন আমি তাদের সুস্থ করি।” 41 তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন। 6 তিনি শিমোন যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর মহিমা পিতরের কাছে এলে পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি দর্শন করেছিলেন ও তাঁরই কথা বলেছিলেন। 42 তবু, কি আমার পা ধুয়ে দেবেন?” 7 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি সেই একই সময়ে, নেতাদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে কী করছি তা তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ফরিশীদের ভয়ে তারা তাদের বুঝবে।” 8 পিতর বললেন, “না, আপনি কখনোই আমার বিশ্বাসের কথা স্মৃতি করতে পারল না, কারণ আশক্তা পা ধুয়ে দেবেন না।” প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, “আমি ছিল যে সমাজভবন থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হতে তোমার পা ধুয়ে না দিলে, আমার সাথে তোমার কোনো পারে; 43 কেননা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে তারা মানুষের অংশই থাকবে না।” (aiōn g165) 9 শিমোন পিতর বললেন, কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশি ভালোবাসতো। 44 যীশু “তাহলে প্রভু, শুধু আমার পা নয়, আমার হাত ও মাথাও তখন উচ্চকণ্ঠে বললেন, “কোনো মানুষ যখন আমাকে ধুয়ে দিন।” 10 যীশু উত্তর দিলেন, “যে স্নান করেছে, বিশ্বাস করে তখন সে শুধু আমাকেই নয়, যিনি আমাকে তার শুধু পা ধোয়ার প্রয়োজন, কারণ তার সমস্ত শরীরই পাঠিয়েছেন তাঁকেও বিশ্বাস করে। 45 আমাকে দেখলে শুচিষুদ্ধ। তুমি ও শুচিষুদ্ধ, তবে তোমাদের প্রত্যেকে নও।” সে তাঁকেই দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 46 এ 11 কারণ কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসযাতকতা করবে, তা তিনি জগতে আমি জ্যোতিরপে এসেছি, যেন আমাকে যে বিশ্বাস জানতেন। সেই কারণেই তিনি বললেন যে, সবাই শুচিষুদ্ধ করে, সে আর অঙ্ককারে না থাকে। 47 “যে আমার বাণী নয়। 12 তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়া শেষ হলে যীশু তাঁর শুনেও তা পালন করে না, আমি তার বিচার করি না। পোশাক পরে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁদের কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, আমি এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি তোমাদের প্রতি কী করলাম, জগৎকে উদ্বার করতে। 48 যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? 13 তোমরা আমাকে এবং আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার জন্য এক বিচারক ‘গুরুমহাশয়’ ও ‘প্রভু’ বলে থাকো এবং তা যথার্থই, কারণ আছেন। আমার বলা বাক্যই শেষের দিনে তাকে দোষী আমি সেই। 14 এখন তোমাদের প্রভু ও গুরুমহাশয় হয়েও সাব্যস্ত করবে। 49 কারণ আমি নিজের ইচ্ছানুসারে বাক্য আমি তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, সুতৰাং, তোমাদেরও প্রকাশ করিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার একে অপরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। 15 আমি তোমাদের সেই পিতাই, কী বলতে হবে বা কেমনভাবে বলতে হবে, কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি আমাকে তার নির্দেশ দিয়েছেন। 50 আমি জানি, তাঁর যা করলাম, তোমরাও তাই করো। 16 আমি তোমাদের নির্দেশ অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমার সত্য বলছি, কোনো দাস তার প্রভুর চেয়ে মহান নয়, পিতা আমাকে যা বলতে বলেছেন, আমি শুধু সেখাই কিংবা প্রেরিত ব্যক্তি তার প্রেরণকারীর চেয়ে মহান নয়।

বলি।” (aiōnios g166)

17 তোমরা যেহেতু এখন এসব জেনেছ, তা পালন করলে তোমরা ধন্য হবে। 18 “আমি তোমাদের সকলের কথা

বলছি না, কিন্তু যাদের আমি মনোনীত করেছি, তাদের পরস্পরকে প্রেম করো। আমি যেমন তোমাদের প্রেম আমি জানি। কিন্তু, 'যে আমার রঞ্জিত ভাগ করে খেয়েছে, করেছি, তোমাদেরও তেমন পরস্পরকে প্রেম করতে সে আমারই বিপক্ষে গেছে' শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হতে হবে। 35 তোমাদের এই পারস্পরিক প্রেমের দ্বারাই সব হবে। 19 'এরকম ঘটার আগেই আমি তোমাদের জানাচ্ছি, মানুষ জানতে পারবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।' 36 যখন তা ঘটবে, তোমরা যেন বিশ্বাস করতে পারো যে, শিমোন পিতার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি আমিই তিনি। 20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার কোথায় যাচ্ছেন?" যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে প্রেরিত কোনো মানুষকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই যাচ্ছি, তুমি এখন সেখানে আমার সঙ্গে আসতে পারো গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ না, কিন্তু পরে আমার সঙ্গে আসতে পারো।" 37 পিতার করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" 21 একথা বলার পর বললেন, "প্রভু, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারিনা? যীশু আত্মায় উদ্ধিট্ট হয়ে সাক্ষ্য দিলেন, "আমি তোমাদের আপনার জন্য আমি আমার প্রাণও দেব।" 38 তখন যীশু সত্যাই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে উত্তর দিলেন, "তুমি কি সত্যাই আমার জন্য প্রাণ দেবে? বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" 22 শিশ্যরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমি তোমাকে সত্যাই বলছি, মোরগ ডাকার আগেই তুমি একে অপরের দিকে তাকালেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন না আমাকে তিনবার অঙ্গীকার করবে।"

যে যীশু তাঁদের মধ্যে কার সম্পর্কে এই ইঙ্গিত করলেন।

23 তাঁদের মধ্যে এক শিষ্য, যীশু যাঁকে প্রেম করতেন,

তিনি যীশুর বুকে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। 24 শিমোন

পিতার সেই শিষ্যকে ইশারায় বললেন, "ওঁকে জিজ্ঞাসা

করো, কার সম্পর্কে তিনি একথা বলছেন।" 25 যীশুর

বুকের দিকে পিছন ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু,

সে কে?" 26 যীশু উত্তর দিলেন, "পাত্রে ডুবিয়ে রঞ্জির

টুকরোটি আমি যার হাতে তুলে দেব, সেই তা করবে।" 27

এরপর, রঞ্জির টুকরোটি ডুবিয়ে তিনি শিমোনের পুত্র

যিহুদা ইক্ষারিয়োৎকে দিলেন। 27 যিহুদা রুটি গ্রহণ করার

সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করল। যীশু তাকে

বললেন, "তুমি যা করতে উদ্যত, তা তাড়াতাড়ি করে

ফেলো।" 28 কিন্তু যাঁরা খাবার খাচ্ছিলেন তাঁদের কেউই

বুঝতে পারলেন না যে, যীশু একথা তাকে কেন বললেন।

29 যিহুদার হাতে টাকাপঞ্চাসার দায়িত্ব ছিল বলে কেউ কেউ

মনে করলেন যে, যীশু তাকে পর্বের জন্য প্রয়োজনীয়

জিনিস কেনার কথা, অথবা দরিদ্রদের কিছু দান করার

বিষয়ে বলছেন। 30 রঞ্জির টুকরোটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে

যিহুদা বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখন ঘোর অঙ্ককার।

31 যিহুদা বেরিয়ে গেলে যীশু বললেন, "এখন মনুষ্যপুত্র

মহিমান্বিত হলেন এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন।

32 ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন, তিনিও পুত্রকে

নিজের মধ্যেই মহিমান্বিত করবেন এবং তাঁকে শীঘ্ৰই

মহিমান্বিত করবেন। 33 "বৎসেরা, আমি আর কিছুকাল

তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমার সঙ্কান করবে,

আর ইহুদিদের যেমন বলেছি, এখন তোমাদেরও বলছি,

আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।

34 "আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা

**14** "তোমাদের হাদয় যেন উদ্ধিট্ট না হয়। ঈশ্বরকে বিশ্বাস

করো, আমাকেও বিশ্বাস করো। 2 আমার পিতার

গৃহে অনেক ঘর আছে, যদি না থাকত, আমি তোমাদের

বলতাম। তোমাদের জন্য আমি সেখানে স্থান প্রস্তুত করতে

যাচ্ছি। 3 আর যখন আমি সেখানে যাই ও তোমাদের জন্য

স্থানের ব্যবস্থা করি, আমি আবার ফিরে আসব এবং আমি

যেখানে থাকি, সেখানে আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের

নিয়ে যাব। 4 আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়ার পথ

তোমরা জানো।" 5 খোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি

কোথায় যাচ্ছেন, আমরা জানি না, তাহলে সেই পথ আমরা

জানব কী করেন?" 6 যীশু উত্তর দিলেন, "আমিই পথ ও

সত্য ও জীবন। আমার মাধ্যমে না এলে, কোনো মানুষই

পিতার কাছে আসতে পারে না। 7 তোমরা যদি আমাকে

প্রকৃতই জানো, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে। এখন

থেকে তোমরা তাঁকে জেনেছ এবং দেখেছ।" 8 ফিলিপ

বললেন, "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাই আমাদের

পক্ষে যথেষ্ট হবে।" 9 যীশু বললেন, "ফিলিপ, এত কাল

আমি তোমাদের মধ্যে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে চেনো

না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। তাহলে

'পিতাকে আমাদের দেখান,' একথা তুমি কী করে বলছ?

10 তোমরা কি বিশ্বাস করো না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি

এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদের যা কিছু

বলি, তা শুধু আমার নিজের কথা নয়, বরং পিতা, যিনি

আমার মধ্যে আছেন, তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করছেন।

11 তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো যে, আমি পিতার মধ্যে

আমি আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন, না হলে

অন্তত অলৌকিক সব কাজ দেখে বিশ্বাস করো। 12 আমি

তোমাদের সত্যি বলছি, আমার উপর যার বিশ্বাস আছে, হয় এবং তোমরা ভীত হোয়ো না। 28 “তোমরা আমার আমি যে কাজ করছি, সেও সেরকম কাজ করবে, এমনকি, কাছে শুনেছ, ‘আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে এর চেয়েও মহৎ সব কাজ করবে, কারণ আমি পিতার আবার ফিরে আসছি।’ তোমরা যদি আমাকে প্রেম করতে, কাছে যাচ্ছি। 13 আর আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমরা উল্লিখিত হতে, আমি তাই পূরণ করব, যেন পুত্র পিতাকে মহিমান্বিত কারণ পিতা আমার চেয়ে মহান। 29 এসব ঘটবার আগেই করেন। 14 আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তা আমি এখন তোমাদের সেসব বলে দিলাম, যেন তা ঘটলে পূরণ করব। 15 “তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। 30 আমি তোমাদের সঙ্গে তাহলে আমার সব আদেশ পালন করবে। 16 আমি পিতার আর বেশিক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিকর্তা কাছে নিবেদন করব এবং তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকার আসছে। আমার উপর তার কোনো অধিকার নেই। 31 জন্য তিনি আর এক সহায় তোমাদের দান করবেন। (aión g165) 17 তিনি সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে করি এবং পিতা আমাকে যা আদেশ করেন, আমি ঠিক পারে না। কারণ জগৎ তাঁকে দেখে না, তাঁকে জানেও তাই পালন করি। “এখন চলো, আমরা এখান থেকে যাই। না। কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের 18 সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন। 19 আমি তোমাদের অনাথ রেখে যাব না, আমি তোমাদের কাছে আসব। 20 অল্পকাল পরে জগৎ আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকবে। 21 যে আমার বলা বাক্যের দ্বারা তোমরা ইতিমধ্যেই শুচিশুদ্ধ হয়েছ। 22 তখন যিহুদা (যিহুদা ইক্সারিয়োৎ নয়) বললেন, “কিন্তু প্রভু, আপনি জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে, শুধুমাত্র আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান কেন?” 23 যীশু উত্তর দিলেন, “কেউ যদি আমাকে প্রেম করে, সে আমার বাক্য পালন করবে। আমার পিতা তাকে প্রেম করবেন। আমরা তার কাছে আসব এবং তারই সঙ্গে বাস করব। 24 যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার শিক্ষাও পালন করে না। তোমরা আমার যেসব বাণী শুনছ, তা আমার নিজের নয়, সেগুলি পিতার, যিনি আমাকে পাঠ্যরেছেন। 25 “তোমাদের মধ্যে থাকার সময়ে আমি এ সমস্ত কথা বললাম, 26 কিন্তু সেই সহায়, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন এবং তোমাদের কাছে আমার বলা সমস্ত বাক্য তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। 27 আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। জগৎ যেভাবে দেয়, আমি সেভাবে তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। 28 যে আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্ধিল্ল না

হয়। 12 আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরা **16** “আমি তোমাদের এ সমস্ত কথা বললাম, যেন তেমনই পরম্পরাকে ভালোবেসো, এই আমার আদেশ।” তোমরা বিপথে না যাও। 2 ওরা সমাজতন্ত্র থেকে 13 বন্ধুদের জন্য যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে, তার চেয়ে তোমাদের বহিক্ষার করবে; এমনকি সময় আসছে, যখন মহত্তর প্রেম আর কিছু নেই। 14 তোমরা যদি আমার তোমাদের যারা হত্যা করবে তারা ভাববে যে তারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করো, তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। 15 আমি উদ্দেশে এক নৈবেদ্য উৎসর্গ করছে। 3 ওরা পিতাকে বা তোমাদের আর দাস বলে ডাকি না, কারণ একজন প্রভু আমাকে জানে না বলেই, এই সমস্ত কাজ করবে। 4 একথা কী করেন, দাস তা জানে না। বরং, আমি তোমাদের বন্ধু আমি তোমাদের এজন্য বললাম যে, সময় উপস্থিত হলে বলে ডাকি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে আমি যা কিছু তোমরা মনে করতে পারো যে, আমি আগৈ তোমাদের জেনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি। 16 তোমরা আমাকে সর্তক করেছিলাম। আমি প্রথমে তোমাদের একথা বলিনি, মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি কারণ আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। 5 ‘যিনি এবং ফলধারণ করবার জন্য নিযুক্ত করেছি—সেই ফল আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি, অথচ যেন স্থায়ী হয়—তাতে আমার নামে পিতার কাছে তোমরা কেউই আমাকে জিজ্ঞাসা করছ না, ‘আপনি কোথায় যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা তিনি তোমাদের দান করবেন। যাচ্ছেন?’ 6 এ সমস্ত কথা আমি বলেছি বলেই তোমাদের 17 আমার আদেশ এই: তোমরা পরম্পরাকে প্রেম করো। হৃদয় দুঃখে ভরে গেছে। 7 কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই 18 “জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে মনে রেখো বলছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। আমি যে, জগৎ প্রথমে আমাকেই ঘৃণা করেছে। 19 তোমরা যদি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি জগতের হতে, তাহলে জগৎ তোমাদের তার আপনজনের গিয়ে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 8 তিনি এসে মতো ভালোবাসতো। তোমরা এ জগতের নও, বরং এ পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচার সম্বন্ধে জগৎকে অভিযুক্ত জগতের মধ্য থেকে আমি তোমাদের মনোনীত করেছি। করবেন: 9 পাপের সম্বন্ধে করবেন, কারণ মানুষ আমাকে তাই জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। 20 আমি তোমাদের বিশ্বাস করে না; 10 ধার্মিকতার সম্বন্ধে করবেন, কারণ কাছে যেসব কথা বলেছি, তা মনে রাখো: ‘কোনো দাস আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর তার প্রভুর চেয়ে মহান নয়।’ তারা যখন আমাকে তাড়না দেখতে পাবে না; 11 আর বিচার সম্বন্ধে করবেন, কারণ করেছে, তখন তোমাদেরও তাড়না করবে। তারা আমার এই জগতের অধিপতি এখন দোষী প্রমাণিত হয়েছে। 12 শিক্ষা মান্য করলে, তোমাদের শিক্ষাও মান্য করবে। 21 “তোমাদেরকে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, আমার নামের জন্য তোমাদের সঙ্গে তারা এরকম আচরণ যা এখন তোমরা সহ্য করতে পারবে না। 13 কিন্তু যখন করবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে তিনি, সেই সত্যের আত্মা আসবেন, তিনি তোমাদের জানে না। 22 আমি যদি না আসতাম এবং তাদের সঙ্গে সমস্ত সত্যের পথে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজে থেকে কিছুই কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না। কিন্তু এখন বলবেন না, তিনি যা শুনবেন, তিনি শুধু তাই বলবেন। পাপের জন্য তাদের অজুহাত দেওয়ার উপায় নেই। 23 যে আর তিনি আগামী দিনের ঘটনার কথাও তোমাদের কাছে আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24 প্রকাশ করবেন। 14 তিনি আমাকেই মহিমাবিহীন করবেন, যা কেউ করেনি, সেইসব কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না কারণ তিনি আমার কাছ থেকে যা গ্রহণ করবেন তা তিনি করতাম, তবে তাদের পাপ হত না। কিন্তু তারা এখন এসব তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। 15 যা কিছু পিতার অল্লোকিক ঘটনা নিজেদের চোখে দেখেছে। তবুও তারা অধিকারভুক্ত, তা আমারই। সেজন্যই আমি বলছি পবিত্র আমাকে, ও আমার পিতাকে ঘৃণা করেছে। 25 ‘কিন্তু তারা আত্মা আমার কাছ থেকে সেইসব গ্রহণ করে তোমাদের বিনা কারণে আমাকে ঘৃণা করেছে,’ তাদের বিধানশাস্ত্রে কাছে প্রকাশ করবেন। 16 “কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে লিখিত এই বচন সফল করার জন্যই এসব ঘটেছে। 26 আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা “যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে পাঠাব, সেই সহায় যখন আমাকে আবার দেখতে পাবে, কারণ আমি পিতার কাছে আসবেন, পিতার কাছ থেকে নির্গত সেই সত্যের আত্মা, যাচ্ছি।” 17 তখন তাঁর কয়েকজন শিষ্য পরম্পরার বলাবলি তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। 27 আর তোমরাও করলেন, “আর কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে আমার সাক্ষ্য হবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আবার সঙ্গে আছ।

যাচ্ছ,' এসব কথার মাধ্যমে তিনি কী বলতে চাইছেন?" আপন ঘরের কোণে ফিরে যাবে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ 18 তাঁরা আরও বললেন, "অল্পকাল পরে" বলতে তিনি অবহায় পরিভ্যাগ করবে। তবুও আমি নিঃসঙ্গ নই, কারণ কী বোঝাতে চেয়েছেন? আমরা তাঁর কথার মানে বুঝতে আমার পিতা আমার সঙ্গে আছেন। 33 "আমি তোমাদের পারছি না।" 19 যীশু বুঝতে পারলেন, তাঁরা এ সম্পর্কে এসব কথা জানলাম, যেন আমার মধ্যে তোমরা শাস্তি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাই তিনি বললেন, লাভ করো। এই জগতে তোমরা সংকটের সমূখীন হবে, "আর কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু সাহস করো! আমি এই জগৎকে জয় করেছি।"

কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,' আমার একথার অর্থ কি তোমরা পরম্পরের কাছে জানতে চাইছ? 20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যখন কাঁদবে ও শোক করবে, জগৎ তখন আনন্দ করবে। তোমরা শোক করবে, কিন্তু তোমাদের শোক আনন্দে রূপান্তরিত হবে। 21 সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় নারী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে, কারণ তার সময় পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সন্তানের জন্ম হলে, আনন্দে সে তার যন্ত্রণা ভুলে যায়, কারণ জগতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। 22 তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই। এখন তোমাদের শোকের সময়, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করব এবং তোমরা আনন্দ করবে। তোমাদের সেই আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। 23 সেদিন তোমরা আমার কাছে আর কিছু চাইবে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার নামে, আমার পিতার কাছে, তোমরা যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা তিনি তোমাদের দান করবেন। 24 এখনও পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কোনো কিছুই চাওনি। চাও, তোমরা পাবে এবং তখন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হবে। 25 "আমি রূপকের মাধ্যমে কথা বললেও এমন এক সময় আসছে, যখন আমি আর এমন ভাষা প্রয়োগ করব না। আমার পিতার সম্পর্কে আমি স্পষ্টভাবে কথা বলব। 26 সেদিন তোমরা আমার নামে চাইবে। আমি বলছি না যে, তোমাদের পক্ষে আমি পিতার কাছে অনুরোধ করব, 27 কিন্তু পিতা স্বয়ং তোমাদের প্রেম করেন, কারণ তোমরা আমাকে ভালোবেসেছ এবং বিশ্বাস করেছ যে, আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি। 28 এখন আমি পিতার কাছ থেকে এসে এই জগতে প্রবেশ করেছি। এখন আমি জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি।" 29 তাঁর শিশ্যেরা তখন বললেন, "এখন আপনি রূপকের সাহায্য না নিয়েই স্পষ্টভাবে কথা বলছেন। 30 এখন আমরা জানতে পারলাম যে, আপনি সবই জানেন এবং আপনাকে প্রশ্ন করার কারণে কোনো প্রয়োজন নেই। এর দ্বারাই আমরা বিশ্বাস করছি যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনি এসেছেন।" 31 যীশু উত্তর দিলেন, "অবশ্যে তোমরা বিশ্বাস করলো। 32 কিন্তু সময় আসছে, বরং এসে পড়েছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রত্যেকে আপন

17 একথা বলে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলেন, "পিতা, সময় উপস্থিত হয়েছে, তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত করো, যেন তোমার পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। 2 কারণ সব মানুষের উপর তুমি তাঁকে কর্তৃত্ব দান করেছ, যেন তুমি তাঁর হাতে যাদের অর্পণ করেছ, তিনি তাদের অনন্ত জীবন দিতে পারেন। (aiōnios g166) 3 আর এই হল অনন্ত জীবন যে, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ, সেই যীশু খ্রিস্টকে জানতে পারে। (aiōnios g166) 4 তোমার দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ করে, আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। 5 তাই এখন পিতা, জগৎ সৃষ্টির আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার সান্নিধ্যে আমাকে সেই মহিমায় ভূষিত করো। 6 "এই জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমায় দিয়েছিলে, তাদের কাছে আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার বাক্য পালন করেছে। 7 এখন তারা জানে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ, তা তোমারই দেওয়া। 8 আমাকে দেওয়া তোমার সব বাণী আমি তাদের দান করেছি। তারা তা গ্রহণ করেছে। তারা সত্যিই জানে যে, আমি তোমারই কাছ থেকে এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করেছে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। 9 তাদেরই জন্য আমি নিবেদন করছি। আমি জগতের জন্য নিবেদন করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য করছি, কারণ তারা তোমারই। 10 আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, আর তোমার সবকিছুই আমার। তাদেরই মধ্যে আমি মহিমান্বিত হয়েছি। 11 আমি জগতে আর থাকব না, কিন্তু ওরা এখনও জগতে আছে। আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তাদের রক্ষা করো। আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনই এক হতে পারে। 12 তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে নিরাপদে রেখেছি। তাদের মধ্যে আর কেউই বিনষ্ট হয়নি কেবলমাত্র সেই বিনাশ-সন্তান ছাড়া, যেন শান্ত্রিবাক্য পূর্ণ হয়। 13 "আমি

এখন তোমার কাছে আসছি, কিন্তু জগতে থাকার সময়েই হতেন। 3 তাই যিহুদা সৈন্যদল, প্রধান যাজকদের ও আমি এ সমস্ত বিষয়ে বলছি, যেন আমার আনন্দ তাদের ফরিশীদের প্রেরিত কিছু কর্মচারীকে পথ দেখিয়ে সেই হৃদয়ে সম্পূর্ণ হয়। 4 তোমার বাণী তাদের কাছে আমি বাগানে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে ছিল মশাল, লণ্ঠন এবং প্রকাশ করেছি, কিন্তু জগৎ তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ অন্তর্শস্ত্র। 5 তাঁর প্রতি যা কিছু ঘটতে চলেছে জানতে পেরে, তারা আর জগতের নয়, যেমন আমি জগতের নই। 15 যীশু এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা আমি এই নিবেদন করছি না যে তুমি তাদের জগৎ থেকে কাকে খুঁজছ?” 5 তারা উত্তর দিল, “নাসরতের যীশুকে।” নিয়ে নাও কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে তাদের রক্ষা করো। যীশু বললেন, “আমিই তিনি।” বিশ্বাসঘাতক যিহুদাও 16 তারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। 17 তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। 6 “আমিই তিনি,” যীশুর এই সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করো, তোমার বাক্যই কথা শুনে তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 7 সত্য। 18 তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছ, আমিও তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কাকে তেমনই তাদের জগতে পাঠাচ্ছি। 19 তাদেরই জন্য আমি চাও?” তারা বলল, “নাসরতের যীশুকে।” 8 যীশু উত্তর নিজেকে পবিত্র করি, যেন তারাও সত্যের দ্বারা পবিত্র দিলেন, “আমি তো তোমাদের বললাম, আমিই তিনি। হতে পারে। 20 “শুধু তাদেরই জন্য আমি নিবেদন করছি যদি তোমরা আমারই সন্ধান করছ, তাহলে এদের যেতে না। তাদের বাক্য প্রচারের মাধ্যমে যারা আমাকে বিশ্বাস দাও।” 9 এরকম ঘটল, যেন তিনি যে কথা বলেছিলেন, করবে, আমি তাদের জন্যও নিবেদন করছি, যেন তারাও তা পূর্ণ হয়, “যাদের তুমি আমাকে দান করেছ, তাদের সকলে এক হয়। 21 যেমন পিতা, তুমি আমার মধ্যে একজনকেও আমি হারাইনি।” 10 তখন শিমোন পিতর এবং আমি তোমার মধ্যে আছি, যেন তারাও আমাদের তার তরোয়াল বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত মধ্যে এক হয়, যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে করলেন এবং তার ডানদিকের কান কেটে ফেললেন। সেই পাঠিয়েছ। 22 তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছিলে, তাদের দাসের নাম ছিল মল্ক। 11 যীশু পিতরকে আদেশ দিলেন, আমি তা দিয়েছি, যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা “তোমার তরোয়াল কোষে রেখে দাও। পিতা আমাকে যে এক। 23 আমি তাদের মধ্যে এবং তুমি আমার মধ্যে পানপাত্র দিয়েছেন, আমি কি তা থেকে পান করব না?” 12 আছ। তারা যেন সম্পূর্ণ এক হয় এবং জগৎ যেন জানতে তখন সৈন্যদল, সেনাপতি এবং ইহুদি কর্মচারীরা যীশুকে পারে যে, তুমই আমাকে পাঠিয়েছ এবং তুমি যেমন গ্রেপ্ত করে বেঁধে ফেলল। 13 প্রথমে তারা তাঁকে হাননের আমাকে ভালোবেসেছ, তেমনই তাদেরও ভালোবেসেছ। কাছে নিয়ে এল। তিনি ছিলেন সেই বছরের মহাযাজক, 24 “পিতা, তুমি যাদের আমাকে দিয়েছ, আমি চাই, আমি কায়াফার শুশ্রূ। 14 এই কায়াফাই ইহুদিদের পরামর্শ যেখানে থাকি, তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে দিয়েছিলেন যে, সমগ্র জাতির জন্য বরং একজনের মৃত্যুই এবং তারাও যেন সেই মহিমা দেখতে পায় যে মহিমা তুমি ভালো। 15 শিমোন পিতর এবং আর এক শিষ্য যীশুকে আমাকে দিয়েছ, কারণ জগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই তুমি অনুসরণ করছিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত আমাকে ভালোবেসেছ। 25 “ধর্ময় পিতা, জগৎ তোমাকে ছিলেন। তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের উঠানে প্রবেশ না জানলেও আমি তোমাকে জানি, আর তারা জানে যে, করলেন। 16 কিন্তু পিতরকে দরজার বাইরে অপেক্ষা তুমই আমাকে পাঠিয়েছ। 26 তোমাকে আমি তাদের করতে হল। মহাযাজকের পরিচিত অপর শিষ্যটি ফিরে কাছে প্রকাশ করেছি এবং তা প্রকাশ করতেই থাকব, যেন এলেন এবং সেখানে কর্তব্যরত দাসীকে বলে পিতরকে আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং ভিতরে নিয়ে গেলেন। 17 দ্বাররক্ষী সেই দাসী পিতরকে আমি স্বয়ং যেন তাদের মধ্যে থাকি।”

জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি তাঁর শিষ্যদেরই একজন নও?”

**18** প্রার্থনা শেষ করে যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই স্থান তিনি উত্তর দিলেন, “না, আমি নই।” 18 তখন ছিল শীতকাল। নিজেদের উষ্ণ করার জন্য পরিচারক এবং ত্যাগ করলেন এবং কিন্দোগ উপত্যকা পার হয়ে কর্মচারীরা আগুন ঝালিয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়েছিল। যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা সেখানে প্রবেশ করলেন। 2 যিহুদা, যে তাঁর সঙ্গে পিতরও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাছিলেন। 19 বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই স্থানটি সম্ভবে জানত, মহাযাজক ইতিমধ্যে যীশুকে তাঁর শিষ্যদের এবং তাঁর কারণ যীশু প্রায়ই সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত শিক্ষক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। 20 যীশু উত্তর দিলেন, “জগতের সামনে আমি প্রকাশ্যে প্রচার করেছি।

ইহুদিরা সকলে যেখানে সমবেত হয়, সেই সমাজভবনে, রাজ্য এ জগতের নয়। তা যদি হত, ইহুদিদের দ্বারা আমার অথবা মন্দিরে, আমি সবসময়ই শিক্ষা দিয়েছি, গোপনে প্রেঙ্গার আটকানোর জন্য আমার অনুচরণ প্রাণপণ সংগ্রাম কিছুই বলেনি। 21 আমাকে প্রশ্ন করছ কেন? আমার করত। কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।” 37 পীলাত শিক্ষা যারা শুনেছে, তাদের জিজ্ঞাসা করো। আমি যা বললেন, “তাহলে, তুমি তো একজন রাজাই!” যীশু উত্তর বলেছি, তারা নিশ্চয়ই তা জানে।” 22 যীশুর একথা শুনে দিলেন, “তুমি সংগত কথাই বলছ যে, আমি একজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক কর্মচারী তাঁর মুখে চড় রাজা। প্রকৃতপক্ষে, এজনই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আর মারল। সে বলল, “মহাযাজকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কি এই কারণেই, সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আমি জগতে এই রীতি?” 23 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যদি অন্যায় এসেছি। যে সত্যের পক্ষে, সে আমার কথা শোনে।” 38 কিছু বলে থাকি, তাহলে সেই অন্যায়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, “সত্য কী?” একথা বলে তিনি দাও। কিন্তু যদি আমি সত্যিকথা বলে থাকি, তাহলে তুমি বাইরে ইহুদিদের কাছে আবার গেলেন। তিনি বললেন, আমাকে কেন আঘাত করলে?” 24 হানন তখনই তাঁকে “ওকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো কারণই আমি খুঁজে বাঁধন সমেত মহাযাজক কায়াফার কাছে পাঠালেন। 25 পাছিছ না। 39 কিন্তু তোমাদের প্রথা অনুসারে নিষ্ঠারপর্বের শিমোন পিতর যখন দাঁড়িয়ে আগুন পোহাছিলেন, একজন সময় একজন বন্দিকে আমি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি তাঁর শিষ্যদের একজন থাকি। তোমরা কি চাও যে, ‘ইহুদিদের রাজাকে’ আমি নও?” তিনি অস্থীকার করলেন, বললেন, “আমি নই।” 26 তোমাদের জন্য মুক্ত করে দিই? 40 তারা চি�ৎকার করে মহাযাজকের দাসদের মধ্যে একজন, পিতর যার কান উঠল, “না, ওকে নয়! বারাব্বাকে আমাদের দিন।” সেই কেটে দিয়েছিলেন, তার এক আত্মীয় দৃঢ়তর সঙ্গে বলল, বারাব্বা এক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।

“আমি কি বাগানে তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখিনি?” 27 পিতর আবার সেকথা অস্থীকার করলেন, আর সেই মুহূর্তে একটি মোরগ ডাকতে শুরু করল। 28 পরে ইহুদি নেতারা যীশুকে কায়াফার কাছ থেকে নিয়ে রোমায় প্রদেশপালের প্রাসাদে গেল। তখন ভোর হয়ে আসছিল। ইহুদি নেতারা নিজেদের কল্যাণিত করতে চায়নি। তারা যেন নিষ্ঠারপর্বের ভোজ গ্রহণ করতে পারে, এজন্য তারা প্রাসাদে প্রবেশ করল না। 29 তাই পীলাত তাদের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “এই মানুষটির বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী?” 30 তারা উত্তর দিল, “সে অপরাধী না হলে, আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।” 31 পীলাত বললেন, “তোমরা নিজেরাই ওকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের নিজস্ব বিধান অনুসারে ওর বিচার করো।” ইহুদিরা আপত্তি জানিয়ে বলল, “কিন্তু কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।” 32 তাঁর কীভাবে মৃত্যু হবে, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে যীশু যে কথা বলেছিলেন, তা সফল হয়ে ওঠার জন্যই এরকম ঘটল। 33 পীলাত তখন প্রাসাদের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে যীশুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমই কি ইহুদিদের রাজা?” 34 উত্তরে যীশু বললেন, “এ কি তোমার নিজের ধারণা, না অন্যেরা আমার সম্পর্কে তোমাকে বলেছে?” 35 পীলাত উত্তর দিলেন, “আমি কি ইহুদি? তোমারই স্বজ্ঞাতিয়েরা এবং প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। কী করেছ তুমি?” 36 যীশু বললেন, “আমার

**19** পীলাত তখন যীশুকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করালেন। 2 সৈন্যরা একটি কাঁটার মুকুট তৈরি করে তাঁর মাথায় পরালো। তারা তাঁকে বেগুনি রংয়ের পোশাক পরিয়ে দিল। 3 বারবার তাঁর কাছে গিয়ে তারা বলতে লাগল, “ইহুদি-রাজ নমস্কার।” আর তাঁর মুখে তারা চড় মারতে লাগল। 4 পীলাত আর একবার বাইরে এসে ইহুদিদের বললেন, “দেখো, ওকে অভিযুক্ত করার মতো আমি কোনো অপরাধ খুঁজে পাইনি, একথা জানানোর জন্য ওকে আমি তোমাদের কাছে বের করে নিয়ে এসেছি।” 5 কাঁটার মুকুট এবং বেগুনি পোশাক পরে যীশু বেরিয়ে এলে পীলাত তাদের বললেন, “এই দেখো, সেই ব্যক্তি!” 6 প্রধান যাজকবৃন্দ ও তাদের কর্মচারীরা তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিংকার করে উঠল, “ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।” পীলাত বললেন, “তোমরাই ওকে নিয়ে ক্রুশে দাও। যদি আমার কথা বলো, ওকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো অপরাধ আমি পাইনি।” 7 ইহুদিরা জোর করতে লাগল, “আমাদের একটি বিধান আছে এবং সেই বিধান অনুসারে লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে, কারণ সে নিজেকে দ্বিশ্রেণের পুত্র বলে দাবি করেছে।” 8 একথা শুনে পীলাত আরও বেশি ভীত হয়ে পড়লেন 9 এবং প্রাসাদের ভিতরে ফিরে গিয়ে তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোথা থেকে এসেছ?” কিন্তু যীশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। 10 পীলাত বললেন, “তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও

না? তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমাকে মুক্তি দেওয়ার “আমার পোশাক তারা তাদের মধ্যে ভাগ করে নিল, আর বা ক্রুশবিদ্ব করার ক্ষমতা আমার আছে?” 11 যীশু উত্তর আমার আচ্ছাদনের জন্য গুটিকাপাতের দান ফেলল।” দিলেন, “ইশ্শের তোমাকে এ ক্ষমতা না দিলে আমার উপর সুতরাং, সৈন্যরা তাই করল। 25 যীশুর ক্রুশের কাছেই তোমার কোনো অধিকার থাকত না, তাই যে আমাকে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মা, তাঁর মাসিমা, ক্লোপার স্তৰি মরিয়ম তোমার হাতে সমর্পণ করেছে, তার অপরাধ আরও বেশি।” এবং মাদ্দলাবাসী মরিয়ম। 26 যীশু সেখানে তাঁর মা এবং 12 সেই সময় থেকে পীলাত যীশুকে মুক্ত করার চেষ্টা কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা শিয়্যকে, যাঁকে তিনি প্রেম করতেন, করলেন, কিন্তু ইহুদিরা চি�ৎকার করে বলতে লাগল, “এই তাঁকে দেখে, তাঁর মাকে বললেন, “নারী, ওই দেখো, লোকটিকে মুক্তি দিলে আপনি কৈসেরের বন্ধু নন। যে তোমার পুত্র।” 27 এবং সেই শিয়্যকে বললেন, “ওই দেখো, নিজেকে রাজা বলে দাবি করে, সে কৈসেরের বিরুদ্ধাচরণ তোমার মা।” সেই সময় থেকে, সেই শিয়্য তাঁর মাকে করে।” 13 একথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। 28 এরপর, সবকিছুই সম্পূর্ণ এবং পাখাণ-বেদি নামে পরিচিত এক স্থানে বিচারের হয়েছে জেনে, শাস্ত্রের বচন যেন পূর্ণ হয় সেইজন্য যীশু আসনে বসলেন (অরামীয় ভাষায় স্থানটির নাম, গরথা)। বললেন, “আমার পিপাসা পেয়েছে।” 29 সেখানে রাখা 14 সেদিন ছিল নিষ্ঠারপর্বের প্রস্তুতির দিন। তখন প্রায় ছিল এক পাত্র অশ্বরস। তারা সেই অশ্বরসে এক টুকরো দুপুর। “এই দেখো, তোমাদের রাজা,” পীলাত ইহুদিদের স্পঞ্জ ভিজিয়ে, সেটিকে এসোব গাছের ডাঁটায় লাগিয়ে বললেন। 15 কিন্তু তারা চি�ৎকার করে উঠল, “ওকে দূর যীশুর মুখের কাছে তুলে ধরল। 30 সেই পানীয় গ্রহণ করে করুন, দূর করুন, ওকে ক্রুশে দিন।” পীলাত জিজাসা যীশু বললেন, “সমাপ্ত হল।” এই কথা বলে তিনি তাঁর মাথা করলেন, “তোমাদের রাজাকে কি আমি ক্রুশে দেব?” প্রধান নত করে তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। 31 সেদিন ছিল যাজকেরা উত্তর দিলেন, “কৈসের ছাড়া আমাদের আর প্রস্তুতির দিন এবং পরদিন ছিল বিশেষ এক বিশ্বামদিন। কোনও রাজা নেই।” 16 অবশ্যে পীলাত যীশুকে ক্রুশবিদ্ব ইহুদিরা চায়নি যে বিশ্বামদিনের সময় ওই দেহগুলি ক্রুশের করার জন্য তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তখন সৈন্যরা উপর থাকে, তাই পা ভেঙে দিয়ে দেহগুলি ক্রুশের উপর যীশুর দায়িত্ব গ্রহণ করল। 17 যীশু নিজের ক্রুশ বহন করে থেকে নামাবার জন্য তারা পীলাতকে অনুরোধ করল। করোটি নামক স্থানে গেলেন (অরামীয় ভাষায় স্থানটির নাম 32 সৈন্যরা সেই কারণে এসে যীশুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ব প্রথম গলগথা)। 18 তারা সেখানে অন্য দুজনের সঙ্গে তাঁকে ব্যক্তির এবং তারপর অন্য ব্যক্তির পা ভেঙে দিল। 33 ক্রুশার্পিত করল। দুই পাশে দুজন এবং মাঝখানে যীশু। কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু 19 একটি বিজ্ঞপ্তি লিখিয়ে পীলাত ক্রুশে বুলিয়ে দিলেন। হয়েছে, তাই তারা তাঁর পা ভাঙল না। 34 বরং, সৈন্যদের তাতে লেখা ছিল: নাসরতের যীশু, ইহুদিদের রাজা। 20 একজন বর্ষা দিয়ে যীশুর বুকে বিদ্ব করলে রক্ত ও জলের যীশুকে যেখানে ক্রুশবিদ্ব করা হয়েছিল, সেই স্থানটি ছিল ধারা নেমে এল। 35 যে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, সেই নগরের কাছেই। অনেক ইহুদি এই বিজ্ঞপ্তি পড়ল। সাক্ষ্যদান করেছে এবং তার সাক্ষ্য সত্য। সে জানে যে, এটি লেখা হয়েছিল অরামীয়, লাতিন ও গ্রিক ভাষায়। সে সত্য কথা বলেছে এবং সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যেন তোমরাও 21 ইহুদিদের প্রধান যাজকেরা পীলাতের কাছে প্রতিবাদ বিশ্বাস করতে পারো। 36 শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হওয়ার জন্য জানাল, “ইহুদিদের রাজা,” একথা লিখিবেন না, বরং এই সমস্ত ঘটল, “তাঁর একটিও হাড় ভাঙ্গ হবে না” এবং লিখুন যে এই লোকটি নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলে 37 শাস্ত্রের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে, “তারা যাঁকে বিদ্ব দাবি করেছিল।” 22 পীলাত উত্তর দিলেন, “আমি যা করেছে, তাঁরই উপরে দৃষ্টি নিবন্ধ করবে তারা।” 38 লিখিছি, তা লিখেছি।” 23 সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ব করার পরে, আরিমাথিয়ার যোমেফ যীশুর দেহের জন্য পীলাতের পর তাঁর পোশাক চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে একটি কাছে নিবেদন জানালেন। যোমেফ ছিলেন যীশুর একজন করে অংশ নিল। রইল শুধু অন্তর্বাসটি। সেই পোশাকে শিয়, কিন্তু ইহুদি নেতাদের ভয়ে তাঁকে গোপনে অনুসরণ কোনো সেলাই ছিল না, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোনা করতেন। পীলাতের অনুমতি নিয়ে, তিনি এসে যীশুর একটি অখণ্ড কাপড়ে সেটি তৈরি করা হয়েছিল। 24 তারা দেহ নিয়ে গেলেন। 39 তার সঙ্গে ছিলেন নীকদীম, যিনি পরস্পরকে বলল, “এটা আমরা ছিড়ব না, এসো, এটা কার রাত্রিবেলা যীশুর সঙ্গে পূর্বে সাক্ষ্যৎ করতে গিয়েছিলেন। ভাগে পড়ে, তা নির্ধারণ করার জন্য গুটিকাপাত করি।” নীকদীম প্রায় চৌত্রিশ কিলোগ্রাম গন্ধরস মিশ্রিত অগুরু শাস্ত্রের এই বাণী যেন পূর্ণ হয় তাঁর জন্য এ ঘটনা ঘটল: নিয়ে এলেন। 40 যীশুর দেহ নিয়ে তারা দুজনে সুগন্ধি

মশলা মাথিয়ে লিনেন কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়ালেন। করছ?” তাঁকে বাগানের মালি মনে করে মরিয়ম বললেন, ইহুদিদের সমাধিদানের প্রথা অনুসারে তারা এ কাজ “মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমাকে করলেন। 41 যীশু যেখানে ক্রুশবিন্দ হয়েছিলেন, সেখানে বলুন, কোথায় তাঁকে রেখেছেন, আমি তাঁকে নিয়ে যাব।” একটি বাগান ছিল। সেই বাগানে ছিল একটি নতুন সমাধি, 16 যীশু তাঁকে বললেন, “মরিয়ম!” তাঁর দিকে ঘুরে তিনি কাউকে কখনও তার মধ্যে কবর দেওয়া হয়নি। 42 সেদিন ত্রিকার করে উঠলেন, “রববুনি!” (শব্দটি অরামীয়, যার ছিল ইহুদিদের প্রস্তুতির দিন এবং সমাধিটি কাছেই ছিল অর্থ, “গুরমহাশয়”)। 17 যীশু তাঁকে বললেন, “আমাকে বলে তারা সেখানেই যীশুর দেহ শুইয়ে রাখলেন।

ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও পিতার কাছে ফিরে যাইনি।

বরং, আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাঁদের বলো, ‘যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ঈশ্বর এবং তোমাদের ঈশ্বর, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি।’’ 18

থাকতেই, মাগ্দালাবাসী মরিয়ম সমাধির কাছে গিয়ে দেখলেন যে, প্রবেশমুখ থেকে পাথরটিকে সরানো হয়েছে। 2 তাই তিনি শিমোন পিতর এবং সেই অন্য শিয়, যীশু যাঁকে প্রেম করতেন, তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, “ওরা সমাধি থেকে প্রভুকে নিয়ে গেছে, ওরা তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না!” 3 তাই পিতর এবং সেই অন্য শিয় সমাধিস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 4 তাঁরা দুজনেই ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্য শিয়টি পিতরকে অতিক্রম করে প্রথমে সমাধির কাছে পৌঁছালেন। 5 তিনি নত হয়ে ভিতরে পড়ে থাকা লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি দেখতে পেলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। 6 তাঁর পিছনে পিছনে শিমোন পিতর উপস্থিত হয়ে সমাধির ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি 7 এবং যীশুর মাথার চারপাশে যে সমাধিবন্ধ জড়ানো ছিল, সেগুলি সেখানে পড়ে আছে। সমাধিবন্ধটি লিনেন কাপড় থেকে পৃথকভাবে গুটানো অবস্থায় রাখা ছিল। 8 অবশ্যে, অপর যে শিয়টি প্রথমে সমাধিতে পৌঁছেছিলেন, তিনি ও ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। 9 (তখনও তাঁরা শাস্ত্রের বাসী উপলব্ধি করতে পারেননি যে, যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুদ্ধিত হতে হবে।) 10 এরপর শিয়েরা তাঁদের ঘরে ফিরে গেলেন। 11 কিন্তু মরিয়ম সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে সমাধির ভিতরে দেখার জন্য তিনি নিচু হলেন। 12 যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল, সেখানে তিনি সাদা পোশাক পরে দুজন স্বর্গদূতকে দেখতে পেলেন, একজন মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে বসে আছেন। 13 তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন?” তিনি বললেন, “ওরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমি জানি না।” 14 এই বলে পিছনে ফিরতেই তিনি যীশুকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, মরিয়ম তা বুবাতে পারলেন না। 15 যীশু তাঁকে বললেন, “নারী, তুমি কাঁদছ কেন? কার সন্ধান

যীশু তাঁকে বললেন, “ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও পিতার কাছে ফিরে যাইনি।

বরং, আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাঁদের বলো, ‘যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ঈশ্বর এবং তোমাদের ঈশ্বর, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি।’’ 18

মাগ্দালাবাসী মরিয়ম শিয়েরার কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলেন, “আমি প্রভুকে দেখেছি!” আর যে সমস্ত বিষয়ের কথা যীশু তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁদের সেসব কথা বললেন। 19 সঙ্গারের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হলে, শিয়েরা ইহুদিদের ভয়ে দরজা বন্ধ করে একত্র হয়েছিলেন। সেই সময় যীশু তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, “তোমাদের শাস্তি হোক।” 20 একথা বলার পর তিনি তাঁর দু-হাত ও বুকের পাঁজর তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিয়েরা আনন্দিত হয়ে উঠলেন। 21 যীশু আবার বললেন, “তোমাদের শাস্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি ও তেমন তোমাদের পাঠাচ্ছি।” 22 একথা বলে তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন, “পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করো।” 23 তোমরা যাদের পাপ ক্ষমা করবে, তাদের ক্ষমা হবে, যাদের ক্ষমা করবে না, তাদের ক্ষমা হবে না।” 24 যীশু যখন এসেছিলেন, তখন বারোজন শিয়ের অন্যতম, দিদুমঃ নামে আখ্যাত থোমা সেখানে ছিলেন না। 25 তাই অন্য শিয়েরা তাঁকে বললেন, “আমরা প্রভুকে দেখেছি।” কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, “আমি যতক্ষণ না তাঁর হাতে পেরেকের চিহ্ন দেখছি এবং যেখানে পেরেকের চিহ্ন ছিল, সেখানে আঙুল রাখছি, আর তাঁর বুকের পাশে আমার হাত রাখছি, ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করব না।” 26 এক সঙ্গাহ পরে শিয়েরা আবার ঘরের মধ্যে ছিলেন। থোমা তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। দরজা বন্ধ করা থাকলেও যীশু এসে তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমাদের শাস্তি হোক!” 27 তারপর তিনি থোমাকে বললেন, “এখানে তোমার আঙুল রাখো। আমার হাত দুটি দেখো। তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমার বুকের পাশে রাখো। সন্দেহ কোরো না ও বিশ্বাস করো।” 28 থোমা তাঁকে বললেন, “প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!” 29 যীশু তখন তাঁকে বললেন, “তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ, কিন্তু ধন্য তারা, যারা আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করেছে।” 30 যীশু

শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্নকাজ করেছিলেন, পিতরকে বললেন, “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি সে সমস্ত এই বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি। 31 কিন্তু এ সমস্ত আমাকে এদের চেয়েও বেশি প্রেম করো?” তিনি বললেন, এজন্য লিখে রাখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস করো যে, “হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” যীশুই মশীহ, স্টশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর যীশু তাঁকে বললেন, “আমার মেষশাবকদের চৰাও।” 16 নামে জীবন লাভ করো।

## 21 পরে, টাইবেরিয়াস সাগরের তীরে যীশু শিষ্যদের

সামনে আবার আবির্ভূত হলেন। এভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন: 2 শিমোন পিতর, থোমা (দিদুমঃ নামে আখ্যাত), গালীলের কানা নগরের নথনেল, সিবদিয়ের দুই পুত্র এবং অন্য দুজন শিষ্য সমবেত হয়েছিলেন। 3 শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, “আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।” তাঁরা বললেন, “আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।” তাই তাঁরা বের হয়ে নৌকায় উঠলেন, কিন্তু সেই রাত্রে তাঁরা কিছুই ধরতে পারলেন না। 4 তোরবেলা যীশু তীরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু শিষ্যেরা বুৰতে পারলেন না যে, তিনিই যীশু। 5 যীশু তাঁদের বললেন, “বৎসেরা, তোমাদের কাছে কি কোনো মাছ নেই?” তাঁরা উন্নত দিলেন, “না।” 6 তিনি বললেন, “নৌকার ডানদিকে তোমাদের জাল ফেলো, পাবে।” তাঁর নির্দেশমতো জাল ফেললে এত অসংখ্য মাছ ধরা পড়ল যে, তাঁরা জাল টেনে তুলতে পারলেন না। 7 তখন যীশুর সেই শিষ্য, যাঁকে তিনি প্রেম করতেন, তিনি পিতরকে বললেন, “উনি প্রভু!” যেই না শিমোন পিতর শুনলেন যে “উনি প্রভু,” তিনি তাঁর উপরের পোশাক শরীরে জড়িয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন (কারণ তিনি তা খুলে রেখেছিলেন)। 8 অন্য শিষ্যেরা মাছ ভর্তি সেই জাল টানতে টানতে নৌকায় করে এলেন, কারণ তাঁরা তীর থেকে খুব একটি দূরে ছিলেন না, নবই মিটার মাত্র দূরে ছিলেন। 9 তীরে নেমে তাঁরা দেখলেন, কয়লার আগুন জ্বলছে এবং তাঁর উপরে মাছ ও কিছু রুটি রাখা আছে। 10 যীশু তাঁদের বললেন, “এইমাত্র যে মাছ তোমরা ধরেছ, তা থেকে কিছু নিয়ে এসো।” 11 শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটিকে টেনে তীরে নিয়ে এলেন। সেটি একশো তিলান্টি বড়ো মাছে ভর্তি ছিল, কিন্তু অত মাছেও জাল ছিঁড়ল না। 12 যীশু তাঁদের বললেন, “এসো, খেয়ে নাও।” একজন শিষ্যও সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, “আপনি কে,” কারণ তাঁরা জানতেন, তিনিই প্রভু। 13 যীশু এসে রুটি নিয়ে তাঁদের দিলেন, সেভাবে মাছও দিলেন। 14 মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুদ্ধানের পর শিষ্যদের কাছে যীশুর এই ছিল তৃতীয় আবির্ভাব। 15 খাবার শেষে যীশু শিমোন

যীশু দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম করো?” তিনি তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, প্রভু। আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” 16 যীশু তাঁকে বললেন, “আমার মেষদের যত্ন করো।” 17 তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, “যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম করো?” পিতর দুঃখিত হলেন, কারণ তৃতীয়বার যীশু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি আমাকে প্রেম করো?” তখন তিনি তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” 18 যীশু বললেন, “আমার মেষদের চৰাও।” 18 আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে তখন নিজেই নিজের পোশাক পরতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে, কিন্তু বৃদ্ধ হলে তুমি তোমার হাত দুটিকে বাড়িয়ে দেবে, আর অন্য কেউ তোমাকে পোশাক পরিয়ে দেবে এবং যেখানে যেতে চাও না, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।” 19 একথার দ্বারা যীশু ইঙ্গিত দিলেন পিতর কিভাবে মৃত্যবরণ করে স্টশ্বরের গৌরব করবেন। এরপর তিনি তাঁকে বললেন, “আমাকে অনুসরণ করো।” 20 পিতর ফিরে দেখলেন, যে শিষ্যকে যীশু প্রেম করতেন, তিনি তাঁদের অনুসরণ করছেন (ইনিই সেই শিষ্য, যিনি সান্ধ্যভোজের সময় যীশুর বুকের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “প্রভু, কে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?”) 21 পিতর তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, ওর কী হবে?” 22 যীশু উন্নত দিলেন, “আমি যদি চাই যে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে, তাতে তোমার কী? তুমি শুধু আমাকে অনুসরণ করো।” 23 এই কারণে শিষ্যদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না, যদিও যীশু বলেননি যে তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি শুধু বলেছিলেন, “আমি যদি চাই যে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে, তাতে তোমার কী?” 24 সেই শিষ্যই এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তিনিই এ সমস্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা জানি যে, তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। 25 যীশু আরও অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলির প্রত্যেকটি যদি এক এক করে লেখা হত, আমার মনে হয়, এত বই লেখা হত যে, সমগ্র বিশ্বেও সেগুলির জন্য স্থান যথেষ্ট হত না।





আর আমি দেখলাম, পবিত্র নগরী, সেই নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। সে তার  
বরের জন্য সুন্দর কনের বেশে সজ্জিত হয়েছিল। আর আমি সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রূপ শুণতে পেলাম, তা  
বলছিল, “দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে  
এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন।

প্রকাশিত বাক্য 21:2-3

# প্রকাশিত বাক্য

নাম ঈশ্বরের বাক্য। 14 স্বর্গের সৈন্যরা তাঁকে অনুসরণ করল যিনি সাদা ও পরিষ্কার মিহি মসিনার পোশাক পরে গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। তারা বলছিল: হচ্ছিল এক ধারালো তরোয়াল, যা দিয়ে তিনি সব জাতিকে “হাল্লেলুইয়া! পরিআণ ও মহিমা ও প্রাক্ত্রম আমাদের ধরাশায়ী করেন।” তিনি লোহার রাজদণ্ড নিয়ে তাদের ঈশ্বরেরই, 2 কারণ তাঁর বিচারাদেশ সব যথার্থ ও শাসন করবেন।” তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্ষেত্রের ন্যায়সংগত। যে মহাবেশ্যা অবৈধ সহবাসের দ্বারা পৃথিবীকে পেষণকুণ্ডের দ্রাক্ষা দলন করেন। 16 তাঁর পোশাকে ও কল্পিত করেছিল, তিনি তার বিচার করেছেন। তিনি তাঁর তাঁর উরতে তাঁর এই নাম লেখা আছে: রাজাদের রাজা ও দাসদের রক্তের প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নিয়েছেন।” প্রভুদের প্রভু। 17 আর আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদৃত 3 তারা আবার চিংকার করে উঠল: “হাল্লেলুইয়া! তার সুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মধ্যাকাশে উড়ত সব দোঁয়া যুগে যুগে চিরকাল উপরে উঠে যাবে।” (াইন g165) 4 পাখিকে উচ্চকর্ত্ত্বে ডেকে বললেন, “তোমরা এসো, ঈশ্বরের সেই চৰিশজন প্রাচীন ও চারজন জীবন্ত প্রাণী নত হয়ে মহাভোজে সকলে একত্র হও, 18 যেন তোমরা রাজাদের প্রণাম করে সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। মাংস, সৈন্যাধ্যক্ষদের মাংস, শক্তিশালী লোকদের মাংস, তাঁরা উচ্চকর্ত্ত্বে বললেন, “আমেন, হাল্লেলুইয়া!” 5 তখন ঘোড়া ও তাদের আরোহীর মাংস, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, সিংহাসন থেকে এক কর্তৃত্ব শোনা গোল, “ঈশ্বরের দাসেরা, সামান্য বা মহান—সকলের মাংস থেকে পারো।” 19 তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভয় করো, সামান্য কি মহান তোমরা তারপর আমি দেখলাম, ওই সাদা ঘোড়ার আরোহী ও তাঁর সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্বত্বগান করো।” 6 তারপর সৈন্যদলের বিরক্তে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর আমি এক বিপুল জনসমষ্টির রব, প্রবহমান মহা জলপ্রোত রাজারা ও তাদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত হল। 20 কিন্তু ও প্রবল বজ্রপাতের মতো ধ্বনি শুনতে পেলাম। সেই সেই পশু বন্দি হল ও তার সঙ্গে যে ভুগ তাবাদী তার ধ্বনিতে ঘোঘা করা হচ্ছিল: “হাল্লেলুইয়া! কারণ আমাদের হয়ে অলৌকিক সব চিহ্নকাজ করেছিল, সেও ধরা পড়ল। সর্বশক্তিমান, প্রভু ঈশ্বর, রাজত্ব করছেন। 7 এসো আমরা যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ ও তার মূর্তির পূজা করেছিল, উল্লিখিত হই, আনন্দ করি এবং তাঁকে মহিমা প্রদান করি। সে এসব চিহ্নকাজের দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। সেই কারণ মেষশাবকের বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত এবং তাঁর কনে দুজনকে জীবন্ত অবস্থায় জীৱন্ত গন্ধকের আগুনের হৃদে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। 8 উজ্জ্বল ও পরিষ্কার, মিহি নিক্ষেপ করা হল। (Limnē Pyr g3041 g4442) 21 অবশিষ্ট মসিনার পোশাক সজ্জিত হতে তাকে দেওয়া হয়েছিল।” সকলে সেই সাদা ঘোড়ার আরোহীর মুখ থেকে নির্গত (মিহি মসিনার পোশাক পবিত্রগণের ধর্মচরণের প্রতীক।) তরোয়ালের দ্বারা নিহত হল এবং সব পাখি তাদের মাংস 9 তখন সেই স্বর্গদৃত আমাকে বললেন, “তুমি লেখো, ‘ধন্য থেয়ে তৃণ হল।’

তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে আমন্ত্রিত।” তিনি 20 তারপর আমি স্বর্গ থেকে এক দৃতকে নেমে আসতে আরও যোগ করলেন, “এগুলি প্রকৃতই ঈশ্বরের বাক্য।” 10 দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল সেই অতল-গহুরের চাবি একটি বড়ো শিকল। (Abyssos g12) 2 তিনি সেই দানবকে বন্দি করলেন। এ সেই পুরোনো সাপ, যে হল দিয়াবল বা শয়তান। তিনি তাকে এক হাজার বছর বন্দি করে রাখলেন। 3 তিনি তাকে সেই অতল-গহুরে নিক্ষেপ করে তার উপরে তালাবন্ধ করে সিলমোহরাঙ্কিত করলেন, যেন যতদিন পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না হয়, ততদিন সে সব জাতিকে প্রতারিত করতে না পারে। তারপরে তাকে অবশ্যই অঙ্গ সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া হবে। (Abyssos g12) 4 পরে আমি কতগুলি সিংহাসন দেখলাম। সেগুলির উপরে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাদেরও আত্মা দেখলাম,

এরপরে আমি স্বর্গে এক বিপুল জনসমষ্টির সাদা ঘোড়ায় ঢেউ ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে নির্গত গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। তারা বলছিল: হচ্ছিল এক ধারালো তরোয়াল, যা দিয়ে তিনি সব জাতিকে “হাল্লেলুইয়া! পরিআণ ও মহিমা ও প্রাক্ত্রম আমাদের ধরাশায়ী করেন।” তিনি লোহার রাজদণ্ড নিয়ে তাদের ঈশ্বরেরই, 2 কারণ তাঁর বিচারাদেশ সব যথার্থ ও শাসন করবেন।” তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্ষেত্রের ন্যায়সংগত। যে মহাবেশ্যা অবৈধ সহবাসের দ্বারা পৃথিবীকে পেষণকুণ্ডের দ্রাক্ষা দলন করেন। 16 তাঁর পোশাকে ও কল্পিত করেছিল, তিনি তার বিচার করেছেন। তিনি তাঁর তাঁর উরতে তাঁর এই নাম লেখা আছে: রাজাদের রাজা ও দাসদের রক্তের প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নিয়েছেন।” প্রভুদের প্রভু। 17 আর আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদৃত 3 তারা আবার চিংকার করে উঠল: “হাল্লেলুইয়া! তার সুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মধ্যাকাশে উড়ত সব দোঁয়া যুগে যুগে চিরকাল উপরে উঠে যাবে।” (াইন g165) 4 পাখিকে উচ্চকর্ত্ত্বে ডেকে বললেন, “তোমরা এসো, ঈশ্বরের সেই চৰিশজন প্রাচীন ও চারজন জীবন্ত প্রাণী নত হয়ে মহাভোজে সকলে একত্র হও, 18 যেন তোমরা রাজাদের প্রণাম করে সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। মাংস, সৈন্যাধ্যক্ষদের মাংস, শক্তিশালী লোকদের মাংস, তাঁরা উচ্চকর্ত্ত্বে বললেন, “আমেন, হাল্লেলুইয়া!” 5 তখন ঘোড়া ও তাদের আরোহীর মাংস, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, সিংহাসন থেকে এক কর্তৃত্ব শোনা গোল, “ঈশ্বরের দাসেরা, সামান্য বা মহান—সকলের মাংস থেকে পারো।” 19 তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভয় করো, সামান্য কি মহান তোমরা তারপর আমি দেখলাম, ওই সাদা ঘোড়ার আরোহী ও তাঁর সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্বত্বগান করো।” 6 তারপর সৈন্যদলের বিরক্তে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর আমি এক বিপুল জনসমষ্টির রব, প্রবহমান মহা জলপ্রোত রাজারা ও তাদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত হল। 20 কিন্তু ও প্রবল বজ্রপাতের মতো ধ্বনি শুনতে পেলাম। সেই সেই পশু বন্দি হল ও তার সঙ্গে যে ভুগ তাবাদী তার ধ্বনিতে ঘোঘা করা হচ্ছিল: “হাল্লেলুইয়া! কারণ আমাদের হয়ে অলৌকিক সব চিহ্নকাজ করেছিল, সেও ধরা পড়ল। সর্বশক্তিমান, প্রভু ঈশ্বর, রাজত্ব করছেন। 7 এসো আমরা যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ ও তার মূর্তির পূজা করেছিল, উল্লিখিত হই, আনন্দ করি এবং তাঁকে মহিমা প্রদান করি। সে এসব চিহ্নকাজের দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। সেই কারণ মেষশাবকের বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত এবং তাঁর কনে দুজনকে জীবন্ত অবস্থায় জীৱন্ত গন্ধকের আগুনের হৃদে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। 8 উজ্জ্বল ও পরিষ্কার, মিহি নিক্ষেপ করা হল। (Limnē Pyr g3041 g4442) 21 অবশিষ্ট মসিনার পোশাক সজ্জিত হতে তাকে দেওয়া হয়েছিল।” সকলে সেই সাদা ঘোড়ার আরোহীর মুখ থেকে নির্গত (মিহি মসিনার পোশাক পবিত্রগণের ধর্মচরণের প্রতীক।) তরোয়ালের দ্বারা নিহত হল এবং সব পাখি তাদের মাংস 9 তখন সেই স্বর্গদৃত আমাকে বললেন, “তুমি লেখো, ‘ধন্য থেয়ে তৃণ হল।’

তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে আমন্ত্রিত।” তিনি 20 তারপর আমি স্বর্গ থেকে এক দৃতকে নেমে আসতে আরও যোগ করলেন, “এগুলি প্রকৃতই ঈশ্বরের বাক্য।” 10 দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল সেই অতল-গহুরের চাবি একটি বড়ো শিকল। (Abyssos g12) 2 তিনি সেই দানবকে বন্দি করলেন। এ সেই পুরোনো সাপ, যে হল দিয়াবল বা শয়তান। তিনি তাকে এক হাজার বছর বন্দি করে রাখলেন। 3 তিনি তাকে সেই অতল-গহুরে নিক্ষেপ করে তার উপরে তালাবন্ধ করে সিলমোহরাঙ্কিত করলেন, যেন যতদিন পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না হয়, ততদিন সে সব জাতিকে প্রতারিত করতে না পারে। তারপরে তাকে অবশ্যই অঙ্গ সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া হবে। (Abyssos g12) 4 পরে আমি কতগুলি সিংহাসন দেখলাম। সেগুলির উপরে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাদেরও আত্মা দেখলাম,

যীশুর সপক্ষে তাদের দেওয়া সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের 21 তারপর আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী কারণে যাদের মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। তারা দেখলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুণ্ঠন সেই পশ্চ বা তার মূর্তির পূজা করেনি। তারা তার ছাপও হয়েছিল এবং কোনো সমুদ্র আর ছিল না। 2 আর আমি তাদের কপালে কিংবা তাদের হাতে ধারণ করেনি। তারা দেখলাম, পবিত্র নগরী, সেই নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ পুনর্জীবন লাভ করে এক হাজার বছর খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। সে তার বরের করল। 5 (সেই হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট জন্য সুন্দর কনের বেশে সজিত হয়েছিল। 3 আর আমি মৃতেরা জীবন লাভ করল না।) এই হল প্রথম পুনরুৎসাহ। সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, তা 6 ধন্য ও পবিত্র তাঁরা, যারা প্রথম পুনরুৎসাহের অংশীদার বলছিল, “দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, হন। তাঁদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোনও ক্ষমতা নেই, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হবেন এবং তাঁর এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। 7 সেই হাজার হবেন। 4 তিনি তাদের সমস্ত চোখের জল মুছে দেবেন। বছর শেষ হলে পর শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্তি আর কোনো শোক বা মৃত্যু বা কাঙ্গা বা ব্যথাবেদন হবে দেওয়া হবে। 8 তখন সে গোগ ও মাগোগ নামে অভিহিত না, কারণ পুরোনো সমস্ত বিষয় গত হয়েছে।” 5 যিনি পৃথিবীর চতুর্দিকে অবস্থিত জাতিদের গিয়ে প্রতিরিত করে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বললেন, “আমি সবকিছুই যুক্ত করার জন্য তাদের সমবেত করবে। সংখ্যায় তারা নতুন করছি!” তারপর তিনি বললেন, “লিখে নাও, কারণ সমুদ্রতারের বালির মতো। 9 তারা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল এসব বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।” 6 তিনি আমাকে বরাবর যুদ্ধযাত্রা করে ঈশ্বরের প্রজাদের শিবির ও তাঁর বললেন: “সম্পন্ন হল। আমাই আলফা ও ওমেগা, আদি ও প্রিয় নগরটি ধিরে ধরল। কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে অস্ত। যে তৃষ্ণার্ত, তাকে আমি জীবন-জলের উৎস থেকে এসে তাদের গ্রাস করল। 10 আর তাদের প্রতারণাকারী বিনামূল্যে পান করতে দেব। 7 যে জয়ী হয়, সে এসবের দিয়াবলকে জুলন্ত গন্ধকের হৃদে নিক্ষেপ করা হল, যেখানে অধিকারী হবে, আর আমি তার ঈশ্বর হব ও সে আমার সেই পশ্চ ও ভঙ্গ ভাববাদীকেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। 8 কিন্তু যারা কাপুরুষ, অবিশ্বাসী, তারা যুগে যুগে চিরকাল, দিনরাত যন্ত্রণাভোগ করবে। যৃণ্য স্বত্ববিশিষ্ট, খুনি, আবেধ ঘৌনাচারী, যারা তন্ত্রমন্ত্র-*(aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442)* 11 এরপরে আমি এক মায়াবিদ্যা অভ্যাস করে, যারা প্রতিমাপূজা করে এবং যত বিশাল সাদা রংয়ের সিংহাসন ও তার উপরে যিনি বসে মিথ্যাবাদী, তাদের স্থান হবে জুলন্ত গন্ধকের আগুনের আছেন, তাঁকে দেখতে পেলাম। তাঁর উপস্থিতি থেকে হৃদে। এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।” (*Limnē Pyr g3041 g4442*) 9 পৃথিবী ও আকাশ পালিয়ে গেল। তাদের জন্য আর কোনো যে সাতজন স্বর্গদুর্তের কাছে সাতটি শেষ আঘাতে পূর্ণ স্থান পাওয়া গেল না। 12 আর আমি দেখলাম, সামান্য ও সাতটি বাটি ছিল, তাদের মধ্যে একজন এসে আমাকে মহান সকল মৃত ব্যক্তিরা সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “এসো, আমি তোমাকে সেই কনে দেখাই যিনি আছে। আর কতগুলি পুস্তক খোলা হল। অন্য একটি পুস্তক, মেষশাবকের স্ত্রী।” 10 আর তিনি আমাকে পবিত্র আত্মায় অর্থাৎ জীবনপুস্তকও খোলা হল। পুস্তকগুলিতে লিখিত পূর্ণ করে এক বিশাল ও উঁচু মহাপর্বতে নিয়ে গেলেন মৃত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অনুসারে তাদের বিচার করা ও সেই পবিত্র নগরী জেরুশালেমকে দেখালেন, যা স্বর্গ হল। 13 সমুদ্র তার মধ্যস্থিত মৃতদের সমর্পণ করল এবং থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছিল। 11 তা ছিল পরলোক ও পাতালও তাদের মধ্যে অবস্থিত মৃতদের ঈশ্বরের মহিমায় ভাস্বর, আর তার ঔজ্জ্বল্য ছিল বহুমূল্য সমর্পণ করল। আর তাদের প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী মণির, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, সূর্যকাস্ত মণির মতো। 12 তাদের বিচার করা হল। (*Hades g86*) 14 তারপর পরলোক তার চারিদিকে ছিল বিশাল, উঁচু প্রাচীর এবং তার বারোটি ও পাতালকেও আগুনের হৃদে নিক্ষেপ করা হল। সেই দরজা। বারোজন স্বর্গদৃত ওই দরজাগুলিতে পাহারা আগুনের হৃদ হল দ্বিতীয় মৃত্যু। (*Hades g86, Limnē Pyr g3041 g4442*) 15 আর যার নাম সেই জীবনপুস্তকে লিখিত পাওয়া গেল না, তাকেই আগুনের হৃদে নিক্ষেপ করা হল। (*Limnē Pyr g3041 g4442*)

নগরের প্রাচীরের ছিল বারোটি তিত, আর সেগুলির উপরে লেখা ছিল ইস্রায়েলের দিচ্ছিলেন। দরজাগুলির উপরে লেখা ছিল পূর্বদিকে, তিনটি উত্তর দিকে, তিনটি দক্ষিণ দিকে ও তিনটি পশ্চিমদিকে। 14

নগরের প্রাচীরের ছিল বারোটি তিত, আর সেগুলির উপরে লেখা ছিল মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতশিখ্যের নাম।

15 যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে করবে। 4 তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে এবং তাঁর ওই নগর, তার দরজাগুলি ও তার প্রাচীরগুলি পরিমাপ শীনাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। 5 সেখানে আর করার জন্য ছিল সোনার এক মাপকাঠি। 16 নগরটির রাত্রি হবে না। তাদের প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর আকৃতি ছিল বর্গাকার, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান। তিনি ওই প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রত্যু ইশ্বরই তাদের আলো প্রদান মাপকাঠি দিয়ে নগরটি পরিমাপ করলেন এবং তার দৈর্ঘ্য, করবেন। আর তারা যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবে। প্রস্থ ও উচ্চতা একই হল, অর্থাৎ 2,220 কিলোমিটার। 17 (aión g165) 6 সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, “এই সমস্ত তিনি মানুষের মাপকাঠি অনুসারে সেই প্রাচীর পরিমাপ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যি; যা অবশ্যই অচিরে ঘটতে করলেন এবং যার উচ্চতা 65 মিটার হল। 18 সেই প্রাচীর চলেছে। আর এইসব তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য প্রভু, সূর্যকান্তমণি দ্বারা ও নগর বিশুদ্ধ কাচের মতো নির্মল ভাববাদীদের আত্মাসমূহের ইশ্বর, নিজের দৃতকে প্রেরণ সোনায় নির্মিত। 19 নগর-প্রাচীরের ভিত্তি সব ধরনের করেছেন।” 7 “দেখো, আমি শীঘ্ৰই আসছি! ধন্য সেই মণিমাণিক্যে সুশোভিত। প্রথম ভিত্তি সূর্যকান্ত মণির, দ্বিতীয় জন, যে এই পুঁথিতে লেখা ভাববাদীর বাক্য পালন করে।” নীলকান্তের, তৃতীয় তাত্ত্বিক, চতুর্থ মরকতের, 20 পঞ্চম 8 আমি যোহন, এসব বিষয় শুনলাম ও দেখলাম। আর বৈদুর্যের, ষষ্ঠ সাদীয় মণির, সপ্তম হেমকান্তমণির, অষ্টম যখন আমি সেগুলি শুনলাম ও দেখলাম, তখন যে স্বর্গদূত গোমেদের, নবম পদ্মারাগমণির, দশম লঙ্ঘনিয়ের, একাদশ সেসব আমাকে দেখাছিলেন, আমি তাঁর উপাসনা করার পেরোজের ও বারো জামিরা মণির। 21 আর বারোটি দরজা জন্য তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে উপাসনা করলাম। 9 কিন্তু ছিল বারোটি মুক্তার, প্রত্যেকটি দরজা এক-একটি মুক্তায় তিনি আমাকে বললেন, “তুমি এরকম কোরো না। আমি নির্মিত। নগরের রাজপথ ছিল স্বচ্ছ কাচের মতো বিশুদ্ধ তোমার ভাববাদী ভাইদের ও যারা এই পুঁথিতে লিখিত সব সোনার। 22 আমি নগরের মধ্যে কোনো মন্দির দেখলাম বাক্য পালন করে, তাদের সহদাস। কেবলমাত্র ইশ্বরের না, কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু ইশ্বর ও মেষশাবকই তার উপাসনা করো!” 10 এরপর তিনি আমাকে বললেন, “এই মন্দির। 23 নগরটি আলোকিত করার জন্য সূর্যের বা চাঁদের পুঁথিতে লিখিত ভাববাদীর বাক্য মোহরাঙ্কিত কোরো না, কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ ইশ্বরের মহিমা সেখানে কারণ সময় সম্মিলিত। 11 যে অন্যায় করে, সে এর পরেও আলো প্রদান করে এবং মেষশাবকই তার প্রদীপ 24 সব অন্যায় করুক; যে কল্যাণিত, সে এর পরেও কল্যাণতার জাতি তার আলোয় চলাফেরা করবে এবং পৃথিবীর রাজারা আচরণ করুক; যে ন্যায়সংগত আচরণ করুক, আর যে পবিত্র, সে দরজাগুলি কোনোদিন বা কখনও বন্ধ হবে না, কারণ এর পরেও পবিত্র থাকুক।” 12 “দেখো, আমি শীঘ্ৰই সেখানে কোনো রাত্রি হবে না। 26 সব জাতির প্রতাপ ও আসছি! আমার দেয় পুরক্ষার আমার সঙ্গে আছে, আর সম্মান এর মধ্যে নিয়ে আসা হবে। 27 কোনও অশুচি কিছু আমি সকলের কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদের পুরক্ষার দেব। কিংবা লজ্জাজনক মৃত্তিপূজক বা প্রতারণাকারী, কেউই এর 13 আমিই আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কেবলমাত্র যাদের নাম অস্ত। 14 “ধন্য তারা, যারা নিজেদের পোশাক পরিষ্কার মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লেখা আছে, তারাই প্রবেশ করে, যেন তারা জীবনদায়ী গাছের অধিকার লাভ করে করবে।

## 22 তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী

দেখালেন। তার জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং তা ইশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে নির্গত হয়ে 2 নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীর দুই পাশে ছিল জীবনদায়ী গাছ, যা বারো মাসে বারো রাকমের ফল উৎপন্ন করে। আর সেই গাছের পাতা সব জাতির আরোগ্যলাভের জন্য। 3 সেখানে আর কোনও অভিশাপ থাকবে না। সেই নগরের মধ্যে থাকবে ইশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন, আর তাঁর দাসেরা তাঁর উপাসনা

কুকুরেরা, আর যারা তন্ত্রমন্ত্র-মায়াবিদ্যা অভ্যস করে, যারা অবৈধ যৌনাচারী, যারা খুনি, যারা প্রতিমাপূজা করে, আর যারা মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসে ও তা অনুশীলন করে। 16 “আমি যীশু, মঙ্গলগুলির কাছে এই সাক্ষ্য দিতে আমি আমার দৃতকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। আমিই দাউদের মূল ও বংশধর, উজ্জ্বল প্রভাতী-তারা!” 17 পবিত্র আত্মা ও কন্যা বলছেন, “এসো!” যে শোনে, সেও বলুক, “এসো!” যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; আর যে চায়, সে বিনামূল্যের উপহার, জীবন-জল গ্রহণ করুক। 18 যারা এই পুঁথির ভাববাদীর বাক্যগুলি শোনে, আমি তাদের

প্রত্যেককে সতর্ক করে বলছি: যদি কেউ এর সঙ্গে আরও  
কিছু যোগ করে, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির প্রতি এই পুঁথিতে  
নেখা আঘাতগুলিও যোগ করবেন। 19 আবার কেউ যদি  
ভাববানীর এই পুঁথি থেকে কোনও বাক্য সরিয়ে দেয়,  
তাহলে ঈশ্বর এই পুঁথিতে লিখিত জীবনদায়ী গাছ থেকে ও  
সেই পবিত্র নগর থেকে তার অধিকারও সরিয়ে দেবেন।  
20 যিনি এসব বিষয়ের সাক্ষ্য দেন, তিনি বলছেন, “হ্যাঁ,  
আমি শীঘ্ৰই আসছি।” আমেন। প্রভু যীশু, এসো। 21 প্রভু  
যীশুর অনুগ্রহ ঈশ্বরের সকল পবিত্রজনের সঙ্গে থাকুক।  
আমেন।



# 66 আয়াত

বাংলা at [AionianBible.org](http://AionianBible.org)

The Bible is a library of 66 books in the Protestant Canon written by 40 different men over a span of 1,500 years from 1435 BC to 65 AD with one consistent message. From the first page through the last, Jesus. Genesis promised our deliverer is coming, Jesus. Moses said our better prophet is coming, Jesus. Isaiah prophesied our Messiah will be a suffering servant, Jesus. John announced our Anointed One is here, Jesus. Jesus himself testified he is our Lord God, Yahweh. The gospels agree our conqueror of death has risen, Jesus. The Apostles witnessed our victor ascend to his throne in Heaven, Jesus. And Revelation promises Jesus' return for our final judgment. Are you ready? Read the Bible cover to cover at [AionianBible.org](http://AionianBible.org) and answer these questions. How did I get here? Why am I here? How do I determine right or wrong? How can I escape condemnation? What is my destiny? Begin with the primer verses below.

আদিপৃষ্ঠক 9:8 পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাঁর সাথে থাকা তাঁর ছেলেদের বললেন, 9:9 “আমার নিয়মটি আমি এখন তোমাদের সঙ্গে ও তোমাদের ভাষী বংশধরদের সঙ্গে 9:10 এবং তোমাদের সাথে থাকা সব জীবিত প্রাণীর—পাখিদের, গৃহপালিত পশুদের ও সব বন্যপ্রপুর, যারা তোমাদের সাথে জাহাজের বাইরে বের হয়ে এসেছিল—পৃথিবীর সব জীবিত প্রাণীর সঙ্গে স্থাপন করছি। 9:11 আমি তোমাদের সঙ্গে আমার নিয়ম স্থাপন করছি: আর কখনও সব প্রাণী বন্যার জলে উচ্ছিন্ন হবে না; আর কখনও এই পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য কোনও বন্যা হবে না।” 9:12 আর ঈশ্বর বললেন, “এই হল সেই নিয়মের চিহ্ন, যা আমি আমার ও তোমাদের মধ্যে তথ্য তোমাদের সঙ্গে থাকা প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীর সঙ্গে স্থাপন করেছি, পরবর্তী সব প্রজন্মের জন্যও এ এক নিয়ম হবে: 9:13 মেঘের মধ্যে আমি আমার মেঘধনু বসিয়ে দিয়েছি, আর এটিই হবে আমার ও পৃথিবীর মধ্যে স্থাপিত সেই চিহ্ন।

যাত্রাপুস্তক 14:13 মোশি লোকদের উত্তর দিলেন, “তোমরা ভয় পেয়ো না! শক্ত হয়ে দাঁড়াও এবং তোমরা দেখতে পাবে আজ সদাপ্রভু কীভাবে তোমাদের রক্ষা করবেন। আজ তোমরা যে মিশ্রীয়দের দেখছ, তাদের আর কখনও দেখতে পাবে না। 14:14 সদাপ্রভু তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন; তোমাদের শুধু স্থির হয়ে থাকতে হবে।”

লেবীয় বই 20:26 আমার উদ্দেশ্যে তোমাদের পরিত্র হতে হবে, কারণ আমি সদাপ্রভু পরিত্র এবং জাতিদের মধ্য থেকে তোমাদের আমি পৃথক রেখেছি, যেন তোমরা আমার নিজস্ব হও।

গণনার বই 6:24 ““সদাপ্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন ও তোমাদের রক্ষা করুন; 6:25 সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি প্রসন্ন-মুখ হোন ও তোমাদের প্রতি সদয় হোন; 6:26 সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি তার মুখ ফেরান ও তোমাদের শান্তি দিন।””

বিত্তীয় বিবরণ 18:18 আমি তাদের ইস্রায়েলী ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মতো একজন ভাববাদী উঠাব, এবং আমি তার মুখে আমার বাক্য দেব। তাকে আমি যা বলতে আদেশ দেব সে তাই বলবে। 18:19 সেই ভাববাদী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ আমার সেই কথা যদি না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে প্রতিফল দেব।

যিহোশ্যের বই 1:7 “তুমি শক্তিশালী ও অত্যন্ত সাহসী হও। আমার দাস মোশি যে বিধান তোমাদের দিয়েছিল, তা পালন করার ব্যাপারে যত্নশীল হোয়ো; তার ডানদিকে বা বাঁদিকে ফিরো না, যেন তুমি যে কোনো স্থানে যাও, সেখানে সফল হও। 1:8 বিধানের এই পুস্তকের বাণী সবসময় তোমাদের ঠাঁটে বজায় রেখো; দিনরাত এ নিয়ে ধ্যান কোরো, যেন এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে, তা পালন করার ব্যাপারে তুমি যত্নশীল হও। তবেই তুমি সমৃদ্ধিশালী ও কৃতকার্য হবে। 1:9 আমি কি তোমাকে এই আদেশ দিইনি? তুমি শক্তিশালী ও সাহসী হও। তুমি ভীত হোয়ো না; হতাশ হোয়ো না, কারণ তুমি যেখানেই যাবে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।”

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ 2:7 লোকজন যিহোশুয়ের জীবনকালে ও সেইসব প্রাচীনের জীবনকালে আগাগোড়াই সদাপ্রভুর সেবা করল, যারা যিহোশুয়ের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন ও ইত্যায়ের জন্য সদাপ্রভু যেসব মহান কাজ করেছিলেন, সেগুলি দেখেছিলেন।

রূতের বিবরণ 1:16 কিন্তু রূত বলল, “আপনার কাছ থেকে ফিরে যেতে বা আপনাকে ছেড়ে যেতে আর আমাকে অনুরোধ করবেন না। আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব। আপনি যেখানে থাকবেন আমিও সেখানে থাকব। আপনার লোকেরা আমার লোক এবং আপনার ঈশ্বর হবেন আমার ঈশ্বর। 1:17 আপনি যেখানে মরবেন আমিও সেখানে মরব, এবং সেখানেই আমার কবর হবে। তাই সদাপ্রভুই এই বিষয়ে আমার বিচার করে শাস্তি দিন। আর যাই হোক শুধু মৃত্যুই যেন আমাকে আপনার থেকে আলাদা করে।”

শমুয়েলের প্রথম বই 16:7 কিন্তু সদাপ্রভু শমুয়েলকে বললেন, “এর চেহারা বা উচ্চতা দেখতে যেয়ো না, কারণ আমি একে অগ্রাহ্য করোচি। মানুষ যা দেখে সদাপ্রভু তা দেখেন না। মানুষ বাইরের চেহারাই দেখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তর দেখেন।”

শমুয়েলের দ্বিতীয় বই 7:22 “হে সার্বভৌম সদাপ্রভু, তুমি কতই না মহান! তোমার মতো আর কেউ নেই, এবং তুমি ছাড়া ঈশ্বর আর কেউ নেই, যেমনটি আমরা নিজের কানেই শুনেছি।

প্রথম রাজাবলি 2:3 এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যা চান, তা লক্ষ্য করো: তাঁর প্রতি বাধ্য হয়ে চলো, আর মোশির বিধানে তাঁর যে হৃকুম ও আদেশ, তাঁর বিধান ও বিধিনিয়ম লেখা আছে, তা পালন করো। এরকমটি করো, যেন তুমি যা যা করো ও যেখানে যেখানে যাও, সবেতেই সফল হতে পারো।

দ্বিতীয় রাজাবলি 22:19 এই স্থানটির ও এখনকার লোকজনের বিকল্পে আমি যা বললাম—অর্থাৎ তারা এক অভিশাপে ও পতিত এলাকায় পরিণত হবে—তা শুনে যেহেতু তোমার অন্তর সংবেদনশীল হল ও তুমি সদাপ্রভুর সামনে নিজেকে ন্যূন করলে, এবং যেহেতু তোমার পোশাক ছিড়ে ফেলে আমার সামনে কেঁদেছিলে, তাই আমি ও তোমার কথা শুনলাম, সদাপ্রভু একথাই ঘোষণা করেছেন।

বংশাবলির প্রথম খণ্ড 29:17 হে আমার ঈশ্বর, আমি জানি যে তুমি হাদয়ের পরীক্ষা করো এবং সততা দেখে খুশি হও। এসব কিছু আমি স্বেচ্ছায় সৎ-উদ্দেশ্য নিয়েই দিয়েছি। আর এখন আমি আনন্দিত হয়ে দেখেছি, এখানে উপস্থিত তোমার প্রজারা কত খুশিমনে তোমাকে দান দিয়েছে।

বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড 7:14 তখন যদি যারা আমার নামে পরিচিত, আমার সেই প্রজারা নিজেদের ন্যূন করে ও প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং তাদের পাপপথ ছেড়ে ফিরে আসে, তবে স্বর্গ থেকে আমি তা শুনব, ও আমি তাদের পাপ ক্ষমা করব এবং তাদের দেশকে সারিয়ে তুলব।

ইস্রায়েল বই 7:10 যেহেতু ইস্রায়েল প্রভু সদাপ্রভুর পবিত্র শাস্তি অধ্যয়ন এবং তাঁর বিধিকলাপ পালন করতেন, তিনি ইত্যায়ের লোকদের কাছে সেই বিধিনির্দেশ ও অনুশোসন সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন।

নহিমিয়ের বই 6:3 সেইজন্য আমি লোক পাঠিয়ে তাদের এই উত্তর দিলাম “আমি একটি বিশেষ দরকারি কাজ করছি এবং আমি নেমে যেতে পারি না। আমি কেন কাজ বন্ধ করে আপনাদের সঙ্গে সাঙ্গাঙ করতে যাব?”

ইষ্টের বিবরণ 4:14 কারণ এসময় যদি তুমি চুপ করে থাকো তবে অন্য দিক থেকে ইহুদিরা সাহায্য ও উদ্বার পাবে, কিন্তু তুমি তো মরবেই আর তোমার বাবার বংশও শেষ হয়ে যাবে। আর কে জানে হয়তো এরকম সময়ের জন্যই তুমি রান্নির পদ পেয়েছ?”

ইয়োবের বিবরণ 19:25 আমি জানি যে আমার মুক্তিদাতা জীবিত আছেন, ও শেষে তিনি পৃথিবীতে উঠে দাঁড়াবেন।

গীতসংহিতা 23:1 দাউদের গীত। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না। 23:2 তিনি সবুজ চারণভূমিতে আমাকে শয়ন করান, তিনি শাস্তি জলের ধারে আমাকে নিয়ে যান, 23:3 তিনি আমার প্রাণ সঁজীবিত করেন। নিজের

নামের মহিমায় তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। ২৩:৪ যদি ও আমি হেঁটে যাই অন্ধকারাচ্ছন্ম উপত্যকার মধ্য দিয়ে, আমি কোনও অমঙ্গলের ভয় করব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ; তোমার লাঠি ও তোমার ছড়ি, সেগুলি আমাকে সান্ত্বনা দেয়। ২৩:৫ আমার শৰ্করদের উপস্থিতিতে তুমি আমার সামনে এক ভোজসভায় আয়োজন করেছ। তুমি আমার মাথা তেল দিয়ে অভিষিক্ত করেছ; আমার পানপাত্র উপচে পড়ে। ২৩:৬ নিশ্চয় তোমার মঙ্গল ও প্রেম আমার পিছু নেবে আমার জীবনের সব দিন পর্যন্ত, এবং চিরকাল আমি সদাপ্রভুর গৃহে বসবাস করব।

হিতোপদেশ ৩:৫ তুমি সর্বান্তকরণে সদাপ্রভুর উপর আঙ্গা রাখো ও নিজের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর কোরো না; ৩:৬ তোমার সমস্ত পথে তাঁর বশ্যতাস্থীকার করো, ও তিনি তোমার পথগুলি সোজা করে দেবেন।

উপদেশক ৩:১০ ঈশ্বর মানুষের উপরে যে বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তা আমি দেখেছি। ৩:১১ তিনি সবকিছু তার সময়ে সুন্দর করেছেন। তিনি মানুষের অন্তরে অনন্তকাল সমস্কে বুঝবার ইচ্ছা দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কী করেছেন তা মানুষ বুঝতে পারে না।

শ্লোগনের পরমগীত ২:৪ তিনি আমাকে ভোজসভায় নিয়ে গেলেন, তখন যেন তাঁর পতাকাই হয়ে উঠল প্রেম।

বিশাইয় ভাববাদীর বই ৯:৬ কারণ আমাদের জন্য এক শিশুর জন্ম হয়েছে, আমাদের কাছে এক পুত্রসন্তান দেওয়া হয়েছে, শাসনভার তাঁরই কাঁধে দেওয়া হবে। আর তাঁকে বলা হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, পরাক্রমী ঈশ্বর, চিরস্তন পিতা, শাস্তিরাজ। ৯:৭ তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শাস্তির কোনো সীমা থাকবে না। তিনি দাউদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর রাজ্যের উপরে কর্তৃত করবেন, ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার সঙ্গে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করে সুস্থির করবেন, সেই সময় থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত করবেন। সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর উদ্যোগই তা সম্পাদন করবে।

বিরমিয়ের বই ১:৪ আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার কাছে উপস্থিত হল: ১:৫ “মাত্রগর্ভে তোমাকে গঠন করার পূর্বে আমি তোমাকে জানতাম, তোমার জন্মের পূর্ব থেকে আমি তোমাকে পৃথক করেছি; জাতিগণের কাছে আমি তোমাকে আমার ভাববাদীরপে নিযুক্ত করেছি।” ১:৬ তখন আমি তোমাকে বললাম, “হায়, সর্বভৌম সদাপ্রভু, দেখো, আমি কথা বলতেই পারি না; কারণ আমি নিতান্ত বালকমাত্র।” ১:৭ কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে বললেন, “তুমি এরকম কথা বোলো না যে ‘আমি বালক।’ আমি যাদের কাছে তোমাকে পাঠাব, তুমি তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবে এবং আমি যা তোমাকে বলব, তুমি তাদের সেই কথাই বলবে।” ১:৮ তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে থাকব ও তোমাকে রক্ষা করব,” সদাপ্রভু এই কথা বললেন! ১:৯ এরপর, সদাপ্রভু তাঁর হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন ও বললেন, “আমি আমার বাক্য তোমার মুখে দিয়েছি।” ১:১০ দেখো, আমি আজ তোমাকে বিভিন্ন জাতি ও রাজ্যগুলির বিরচন্দে দাঁড়ানোর জন্য নিযুক্ত করেছি, যাদের তুমি উৎপাটন করবে ও ভেঙে ফেলবে, ধ্বংস ও পরাস্ত করবে, গঠন ও রোপণ করবে।”

বিরমিয়ের বিলাপ ৩:২১ তবুও আমি আবার একথা স্মরণ করি, আর তাই আমার আশা জেগে আছে: ৩:২২ সদাপ্রভুর মহৎ প্রেমের জন্য আমরা নষ্ট হইনি, কেননা তাঁর সহানুভূতি কখনও শেষ হয় না। ৩:২৩ প্রতি প্রতাতে তা নতুন করে দেখা দেয়; তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ।

বিহিক্সেল ভাববাদীর বই ৩৬:২৬ আমি তোমাদের এক নতুন হৃদয় দেব ও তোমাদের অন্তরে এক নতুন আত্মা দেব। আমি তোমাদের ভিতর থেকে পাথরের হৃদয় বের করে মাংসের হৃদয় দেব। ৩৬:২৭ আর আমি তোমার মধ্যে আমার আত্মা স্থাপন করব এবং এমন করব যাতে তোমরা আমার সব নিয়ম পালন করো ও আমার বিধানের বিষয়ে যত্নবান হও।

দানিয়েল ৩:১৬ শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো রাজাকে উত্তর দিলেন, “হে নেবুখাদনেজার, আপনার এই কথার জবাব দেওয়ার কোনো দরকার আমাদের নেই।” ৩:১৭ যদি আমাদের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়, আমাদের ঈশ্বর যাকে আমরা সেবা করি, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন এবং হে রাজা, আপনার হাত থেকেও আমাদের রক্ষা করবেন। ৩:১৮ কিন্তু তিনি যদি আমাদের রক্ষা নাও করেন, আপনি জেনে রাখুন হে মহারাজ যে, আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করব না অথবা আপনার স্থাপিত সোনার মূর্তিকেও আরাধনা করব না।”

হোশেয় ভাববাদীর বই ৬:৬ কারণ আমি দয়া চাই, বলিদান নয়, এবং হোমবলির চেয়ে চাই ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দান।

যোগেল ভাববাদীর বই 2:28 “আর তারপর, আমি সমস্ত মানুষের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব। তোমাদের ছেলে ও মেয়েরা ভাববাদী বলবে, তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে। 2:29 এমনকি, আমার দাস-দাসীদেরও উপরে, সেইসব দিনে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব। 2:30 আমি আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীর উপরে আশ্চর্য সব নির্দর্শন দেখব, রাত্রি ও আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখব। 2:31 সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও তরংকর দিনের আগমনের পূর্বে, সূর্য অঙ্গকার ও চাঁদ রক্তবর্ণ হয়ে যাবে। 2:32 আর যে কেউ সদাপ্রভুর নামে ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে; কারণ সদাপ্রভুর কথামতো সিয়োন পর্বত ও জেরুশালেমে, কিছু মুক্তিপ্রাণ লোকের দল থাকবে; আর অবশিষ্ট লোকদের মধ্যেও থাকবে, যাদের সদাপ্রভু আহ্বান করেছেন।”

আমোষ ভাববাদীর বই 5:24 কিন্তু ন্যায়বিচার নদীর মতো প্রবাহিত হোক, ধার্মিকতা কখনও শুকিয়ে না যাওয়া প্রোত্তের মতো হোক!

ওবদিয় ভাববাদীর বই 1:15 “সমস্ত জাতির জন্য সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট হয়েছে। তোমরা যেমন করেছ, তোমাদের প্রতিও তেমনই করা হবে; তোমাদের কাজগুলির প্রতিফল তোমাদেরই মাথার উপরে ফিরে আসবে।

মোনা ভাববাদীর বই 2:6 আমি সমুদ্রে পর্বতসমূহের তলদেশ পর্যন্ত ডুবে গেলাম; নিচের পৃথিবী চিরতরে আমাকে বন্দি করল। কিন্তু হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি গভীর গর্ত থেকে আমার প্রাণকে তুলে ধরলো। 2:7 “আমার প্রাণ যখন আমার মধ্যে ক্ষীণ হচ্ছিল, সদাপ্রভু, আমি তোমাকে স্মরণ করলাম, আর আমার প্রার্থনা তোমার কাছে গেল তোমার পরিত্র মন্দিরে উপস্থিত হল। 2:8 “যারা আসার প্রতিমাদের প্রতি আসক্ত থাকে, নিজেদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম তারা পরিত্যাগ করে। 2:9 কিন্তু আমি, ধন্যবাদের পান গেয়ে, তোমার কাছে নেবেদ্য উৎসর্গ করব। আমি যা মানত করেছি, তা আমি পূর্ণ করব। আমি বলব, পরিত্রাণ সদাপ্রভুর কাছ থেকেই আসে।”

মীর্খা ভাববাদীর পুস্তক 6:8 হে মানুষ, যা ভালো তা তো তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন। সদাপ্রভু তোমার কাছ থেকে কী চাইছেন জানো? শুধুমাত্র এইটা যে, ন্যায় কাজ করা ও ভালোবাসা এবং তোমার সদাপ্রভুর সঙ্গে নম্ব হয়ে চলা।

নহূম ভাববাদীর বই 1:2 সদাপ্রভু ঈর্ষাঞ্চিত এবং প্রতিফলনাত্ম ঈশ্বর; সদাপ্রভু প্রতিশোধ নেন এবং তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ। সদাপ্রভু তাঁর শক্রদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ দেলে দেন। 1:3 সদাপ্রভুর ক্রোধে ধীর কিন্তু পরাক্রমে মহান; সদাপ্রভু দোষীদের অদণ্ডিত অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। ঘূর্ণিঝড় ও ঝাটিকাই তাঁর পথ, ও মেঘরাশি তাঁর পদধূলি।

হ্বককৃত ভাববাদীর বই 3:17 যদিও ডুমুর গাছে কুঁড়ি ধরবে না এবং আঙুর লতায় কোনো আঙুর ধরবে না, যদিও জলপাই গাছ ফলহীন হবে এবং ক্ষেতে খাবারের জন্য শস্য ধরবে না, যদিও মেয়ের খোঁয়াড়ে কোনো মেষ থাকবে না এবং গোয়ালঘরে গবাদি পশুরা থাকবে না, 3:18 তবুও আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করব, আমার ঈশ্বর উদ্ভারকর্তায় উল্লিঙ্কিত হব। 3:19 সার্বভৌম সদাপ্রভুই আমার শক্তি; তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মতো করেন, তিনি আমাকে উচ্চ স্থানে চলতে ক্ষমতা দেন। প্রধান বাদকের জন্য; আমার তারযুক্ত যন্ত্রে।

সফনিয় ভাববাদীর বই 3:17 তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে আছেন, সেই মহাযোদ্ধা যিনি তোমাকে বাঁচান। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই আনন্দিত হবেন; তাঁর ভালোবাসায় তিনি তোমাকে আর তিরক্ষার করবেন না, কিন্তু গান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করবেন।”

হগয় ভাববাদীর বই 1:4 “এটি কি ঠিক, যে তোমরা নিজের কারকার্য করা বাঢ়িতে রয়েছো, যেখানে সদাপ্রভুর গৃহ বিনষ্ট?” 1:5 এখন সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “স্যাত্তে নিজের পথের বিচার করো। 1:6 তোমরা অনেক ফসল রোপণ করো, কিন্তু পাও অল্প। তোমরা খাও, কিন্তু তাতে কখনও তৃণ হও না। সুরা পান করো তাও যথেষ্ট হয় না। কাপড় পড়ো কিন্তু তাতে গরম হয় না। কাজের মজুরি ফুটা থলিতে রাখো।” 1:7 সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু এই কথা বলেন, “স্যাত্তে নিজের পথের বিষয় বিচার করো।

সখরিয় ভাববাদীর বই 12:10 “আর দাউদ কুল ও জেরুশালেমের বাসিন্দাদের উপরে আমি অনুগ্রহের ও বিনতির আত্মা ঢেলে দেব। তাতে তারা আমার প্রতি, অর্থাৎ তারা যাঁকে বিন্দ করেছে, তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখবে, এবং

একমাত্র সন্তানের জন্য বিলাপ করার মতো করে তারা তাঁর জন্য বিলাপ করবে এবং প্রথম সন্তানের জন্য যেমন শোক করে তেমনি ভীষণভাবে শোক করবে।

মালাখি ভাববাদীর বই 4:2 কিন্তু তোমরা যারা আমার নাম সম্মান করো, তোমাদের উপরে ধার্মিকতার সূর্য উঠবে এবং সেই রশ্মিতে তোমরা আরোগ্য পাবে। আর যেভাবে পালের হষ্টপুষ্ট বাহুর লাফিয়ে ঘোঁঘাড়ের বাইরে যায় ঠিক সেরকম তোমরাও বাইরে যাবে এবং আনন্দে লাফাবে। 4:3 তখন তোমরা দুষ্টদের পদদলিত করবে; আর আমার কাজ করার দিনে তারা তোমাদের পায়ের তলায় পড়ে থাকা ছাইয়ের মতো হবে,” সর্বশক্তিমান সদাগ্রহ বলেন।

মাথি 28:18 তখন যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন, “স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত আমাকে দেওয়া হয়েছে।

28:19 অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাস্তিশ দাও।

28:20 আর আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আর আমি নিশ্চিতকৃপে, যুগান্ত পর্যন্ত নিয়ত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।” (aiōn g165)

মার্ক 1:14 যোহন কারাগারে বন্দি হওয়ার পর, যীশু গালীলে গিয়ে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন এবং বললেন: 1:15 “কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই ঈশ্বরের রাজ্য সম্ভিক্ত। তোমরা মন পরিবর্তন করো ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো।” 1:16 পরে গালীল সাগরের তীর ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় যীশু, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে দেখতে পেলেন। তাঁরা সাগরের জলে জাল ফেলছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন মৎস্যজীবী। 1:17 যীশু বললেন, “এসো, আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।” 1:18 সেই মুহূর্তেই তাঁরা জাল ফেলে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

লুক 4:18 “প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহানদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য পাঠালেন, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য, নিপীড়িতদের নিষ্ঠার করে বিদায় করার জন্য,

যোহন 3:16 “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (aiōnios g166) 3:17 কারণ জগতের বিচার করতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগৎকে উদ্বার করতেই পার্থিয়েছিলেন।

প্রেরিত 1:7 তিনি তাঁদের বললেন, “পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয়। 1:8 কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরশালেমে ও সমস্ত যিহুদিয়ায় ও শমারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।”

রোমায় 11:32 কারণ ঈশ্বর সব মানুষকে অবাধ্যতার কাছে রুদ্ধ করেছেন, যেন তিনি তাদের সকলেরই প্রতি করণ করতে পারেন। (eleēsē g1653) 11:33 আহা, ঈশ্বরের প্রজার ঐশ্বর্য ও জ্ঞান কত গভীর! তাঁর বিচারসকল কেমন অঙ্গেঝগের অতীত, তাঁর পথসকল অনুসন্ধান করা যায় না! 11:34 “প্রভুর মন কে জানতে পেবেছে? কিংবা কে তাঁর উপদেষ্টা হয়েছে?” 11:35 “কে কখন ঈশ্বরকে কিছু দিয়েছে, যে ঈশ্বর তা পরিশোধ করবেন?” 11:36 কারণ সকল বস্ত্র উত্তর তাঁর খেকে, তাঁর মাধ্যমে ও তাঁরই জন্য, তাঁরই মহিমা হোক চিরকাল! আমেন। (aiōn g165)

১য় করিষ্যীয় 6:9 তোমরা কি জানো না, যে যারা অধার্মিক, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার লাভ করবে না? তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না। কারণ যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গকারী, বা প্রতিমাপূজুক, বা ব্যভিচারী, বা সমকামী 6:10 বা চোর বা লোভী বা মদ্যপ বা কুৎসা-রটনাকারী বা পরধনগ্রাহী, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার লাভ করবে না। 6:11 আর তোমরাও কেউ কেউ সেইরকমই ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধোত হয়েছ, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্থ হয়েছ।

২য় করিষ্যীয় 5:17 অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরোনো বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে। 5:18 এসবই ঈশ্বর থেকে হয়েছে, যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন এবং পুনর্মিলনের সেই পরিচর্যা আমাদের দিয়েছেন। 5:19 তা হল এই যে, ঈশ্বর জগৎকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে

তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন, মানুষের পাপসকল আর তাদের বিরুদ্ধে গণ্য করেননি। আর সেই পুনর্মিলনের বার্তা ঘোষণা করা তিনি আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। 5:20 অতএব, আমরা খ্রীষ্টের রাজ্যদুত, ঈশ্বর যেন আমাদের মাধ্যমে তাঁর আবেদন জানাচ্ছিলেন। আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে তোমাদের কাছে এই মিনতি করছি, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও। 5:21 যিনি পাপ জানতেন না, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপস্থরণ করলেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হতে পারি।

গালাতীয় 1:6 আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, যিনি তোমাদের খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আহ্বান করেছেন, তাঁকে তোমরা এত শীঘ্র ছেড়ে দিয়ে, অন্য এক সুসমাচারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে— 1:7 যা আসলে কোনো সুসমাচারই নয়। স্পষ্টত, কিছু লোক তোমাদের বিভাস্ত করছে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে।

ইফিমীয় 2:1 তোমাদের কথা বলতে হলে, তোমরা নিজের নিজের অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, 2:2 যেগুলির মধ্যে তোমরা জীবনযাপন করতে। তখন তোমরা এই জগতের ও আকাশের রাজ্যশাসকের পথ অনুসরণ করতে, যে আত্মা এখন যারা অবাধ্য, তাদের মধ্যে কার্যকরী রয়েছে। (aiōn g165) 2:3 আমরাও সকলে এক সময় তাদেরই মধ্যে জীবনযাপন করতাম। আমাদের পাপময় প্রকৃতির বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা তার কামনা ও ভাবনার বশে চলতাম। অন্য সকলের মতো, স্বভাবগতভাবে আমরা ছিলাম (ঈশ্বরের) ক্ষেত্রের পাত্র। 2:4 কিন্তু আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের জন্য ঈশ্বর, যিনি আপার করণাময়, 2:5 আমরা যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ লাভ করেছ। 2:6 ঈশ্বর খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনর্জন্মিত করে তাঁরই সঙ্গে আমাদের স্বাঁচায় স্থানে বসিয়েছেন, 2:7 যেন খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর যে করণাময় প্রকাশ পেয়েছে, আগামী দিনেও তিনি তাঁর সেই অতুলনীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারেন। (aiōn g165) 2:8 কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। 2:9 তা কোনো কাজের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। 2:10 কারণ আমরা ঈশ্বরের রচনা, সৎকর্ম করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে সৃষ্টি, যা তিনি পূর্ব থেকেই আমাদের করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

ফিলিপীয় 3:7 কিন্তু, যা ছিল আমার কাছে লাভজনক, খ্রীষ্টের জন্য আজ সেই সবকিছুকে আমি লোকসান বলে মনে করছি। 3:8 তার চেয়েও বেশি, আমার প্রতু, খ্রীষ্ট যীশুকে জানার বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর মহত্বের তুলনায়, বাকি সবকিছুকে আমি লোকসান মনে করি, যাঁর জন্য আমি সবকিছু হারিয়েছি। খ্রীষ্টকে লাভ করার প্রচেষ্টায় আমি সে সমস্তকে আবর্জনাত্মল্য মনে করি এবং 3:9 তাঁরই মধ্যে যেন আমাকে খুঁজে পাওয়া যায়। যে ধার্মিকতা বিধান থেকে পাওয়া যায় তা আজ আর আমার মধ্যে নেই; কিন্তু সেই ধার্মিকতা আছে যা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্য—যে ধার্মিকতা ঈশ্বর থেকে বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে।

কলসীয় 1:15 তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমগ্র সৃষ্টির প্রথমজাত। 1:16 কারণ তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে, স্বর্গ কি মর্ত্য, দৃশ্য কি অদৃশ্য, সিংহাসন কি আধিপত্য, আধিপত্য কি কর্তৃত্ব, সমস্ত বস্তু তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই জন্য সৃষ্টি হয়েছে। 1:17 সব বিষয়ের পূর্ব থেকেই তিনি বিরাজমান। তাঁরই মধ্যে সমস্ত বস্তু সম্মিলিত। 1:18 তিনি দেহের, অর্ধাংশ মণ্ডলীর মস্তক; তিনিই সূচনা, তিনিই যৃতগণের মধ্য থেকে উত্থিত প্রথমজাত, যেন সমস্ত কিছুর উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 1:19 কারণ ঈশ্বর এতেই প্রীত হলেন যে, তাঁর সমস্ত পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যে অধিষ্ঠান করে এবং 1:20 ক্রুশে পাতিত তাঁর রক্তের মাধ্যমে শাস্তি স্থাপন করে, তাঁর দ্বারা স্বর্গ কি মর্ত্যের সবকিছুকে তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত করেন।

১ম থিষ্পলনীকীয় 4:1 ভাইবোনেরা, সবশেষে বলি, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, সেই নির্দেশ আমরা তোমাদের দিয়েছি এবং সেইমতোই তোমরা জীবনযাপন করছ। এখন, প্রভু যীশুর নামে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি ও মিনতি জানাচ্ছি, তোমরা এই বিষয়ে আরও সমৃদ্ধ হতে চেষ্টা করো। 4:2 কারণ প্রভু যীশুর দেওয়া অধিকারবলে আমরা তোমাদের কী নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা তোমরা জানো। 4:3 ফলত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র হও, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার থেকে দূরে থাকো; 4:4 যেন তোমরা প্রত্যেকে এই শিক্ষা লাভ করো যে শরীরকে সংযত রেখে কীভাবে পবিত্র ও স্মানজনক জীবনযাপন করতে হয়, 4:5 যারা ঈশ্বরকে জানে না, এমন বিষয়ী লোকদের মতো জাগতিক কামনার বশে নয়;

২য় থিস্টলনীকীয় 3:6 ভাইবোনেরা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যে ভাই অলস এবং আমাদের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে না, তার সঙ্গ ত্যাগ করো। 3:7 কারণ তোমরা নিজেরা জানো, কীভাবে আমাদের আদর্শ অনুকরণ করতে তোমরা বাধ্য। তোমাদের সঙ্গে থাকার সময় আমরা আলস্যে কাল কাটাইনি; 3:8 অথবা বিনামূল্যে আমরা কারও খাবার গ্রহণ করিনি। বরং আমরা যেন তোমাদের কারও কাছে বোঝা না হই, সেজন্য দিনরাত কাজ করোছি, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট করোছি। 3:9 এই সাহায্য লাভের অধিকার যে আমাদের নেই, তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন অনুসরণ করো, সেজন্য নিজেদের এক আদর্শরূপে স্থাপন করোছি। 3:10 কারণ তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়েও আমরা তোমাদের এই নিয়ম দিয়েছি, “যদি কেউ পরিশ্রম না করে, সে আহারও করবে না।”

১ম তীমথি 2:1 সর্বথথমেই আমি অনুনয় করছি, সকলের জন্য যেন অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়, 2:2 বিশেষত রাজা এবং উচ্চপদস্থ সকল ব্যক্তির জন্য, যেন আমরা পরিপূর্ণ ভক্তিতে ও পবিত্রতায়, শান্তিপূর্ণ ও নিরবিঘ্ন জীবনযাপন করতে পারি। 2:3 আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বরের সামনে এটাই উত্তম ও সন্তোষজনক। 2:4 তিনি চান, সব মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় এবং সত্যের তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে। 2:5 কারণ ঈশ্বর যেমন এক তেমন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী আছেন, তিনি মানুষ খ্রীষ্ট যীশু।

২য় তীমথি 2:8 যীশু খ্রীষ্টকে সারণ করো, যিনি মৃতলোক থেকে পুনরুদ্ধিত হয়েছেন এবং যিনি দাউদের বংশজাত। এই হল আমার সুসমাচার। 2:9 এরই জন্য, আমি অপরাধীর মতো শিকলে বন্দি হয়ে দুঃখ্যন্ত্রণা ভোগ করছি, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শিকলে বন্দি হয়নি। 2:10 অতএব, মনোনীতদের জন্য আমি সবকিছুই সহ্য করি, যেন তারাও অনন্ত মহিমার সঙ্গে সেই মুক্তি অর্জন করতে পারে যার আধার খ্রীষ্ট যীশু। (aiōnios g166)

তীত 2:11 কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তা সব মানুষের কাছে পরিত্রাণ নিয়ে আসে। 2:12 এই অনুগ্রহ অভক্তি এবং সাংসারিক অভিলাষকে উপেক্ষা করতে এবং এই বর্তমান যুগে আত্মসংযোগী, সৎ ও ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আমাদের শিক্ষা দেয়, (aiōn g165) 2:13 যখন আমরা সেই পরমধন্য আশা নিয়ে, আমাদের মহান ঈশ্বর ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের মহিমায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় আছি, 2:14 যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সব দুষ্টতা থেকে আমাদের মুক্ত করেন এবং নিজের জন্য এক জাতিকে, যারা তাঁর একান্তই আপন, তাদের শুচিশুদ্ধ করেন, যেন তারা সৎকর্মে আগ্রহী হয়।

ফিলীমন 1:3 আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। 1:4 আমার প্রার্থনায় তোমাকে সারণ করার সময় আমি প্রতিনিয়ত আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, 1:5 কারণ প্রভু যীশুতে তোমার বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্রগনের প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা আমি শুনেছি। 1:6 আমি প্রার্থনা করি, বিশ্বাসে আমাদের যে সহভাগিতা আছে তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে তুমি যেন সক্ষিয় হয়ে ওঠো, যেন খীঁঠে আমাদের যেসব উৎকৃষ্ট বিষয় আছে তার পূর্ণ উপলব্ধি তোমার হয়। 1:7 তোমার ভালোবাসা আমাকে খুবই আনন্দ এবং প্রেরণা দিয়েছে, কারণ ভাই, তুমি পবিত্রগনের প্রাণ জুড়িয়েছ।

ইব্রীয় 1:1 অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপূরুষদের সঙ্গে বহুবার বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন, 1:2 কিন্তু এই শেষ যুগে, তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই আমাদের কাছে কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। (aiōn g165) 1:3 সেই পুত্রেই ঈশ্বরের মহিমার বিচ্ছুরণ এবং তাঁর সত্ত্বার যথার্থ প্রতিরূপ, যিনি তাঁর তেজোদৃশ বাক্যের দ্বারা সবকিছুই ধারণ করে আছেন। সব পাপ ক্ষমা করার কাজ সম্পন্ন করার পর, তিনি স্বর্গে ঐশ্বর-মহিমার ডানদিকে উপবেশন করেছেন।

যাকোব 1:16 আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, ভাস্ত হোয়ো না। 1:17 সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নির্খুঁত দান উর্ধ্বলোক থেকে, আকাশের জ্যোতিক্রমণগীর সেই পিতা থেকে আসে। তিনি কখনও পরিবর্তন হন না বা ছায়ার মতো সরে যান না। 1:18 তিনি আমাদের মনোনীত করে সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, যেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমরা এক প্রকার প্রথম ফসলরূপে গণ্য হতে পারি।

১ম পিতর ৩:১৮ কারণ খ্রীষ্টও পাপের প্রায়শিত্বের জন্য একবারই মৃত্যবরণ করেছেন, সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধাৰ্মিকদের জন্য করেছেন, যেন তোমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁকে শৰীরে হত্যা করা হলেও আত্মায় জীবিত করা হয়েছে,

২য় পিতর ১:৩ যিনি নিজ মহিমা ও মহত্বে আমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর ঈশ্বরিক পরাক্রম আমাদের জীবন ও ভক্তিপরায়ণতা সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই দান করেছেন। ১:৪ এসবের মাধ্যমে তিনি আমাদের তাঁর অত্যন্ত মহান ও বহুমূল্য সব প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। তোমরা যেন সেগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হও। সেই সঙ্গে মন্দ কামনাবাসনার দ্বারা উদ্ভূত যে জগতের কলুষতা, তা থেকে তোমরা পালিয়ে যেতে পারো।

১ম যোহন ২:১ আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না করো। কিন্তু কেউ যদি পাপ করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন; তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি যীশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ। ২:২ তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শিত্ব, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শিত্ব করেছেন।

২য় যোহন ১:৭ বহু প্রতারক, যারা যীশু খ্রীষ্টের মানবদেহে আগমনকে স্বীকার করে না, তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের লোকেরাই প্রতারক এবং খ্রীষ্টারি।

৩য় যোহন ১:৪ আমার সন্তানেরা সত্যে জীবনযাপন করছে, একথা শুনে যে আনন্দ পাই তার থেকে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই হতে পারে না।

যিহুদা ১:৩ প্রিয় বন্ধুরা, যে পরিগ্রাগের আমরা অংশীদার সেই বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে লিখবার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু এমন আমি বুঝতে পারলাম যে তোমাদের কাছে অন্য কিছু লেখা প্রয়োজন; তোমরা সেই বিশ্বাসের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করো যে বিশ্বাস সর্বসময়ের জন্য একবারই পরিগ্রাগের কাছে দেওয়া হয়েছে। ১:৪ কারণ কয়েকজন ব্যক্তি গোপনে তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, যাদের শাস্তি অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। তারা সব ভক্তিহীন, যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লাম্পট্যের ছাড়পত্রে পরিণত করে এবং আমাদের একমাত্র সার্বভৌম ও প্রভু, যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে।

প্রকাশিত বাক্য ৩:১৯ আমি যাদের প্রেম করি, তাদের আমি তিরক্ষার করি ও শাসন করি। তাই আন্তরিক আগ্রহ দেখাও ও মন পরিবর্তন করো। ৩:২০ দেখো আমি তোমার কাছেই আছি! এই আমি দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি ও কড়া নাড়ছি, যদি কেউ আমার কষ্টস্বর শুনে দুয়ার খুলে দেয়, আমি ভিতরে প্রবেশ করব ও তার সঙ্গে বসে আহার করব, আর সেও আমার সঙ্গে আহার করবে। ৩:২১ যে বিজয়ী হয়, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসার অধিকার দেব, ঠিক যেমন আমি বিজয়ী হয়ে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি। ৩:২২ যার কান আছে, সে শুনুক, যে পরিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী বলছেন।"



# পাঠকের গাইড

বাংলা at [AionianBible.org/Readers-Guide](http://AionianBible.org/Readers-Guide)

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are added to help your study. The notes show the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “*As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you remain in him.*” Every Christian is qualified to interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn God's word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good. However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible with God's help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “*And we speak of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned.*” So we cannot understand in our natural self, but we can with God's help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions, conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “*Do your best to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed, properly handling the word of truth.*” 2 Timothy 2:15. “*God has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,*” 2 Peter 1:4-8.

# শব্দকোষ

বাংলা at [AionianBible.org/Glossary](http://AionianBible.org/Glossary)

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven special words to help us better understand the extent of God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the Strong's Concordance and Glossary definitions.

## **Abyssos** g12

Greek: proper noun, place

Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses

Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

## **aīdios** g126

Greek: adjective

Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6

Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

## **aiōn** g165

Greek: noun

Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses

Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns, Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

## **aiōnios** g166

Greek: adjective

Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses

Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

## **eleēsē** g1653

Greek: verb, aorist tense, active voice, subjunctive mood, 3rd person singular

Usage: 1 time in this conjugation, Romans 11:32

Meaning:

To have pity on, to show mercy. Typically, the subjunctive mood indicates possibility, not certainty. However, a subjunctive in a purpose clause is a resulting action as certain as the causal action. The subjunctive in a purpose clause functions as an indicative, not an optative. Thus, the grand conclusion of grace theology in Romans 11:32 must be clarified. God's mercy on all is not a possibility, but a certainty. See [ntgreek.org](http://ntgreek.org).

**Geenna** g1067

Greek: proper noun, place

Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses

Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

**Hades** g86

Greek: proper noun, place

Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses

Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for deceased believers.

**Limnē Pyr** g3041 g4442

Greek: proper noun, place

Usage: Phrase 5 times in the New Testament

Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for the Devil and his angels, Matthew 25:41.

**Sheol** h7585

Hebrew: proper noun, place

Usage: 66 times in 17 books, 50 chapters, and 64 verses

Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing and unbelieving, until the general resurrection.

**Tartaroō** g5020

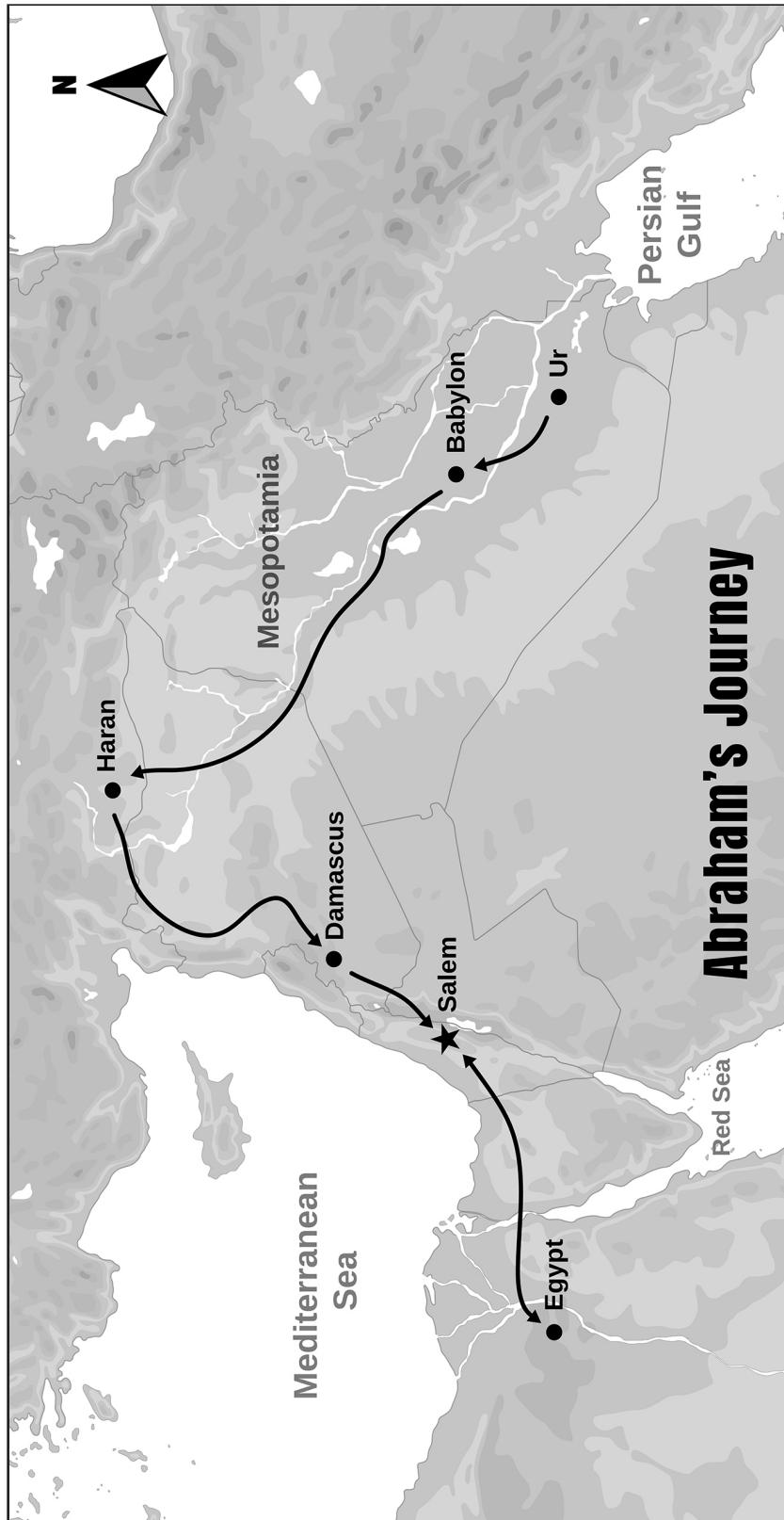
Greek: proper noun, place

Usage: 1 time in 2 Peter 2:4

Meaning:

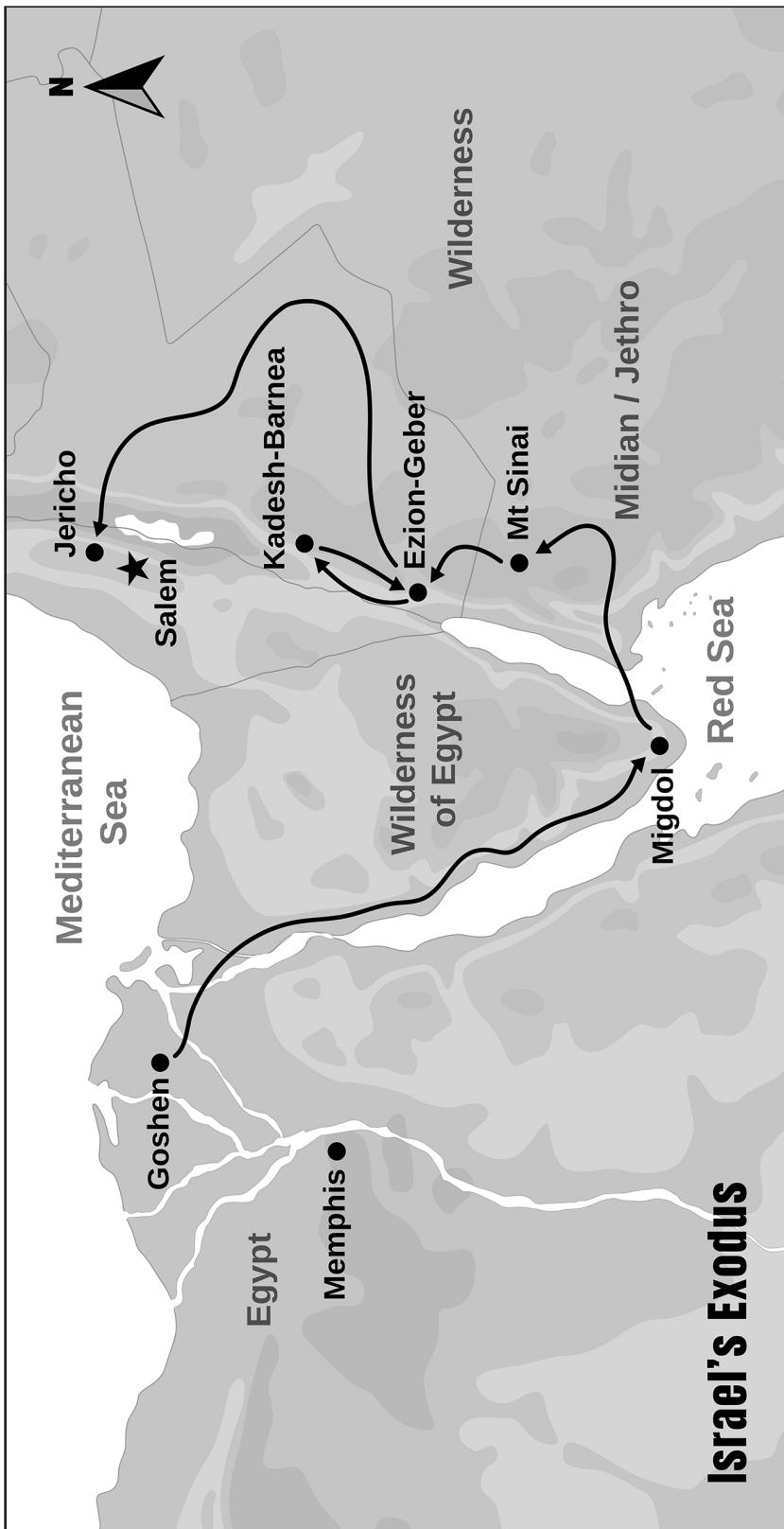
Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.

# Abraham's Journey



বিশ্বসেই অবাহম, যে স্থান তিনি ভবিকালে উত্তরাধিকার হিস্পে বেলাদ করবেন, সেই স্থানে যা ওয়ার আহুন পেয়ে গত্ত্বয়স্তান না জেনেই, বাধ্যতার সঙ্গে নেই স্থানে ফেনেন। - ইব্রীয় 11:8

# Israel's Exodus



ফরৌণ যখন জোকবের যেতে মিজেন, ঈশ্বর তখন তাদের বিহিতিনিরে দেশের মধ্যে নিয়ে যাননি, যদিও সেটি সংক্ষিপ্ত পথ।  
কারণ ঈশ্বর বলেন, “যদি তারা যদের সম্মুখীন হয়, তবে তারা হঃতে তাদের মন পরিবর্তন করে ফেলবে এবং নিশের ক্ষিরে থাবে।” - যাদাপ্তক 13:17



Mediterranean Sea

Sidon  
Tyre  
Caesarea-Philippi

Galilee  
Capernaum  
Bethsaida

Cana  
Nazareth

Sychar

Samaria

Ephraim

Jerusalem ★

Bethany

Bethlehem

Judea

► Egypt

Decapolis

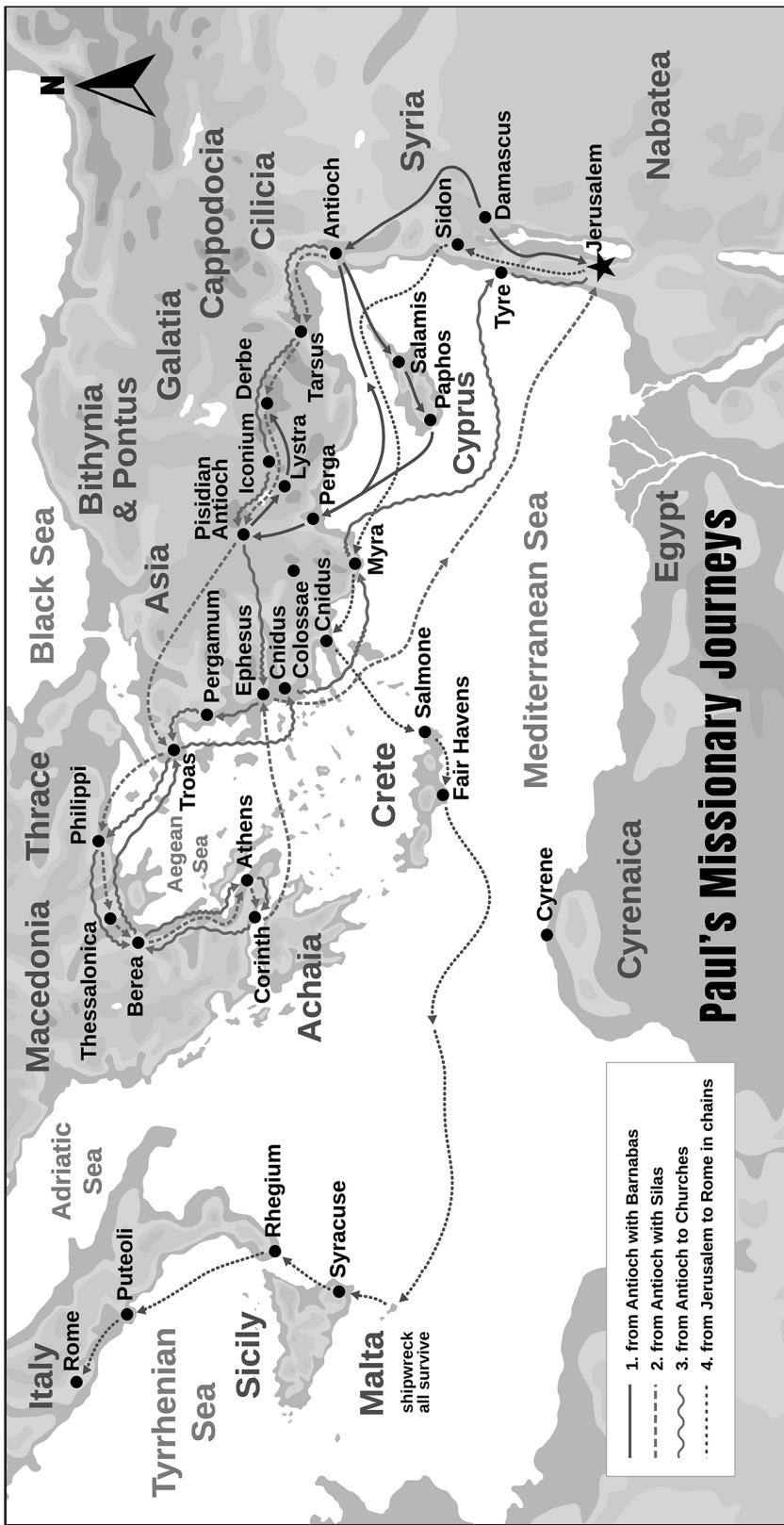
Peraea

Jericho

**Jesus' Journeys**

কারণ, এমনকি, মন্দ্যপুরও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবারে নিজের প্রাণ মৃত্যুগ্রহণ করেন। - মার্ক 10:45

# Paul's Missionary Journeys



শেৰীল, খৃষ্ট চীকুৰ একজন কৈতোস, প্ৰেরিত মিশনারী আছুত ও স্বীকৃত পুস্তকাৰ প্ৰচাৰেৰ জন্ম নিয়ুক্ত - জোমীয় 1:1.

# **Creation 4004 B.C.**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Adam and Eve created</b>              | <b>4004</b> |
| <b>Tubal-cain forges metal</b>           | <b>3300</b> |
| <b>Enoch walks with God</b>              | <b>3017</b> |
| <b>Methuselah dies at age 969</b>        | <b>2349</b> |
| <b>God floods the Earth</b>              | <b>2349</b> |
| <b>Tower of Babel thwarted</b>           | <b>2247</b> |
| <b>Abraham sojourns to Canaan</b>        | <b>1922</b> |
| <b>Jacob moves to Egypt</b>              | <b>1706</b> |
| <b>Moses leads Exodus from Egypt</b>     | <b>1491</b> |
| <b>Gideon judges Israel</b>              | <b>1245</b> |
| <b>Ruth embraces the God of Israel</b>   | <b>1168</b> |
| <b>David installed as King</b>           | <b>1055</b> |
| <b>King Solomon builds the Temple</b>    | <b>1018</b> |
| <b>Elijah defeats Baal's prophets</b>    | <b>896</b>  |
| <b>Jonah preaches to Nineveh</b>         | <b>800</b>  |
| <b>Assyrians conquer Israelites</b>      | <b>721</b>  |
| <b>King Josiah reforms Judah</b>         | <b>630</b>  |
| <b>Babylonians capture Judah</b>         | <b>605</b>  |
| <b>Persians conquer Babylonians</b>      | <b>539</b>  |
| <b>Cyrus frees Jews, rebuilds Temple</b> | <b>537</b>  |
| <b>Nehemiah rebuilds the wall</b>        | <b>454</b>  |
| <b>Malachi prophesies the Messiah</b>    | <b>416</b>  |
| <b>Greeks conquer Persians</b>           | <b>331</b>  |
| <b>Seleucids conquer Greeks</b>          | <b>312</b>  |
| <b>Hebrew Bible translated to Greek</b>  | <b>250</b>  |
| <b>Maccabees defeat Seleucids</b>        | <b>165</b>  |
| <b>Romans subject Judea</b>              | <b>63</b>   |
| <b>Herod the Great rules Judea</b>       | <b>37</b>   |

(The Annals of the World, James Usher)



# **Jesus Christ born 4 B.C.**

# New Heavens and Earth



- Christ returns for his people
- 1956 Jim Elliot martyred in Ecuador
- 1830 John Williams reaches Polynesia
- 1731 Zinzendorf leads Moravian mission
- 1614 Japanese kill 40,000 Christians
- 1572 Jesuits reach Mexico
- 1517 Martin Luther leads Reformation
- 1455 Gutenberg prints first Bible
- 1323 Franciscans reach Sumatra
- 1276 Ramon Llull trains missionaries
- 1100 Crusades tarnish the church
- 1054 The Great Schism
- 997 Adalbert martyred in Prussia
- 864 Bulgarian Prince Boris converts
- 716 Boniface reaches Germany
- 635 Alopen reaches China
- 569 Longinus reaches Alodia / Sudan
- 432 Saint Patrick reaches Ireland
- 397 Carthage ratifies Bible Canon
- 341 Ulfilas reaches Goth / Romania
- 325 Niceae proclaims God is Trinity
- 250 Denis reaches Paris, France
- 197 Tertullian writes Christian literature
- 70 Titus destroys the Jewish Temple
- 61 Paul imprisoned in Rome, Italy
- 52 Thomas reaches Malabar, India
- 39 Peter reaches Gentile Cornelius
- 33 Holy Spirit empowers the Church

(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

## Resurrected 33 A.D.

|                      |         |                      |  |  |
|----------------------|---------|----------------------|--|--|
| What are we? ►       |         |                      | Genesis 1:26 - 2:3                         |  |
| How are we sinful? ► |         |                      | Romans 5:12-19                             |  |
| Where are we?        |         |                      | Innocence                                  |  |
|                      |         |                      | Eternity Past                              | Creation<br>4004 B.C.  |
| ► Who are we?        | God     | Father               | John 10:30<br><br>God's perfect fellowship | Genesis 1:31<br><br>God's perfect fellowship with Adam in The Garden of Eden |
|                      |         | Son                  |  |  |
|                      |         | Holy Spirit          |  |  |
|                      | Mankind | Living               | Genesis 1:1<br><br>No Creation No people   | Genesis 1:31<br><br>No Fall No unholy Angels                                 |
|                      |         | Deceased believing   |  |  |
|                      |         | Deceased unbelieving |  |  |
|                      | Angels  | Holy                 |  |  |
|                      |         | Imprisoned           |  |  |
|                      |         | Fugitive             |  |  |
|                      |         | First Beast          |  |  |
|                      |         | False Prophet        |  |  |
|                      |         | Satan                |  |  |
| Why are we? ►        |         |                      | Romans 11:25-36, Ephesian 2:7              |  |

Mankind is created in God's image, male and female He created us

Sin entered the world through Adam and then death through sin

## When are we?



| Fallen  |                         |                                   |                           | Glory   |  |  |  |  |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Fall to sin<br>No Law   | Moses' Law<br>1500 B.C. | Christ<br>33 A.D.                 | Church Age<br>Kingdom Age | New Heavens<br>and Earth  |  |  |  |  |
| 1 Timothy 6:16<br>Living in unapproachable light                              |                         |                                   |                           | Acts 3:21<br>Philippians 2:11<br>Revelation 20:3  |  |  |  |  |
| John 8:58<br>Pre-incarnate  |                         | John 1:14<br>Incarnate            | Luke 23:43<br>Paradise    | God's perfectly restored fellowship with all Mankind praising Christ as Lord in the Holy City |  |  |  |  |
| Psalm 139:7<br>Everywhere   |                         | John 14:17<br>Living in believers |                           |   |  |  |  |  |
| Ephesians 2:1-5<br>Serving the Savior or Satan on Earth                       |                         |                                   |                           |   |  |  |  |  |
| Luke 16:22<br>Blessed in Paradise   |                         |                                   |                           |   |  |  |  |  |
| Luke 16:23, Revelation 20:5,13<br>Punished in Hades until the final judgment  |                         |                                   |                           | Matthew 25:41<br>Revelation 20:10   |  |  |  |  |
| Hebrews 1:14<br>Serving mankind at God's command                              |                         |                                   |                           |   |  |  |  |  |
| 2 Peter 2:4, Jude 6<br>Imprisoned in Tartarus                                 |                         |                                   |                           |   |  |  |  |  |
| 1 Peter 5:8, Revelation 12:10<br>Rebelling against Christ<br>Accusing mankind |                         |                                   |                           | Revelation 20:13<br>Thalaasa  |  |  |  |  |
|   |                         |                                   |                           | Revelation 19:20<br>Lake of Fire  |  |  |  |  |
|   |                         |                                   |                           | Revelation 20:2<br>Abyss  |  |  |  |  |

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

## ভবিতব্য

বাংলা at [AionianBible.org/Destiny](http://AionianBible.org/Destiny)

The Aionian Bible shows the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically translated as *Hell* show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell. Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament *Sheol* and New Testament *Hadēs*, 2) *Geenna*, 3) *Tartaroō*, 4) *Abyssos*, 5) *Limnē Pyr*, 6) *Paradise*, 7) *The New Heaven*, and 8) *The New Earth*. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter 2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, "*the gates of Hades will not prevail*," Matthew 16:18. Paul asks, "*Hades where is your victory?*" 1 Corinthians 15:55. John wrote, "*Hades gives up*," Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, "*Do not be afraid*," because he holds the keys to *unlock* death and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to "*be afraid*" because Jesus holds the keys to *lock* Hades! Wow, we have it backwards! Hades will be evacuated! And to guarantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation 21:1-8. So are those evacuated from Hades then, "*out of the frying pan, into the fire?*" Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead, read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the Goats, "*Then he will say also to those on the left hand, 'Depart from me, you cursed, into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,'*" Matthew 25:41. Bad news for the Devil. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in Heaven. "*If the first fruit is holy, so is the lump*," Romans 11:16. Though unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

# Disciple All Nations

অতএব, তোমরা যাও ও সন্ত জাতিকে শিখ করো, পিতা ও পুত্র ও পর্বত আত্ম নামে তাদের বাঞ্ছিন্দ দাও। - মরি 28:19



